উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,২০০.৬৮ (-৮৯৩.৩৯)
নিফটি : ২৩,৮২৪.১০ (-২৭৮.৮০)

শুভ জন্মদিন জাদুকর ১১

বিদ্রোহ মোকাবিলায় কৌশলী আদি তৃণমূল ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ৩৩° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন | ৩৩° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন | ৩৩° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন | ৩২° সর্বোচ্চ / ২৫° সর্বনিম্ন |

হরমুজের স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ চায় ইরান ৭

শিলিগুড়ি ৯ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 24 June 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 37

# দৌড় শুরু

## রোনাল্ডোর জোড়া গোলে জমল বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করার মহাকাব্যিক নজির গড়লেন তিনি। ৪১ বছর ১৩৮ দিন বয়সে এই গোল করে তিনি টপকে গেলেন মেসি (৩৮ বছর ৩৬৩ দিন)

**পর্তুগাল-৫ (রোনাল্ডো-২, মেন্ডেস, খুসানভ-আত্মঘাতী, লিয়াও)**
**উজবেকিস্তান-০**

**হিউস্টন, ২৩ জুন :** টেক্সাসের এনআরজি স্টেডিয়ামের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গ্যালারির কৃত্রিম ঠান্ডা হাওয়াতেও যেন আজ এক অদৃশ্য উত্তাপ ছিল। চারপাশের পর্তুগিজ সমর্থকরা যখন লাল-সবুজ পতাকা ওড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চোখে ছিল উৎকণ্ঠা আর এক অদ্ভুত জেদ। গত কয়েকদিন ধরে ফুটবল দুনিয়ায় জোর গুঞ্জন রটেছিল- লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা যখন গোলের বন্যায় ভাসছেন, তখন ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি এই তরুণ পর্তুগাল দলের এক মস্ত বড় বোঝা! একজন জাত চ্যাম্পিয়নকে তাতিয়ে দেওয়ার জন্য এমন অপমানই বোধহয় যথেষ্ট। ম্যাচ শুরুর আগে যখন প্রেস বক্সের কাচের ওপার থেকে মাঠের দিকে তাকালাম, দেখলাম গা-গরম করার সময় থেকেই ক্রিশ্চিয়ানোর চোয়াল শক্ত। সেই চেনা চিতার মতো একাগ্রতা। আর খেলা শুরুর প্রথম মিনিট থেকেই মাঠের আবহটা বদলে দিল পর্তুগাল। ডিআর কঙ্গো ম্যাচের সেই মন্থর, অলস ফুটবল ঝেড়ে ফেলে রোনাল্ডো-ব্রুনো ফার্নান্ডেজরা আজ যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হাই প্রেসিং ফুটবল খেলতে শুরু করলেন। প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নেওয়ার সেই তীব্র বাসনাই ম্যাচের ভাগ্য লিখে দিল প্রথম ২০ মিনিটেই।

ম্যাচের ঠিক ৬ মিনিটে ডান দিক থেকে জোয়াও ক্যান্সেলোর এক ফালি বিদ্যুতের মতো মাপা ক্রস ভেসে এল বক্সে। আর নিয়ার পোস্টে বাজপাখির মতো ছিটকে ঢুকে ডান পায়ের নিখুঁত ছোঁয়ায় বল জালে জড়ালেন রোনাল্ডো। মুহূর্তের মধ্যে এনআরজি স্টেডিয়ামের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ল সেই চেনা গর্জন- 'সিউউউ'! গোলের পর রোনাল্ডোর মুখের সেই বাঁধভাঙা অভিব্যক্তি, সতীর্থদের বুকে টেনে নেওয়ার সেই মরিয়া ভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল, এই গোলটার জন্য তাঁর নিজের আত্মঅহংকার এবং গোটা পর্তুগাল শিবিরের স্নায়ুর কতটা শান্তি প্রয়োজন ছিল। এই একটা গোলেই যেন দলের সমস্ত জড়তা আর ভয় কর্পূরের মতো উড়ে গেল। আর এই গোলের সঙ্গেই ইতিহাস ছুঁলেন সিআরসেভেন। ফুটবল ইতিহাসের টানা এবং সতীর্থ পেপেকে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রবীণতম গোলস্কোরার হিসেবে তাঁর সামনে এখন কেবল ক্যামেরুনের রজার মিল্লা। একইসঙ্গে ইউসেবিওকে টপকে দেশের হয়ে বিশ্বকাপে সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার এখন ক্রিশ্চিয়ানোই।

চাপমুক্ত পর্তুগাল এরপর যে ফুটবলটা খেলল, তা এক পরম দৃশ্যসুখ। ১৭ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পেল পর্তুগাল। উজবেক গোলকিপার আবদুভোহিদ নেমাতভ সহ গ্যালারির সকলেই যখন রোনাল্ডোর সেই চেনা 'নাকল বল' দেখার অপেক্ষায় দেওয়াল তুলছেন, তখনই অনুশীলনের নিখুঁত ছক কাজে লাগিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ তারকা নুনো মেন্ডেস এক অনবদ্য বাঁকানো শটে বল জালে জড়িয়ে ২-০ করলেন। এর মাঝে উজবেকিস্তানের আজিজ গ্যানিয়েভ ২৫ গজ দূর থেকে দূরপাল্লার কামানে পর্তুগালের জালে বল জড়ালেও বিল্ড আপে ক্যান্সেলোকে ফাউল করার কারণে ভিএআরের সাহায্যে তা বাতিল করেন রেফারি। ৩৯ মিনিটে ব্রুনোর সেই চিরপরিচিত মাপা থ্রু বল ধরে বক্সে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় ডিফেন্ডারকে ছিটকে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন রোনাল্ডো।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ৬০ মিনিটে পেদ্রো নেতোর এক বিষাক্ত ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেন ম্যাঞ্চেস্টার

*এরপর আটের পাতায়*

# দুর্নীতির ফাইল খুললেন শুভেন্দু

## বিধানসভায় নিশানা মমতা-অভিষেককে

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২৩ জুন :** এ যেন দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খানের বার্তা। তদন্ত আর গ্রেপ্তারের হিড়িকের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্নীতি-জালে নিজের পূর্বসূরিকে টেনে আনলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুঝিয়ে দিলেন, নিস্তার নেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো'রও। আর্থিক অনিয়মে জিরো টলারেন্সের হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে বিধানসভায় ফাইল খুলে ধরলেন শুভেন্দু। যে ফাইলে দেখালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য মমতা বা অভিষেক- কারও নাম উচ্চারণ করেননি। কিন্তু তাঁর ভাষণের প্রতিটি কথায় তাঁদের উদ্দেশে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ফি বছর তাঁর সাধের বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনকে শুভেন্দু নিয়ে আসেন আতশকাচের তলায়। ওই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বিরাট আর্থিক দুর্নীতির খতিয়ান তিনি মঙ্গলবার পেশ করেন বিধানসভায়। বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রথম ভাষণ দিলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রথম ভাষণটি আগাগোড়া ছিল আক্রমণাত্মক। তাঁর উপস্থাপনার মেজাজও ছিল চড়া সুরে বাঁধা। শুভেন্দুর কথায়, 'বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজনে আগের সরকার ৩২৪.৭৩ কোটি টাকা পাইয়ে দিয়েছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজকে (ফিকি)। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সই দেখবেন নাকি? আপনি (পড়ুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কি এটা করতে পারেন? এ তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যাঁরা চুরি করেছেন, তাঁদের একজনও রেহাই পাবেন না।'

মমতার পর শুভেন্দু পরোক্ষে অভিষেকের উদ্দেশে তির ছোড়েন। তাঁর ভাষায়, 'আপনারা আন্দাজও করতে পারবেন না যে, কীরকম বেপরোয়াভাবে চুরি ও লুট হয়েছে। বীরভূমের পাথর খাদান থেকে আগের জমানায় বছরে মাত্র ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আসত। বিজেপি সরকার আসার পর গত দেড় মাসে সেই রাজস্ব বেড়ে ৮৩ কোটি হয়েছে। প্রতি বছর ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সোজা পৌঁছে যেত ক্যামাক স্ট্রিট ও দুবাইয়ে।'

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ও অফিস ছিল। ফলে শুভেন্দুর ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁর পরের কথাগুলিতে মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে পরোক্ষে কড়া পদক্ষেপের বার্তাও স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে দুর্নীতি রোধে আরও কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আইন আনা হচ্ছে। ওই আইন কার্যকর হলে জেলযাত্রার পাশাপাশি দোষীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে চড়ানো হবে।

শুভেন্দু বলেন, 'অনেকে ভাবছেন, দু'মাস জেলে থেকে আইনি লড়াই করে জেল থেকে বেরিয়ে যাবেন। এবার তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব।'

*এরপর আটের পাতায়*

*মুখ্যমন্ত্রীকে স্যালুট। ক্যাওড়াতলা শ্মশানঘাটে মঙ্গলবার।*

# ধর্ষণের পর তিন মাস বাড়িতে 'বন্দি'

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ। তারপর তিন মাস বাড়িতে আটকে রাখা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, নাবালিকার সঙ্গে অভিযুক্তের বিয়েও দেওয়া হয়েছিল চুপিসারে। এমন একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্যের দুই ছেলেকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

**গ্রেপ্তার পঞ্চায়েত সদস্যের দুই ছেলে**

ধৃত সুরজিৎ রায় ও তাঁর দাদা সম্রাট রায়কে বুধবার আদালতে তোলা হবে। দিনের পর দিন কিশোরীর ওপর শারীরিক ও

*এরপর আটের পাতায়*

DESUN HOSPITAL
B.Sc ও GNM নার্সিং পড়ার সুবর্ণ সুযোগ
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

এমবাপে ও ডেম্বেলের যুগলবন্দি ১১

# দুর্নীতি ইস্যুতে রাজুর 'ছাড়' গৌতমকে

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** নাম ধরে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের ডেপুটি মেয়র, প্রাক্তন মেয়র পারিষদদের জেলে ভরার হুঁশিয়ারি দিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্ট। তবে প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেবের নাম মুখে না আনায় সাংসদের অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগেও গৌতম দেবকে পুরসভা পরিচালনা করার ব্যাপারে সাহায্যের কথা শোনা গিয়েছিল রাজুর মুখে। যদিও পরে গৌতম মেয়র পদের মর্যাদা ধরে রাখতে পারছেন না এবং পুরসভার কাজে ছন্দপতনের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছিলেন। তারপরেও গৌতমের বিরুদ্ধে রাজুর মুখ না খোলা আদতে রাজনৈতিক কৌশল নাকি আঁতাত, শিলিগুড়িতে তা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে।

এ ব্যাপারে রাজু কিছু বলতে না চাইলেও পুরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, 'উনি (সাংসদ) আমাদের নেতা। কার নাম বলেছেন, কেন বলেছেন, কার নাম বাদ পড়েছে, কেন পড়েছে উনিই বলতে পারবেন।' তাহলে সাংসদ যদি তৃণমূলের কাউকে স্বচ্ছ বলেন, আপনারা মেনে নেবেন? নীরব থেকে পরোক্ষ সম্মতি জানিয়েছেন অমিত। বিষয়টি নিয়ে বিজেপির অন্দরেও জলঘোলা শুরু হয়েছে। জেলা বিজেপির এক নেতার বক্তব্য, 'প্রাক্তন মেয়রের বিরুদ্ধে যদি সাংসদের কাছে দুর্নীতি প্রমাণের অভাব থাকে, তাহলে আমরা সেই সংক্রান্ত তথ্য দেব।'

এদিন রাজ্য বাজেটের ওপর দলীয় বক্তব্য রাখতে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয় বিজেপির জেলা অফিস মাল্লাগুড়িতে। বাজেট সংক্রান্ত বক্তব্যের পরে সাংসদ পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদদের অনেকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া টাকা লুটের অভিযোগ তুলে সরব হন। কোথায় কোথায় টাকা লুকিয়ে রাখা হয়েছে সেই সমস্ত রেকর্ড তাঁর কাছে রয়েছে বলে দাবি করেন। কাউকেই ছাড়া হবে না, এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে সাংসদ বলেন, 'পুরসভায় তৃণমূলের অনেকে আলাদা আলাদা দোকান খুলে বসেছেন। বিল্ডার, ব্যবসায়ী থেকে আমজনতা, গরিব মানুষকে যে যাঁর মতো লুটেছেন। তাঁদের আমরা ছাড়ব না। সঠিক তদন্ত হবে।'

পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং প্রাক্তন মেয়র পারিষদ (জঞ্জাল) মানিক দে-র নাম করে তিনি বলেন, 'বেহিসাবি লুটেছেন এমন চার-পাঁচজন রয়েছেন। রঞ্জন সরকার, মানিক দে রয়েছেন, আরও কয়েকজনের নাম মনেও নেই। কেউ বাঁচতে পারবেন না।' রাজুর দাবি, 'এঁদের অনেকে বিজেপিতে ঢুকতে যোগাযোগ করলেও আমি না করেছি।'

*এরপর আটের পাতায়*

*বিজেপির জেলা অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে রাজু বিস্ট সহ অন্যরা।*

# সানডে হো ইয়া... ভুল যাও অন্ডে!

চা বাগান কিংবা গ্রামের গরিব ঘরের ছেলেপুলেগুলোর কাছে মিড-ডে মিলের গন্ধটাই বেঁচে থাকার আসল স্বরলিপি। কিন্তু মুশকিল হল, কলকাতার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মহলে বসে থাকা বাবুদের নাকে হঠাৎ এই গন্ধটা বড্ড 'আঁশটে' এবং 'অপবিত্র' ঠেকছে।

**দীপ সাহা ও স্বরূপ বিশ্বাস**

সাত এক্কে সাত, সাত দু'গুণে চোদ্দো...

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সমস্বরে নামতা পড়তে ব্যস্ত পড়ুয়ারা। হঠাৎই ক্লাসঘরজুড়ে যেন একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। খানিক দূরে মিড-ডে মিলের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ডিমের ঝোলের ঘ্রাণে তখন পেটের ভেতরের খিদে যেন আরও মোচড় দিয়ে উঠছে। সে ঘ্রাণ নাকে গিয়েছে খোদ মাস্টারমশাইয়েরও।

নামতা পড়তে পড়তেই মাঝখান থেকে একজন বলে উঠল, 'স্যর, ও স্যর। খিদে পেয়েছে'। পেটে হাত দিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে সে এক অদ্ভুত আবদার! মাস্টারমশাই বোঝালেন, আর মিনিট পনেরোর অপেক্ষা। তারপরই পাতে পড়বে গরম গরম ভাত আর ডিমের ঝোল।

কালচিনির ১ নম্বর টিজি প্রাইমারি স্কুলই হোক বা তরাইয়ের বাগডোগরার হরেকৃষ্ণপল্লি প্রাথমিক স্কুল, ছবিটা প্রায় সব স্কুলেই সমান।

চা বাগান কিংবা গ্রামের গরিব ঘরের ছেলেপুলেগুলোর কাছে ওই খাবারের গন্ধটাই তো বেঁচে থাকার আসল স্বরলিপি। কিন্তু মুশকিল হল, কলকাতার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মহলে বসে থাকা বাবুদের নাকে হঠাৎ এই গন্ধটা বড্ড 'আঁশটে' এবং 'অপবিত্র' ঠেকছে। বাজেটে তাই অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছেন, কলকাতার ইস্কুলে এখন থেকে মিড-ডে মিল সরবরাহ করবে ইসকন। পড়ুয়াদের পাত থেকে তাই ডিম আউট, সয়াবিন-রাজমা ইন।

আপাতত কলকাতার স্কুলগুলিতে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে চালু হলেও অচিরেই যে এই সাত্ত্বিক অনুশাসন গোটা রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়বে, সে নিয়ে প্রায় একমত উত্তরের শিক্ষকরা। কিন্তু ওই যে সরকারের নির্দেশ, মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে। তাই ভয়ে সকলেই স্পিকটি নট। কলকাতায় পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে আগামীদিনে রাজ্যজুড়ে স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব যেতে পারে ইসকনের হাতে, মঙ্গলবার সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনও। মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ হওয়া এবং পুষ্টির অভাব নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে তিনি পালটা বলছেন, 'শুধু ডিমেই পুষ্টি হয় নাকি?' দীপকের দাবি, 'ডিমই একমাত্র পুষ্টির উৎস নয়।

*এরপর আটের পাতায়*

### ডিমের উপকারিতা

**ডিমে উচ্চমাত্রার কোলিন থাকে, যা শিশুর মস্তিষ্কের সঠিক গঠন ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে**

ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম উন্নত মানের প্রোটিন থাকে। এটি শিশুর কোষ তৈরি ও পেশি মজবুত করতে সাহায্য করে

**ডিমে লুটেইন এবং জিয়াক্সানথিন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শিশুর দৃষ্টিশক্তি প্রখর ও রেটিনা সুস্থ রাখে।**

ডিম ভিটামিন ডি'র প্রাকৃতিক উৎস, যা হাড় ও দাঁতের গঠন শক্ত করে

### সয়াবিন-রাজমার উপকারিতা

সয়াবিনে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স

**নিয়মিত সয়াবিন খেলে খারাপ কোলেস্টেরল কমে**

রাজমা ফোলেট (ভিটামিন বি-৯), আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং ফসফরাসের একটি দারুণ উৎস

**রাজমায় চর্বির পরিমাণ কম থাকে। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম হওয়ায় রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে**

# ১৯ ঝরনায় প্রাণ ফিরিয়ে পুরস্কৃত কালিম্পংয়ের তরুণীরা

**নাগরাকাটা, ২৩ জুন :** 'একটি গাছ অনেক প্রাণ'– এই কথা এবার প্রমাণ করল একটি গাছ অনেক ঝরনা। মৃত ঝরনায় প্রাণ ফেরাতে হাইড্রোজিওলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের পাশাপাশি নির্ভর করতে হয়েছিল নেটিভ বৃক্ষ রোপণেও। আর ঠিক এই ভাবেই মৃত ঝরনায় প্রাণ সঞ্চার করে জলশক্তিমন্ত্রকের পুরস্কার পেলেন কালিম্পংয়ের কাসিয়োনের মহিলারা। তাও একটি বা দুটি নয়, একসঙ্গে ১৯টি ঝরনাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তাঁরা। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ওয়াটার ইনোভেশন হ্যাকাথন নামে একটি অনুষ্ঠানে কাসিয়োন মাল্টিপারপাস উইমেন কোঅপারেটিভ সোসাইটি

- এক সময় এলাকার সমস্ত ঝরনা শুকিয়ে যাওয়ায় তীব্র জল সংকট দেখা দেয়
- পানীয় জল আনতে কাসিয়োনের বাসিন্দাদের ছুটতে হত দূরের পাহাড়ে
- এর পরেই একটি সংস্থার মাধ্যমে নতুন করে ঝরনার প্রাণ ফেরাতে উদ্যোগী হন গ্রামের ১২০ জন মহিলা

লিমিটেডের সদস্যা ওই মহিলাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জলশক্তিমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ রাজ ভূষণ। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট।

কাসিয়োনের নামচেলেখা গ্রামে একটা সময় ঝরনার সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু এক এক করে হিমালয়ান রেঞ্জ বা পাহাড় থেকে নেমে আসা সমস্ত ঝরনা শুকিয়ে যায়। তীব্র জলসংকটে ভুগতে থাকে এখানকার ৮০টি পরিবার। আর পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের মতো এখানেও পানীয় জলের মূল উৎস ঝরনা। ফলে মারাত্মক জলসংকট তৈরি হওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের কার্যত অসম লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। বহু দূরের ঝরনা থেকে জল আনতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। এগিয়ে আসে প্রসারি নামে একটি সংস্থা। এরপর ১২০ জন মহিলা সমষ্টিগতভাবে শুরু করেন নতুন লড়াই। ঝরনাগুলিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে তাঁরা পাঁচ বছর ধরে রোপণ করেন ২০ হাজার নেটিভ গাছ। পাশাপাশি ছিল বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ জলের বণ্টন, প্রবাহ, পরিমাণ এবং গুণগত মানের সন্ধানে বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ। যাকে বলা হয় হাইড্রোজিওলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। জল ব্যবস্থাপনার ওপর এই অসামান্য কাজকে কুর্নিশ জানাতেই জাতীয় মঞ্চে ওই মহিলাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের হাতে পুরস্কার সহ নগদ আর্থিক সাম্মানিক তুলে দেন উদ্যোক্তারা। প্রসারির টিম লিডার রাজকুমার দাস বলেন, 'ওই মহিলারা যা করেছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও এ কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। আর্থিক পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত ১ লক্ষ টাকা দিয়ে গ্রামে একটি মডেল জল বিতরণ ও ফিল্টার প্রকল্প চালু করা হবে।'

# অশোকের হাতে পদ্মশ্রীর সম্মান

**মালদা, ২৩ জুন :** সাহিত্য সাধনার জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন মালদার অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী অশোককুমার হালদার। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করেন তিনি। কর্মজীবনে একাধিক বই লিখেছেন তিনি। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে বিভিন্ন জায়গার প্রকৃতি, আর্থসামাজিক অবস্থার কথা। যে কারণে তাঁকে পদ্মশ্রীর জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। পদ্মশ্রী সম্মান হাতে পাওয়ার পর অশোক বলেন, 'এ যেন এক স্বপ্নপূরণ। খুব ভালো লাগছে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই সম্মান পেয়ে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে, উনি হাত মিলিয়েছেন।'

*রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মশ্রী নিচ্ছেন অশোককুমার হালদার।*

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 07). Tender Id: 2026_WBPWD_5015861_1, 2026_WBPWD_5015861_2, 2026_WBPWD_5015861_3 & 2026_WBPWD_5015861_4. Bid submission start date: 29.06.2026, 10.30 hrs. & Bid submission closing date: 06.07.2026, 18.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T10968(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**e-TENDER NOTICE**
**Notice Inviting Tender No. WBIW/EE/SLGID/NIT-03(e)/2026-27**
Open Tender is invited by the Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri on behalf of Governor of W.B. for the 01 (one) no work mentioned here under through e-Tendering from the eligible & resourceful Contractors having sufficient credential & financial capacity for execution of work of similar nature. Details of NIT & Tender documents may be downloaded from www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in on & from 24.06.2026, 15.00 Hrs. Last date & time of submission of bid electronically, is on 02.07.2026, 15.00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, 26, Nabinsen Road, Mahanandapara, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling ICA-T10893(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**NOTICE INVITING TENDER**
**Bid ref. no.- WBMSCL/NIT-567/2026, Dated- 19/06/2026**
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Comprehensive Maintenance Contract of the existing STP, WTP, Water Supply System (WSS), RO Plant and Borewell (including consumables, spare parts etc.) for Raiganj Super Speciality Hospital under the jurisdiction of WBMSCL for a period of 1 (one) year. Last date of submission of bid (online)- 01.07.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 24.06.2026 at 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Sr. Special Secretary, H&FWD, Govt of West Bengal. ICA-T10889(2)/2026

**Office of the District Magistrate**
**District ICDS Cell, Jalpaiguri**
e-tenders are hereby invited for supply of Fire Extinguishers (**6 kg DCP, 9 litres WBP & Iron Sand Bucket**) for **3592** AWCs under Jalpaiguri district vide Bid No : **GEM/2026/B/7654527 dated 11/06/2026, GEM/2026/B/7657984 dated 12/06/2026 and GEM/2026/B/7657506 dated 12/06/2026** respectively. For details login to **https://gem.gov.in/**
**Sd/-**
**DPO (ICDS), Jalpaiguri**

**পূর্ব রেলওয়ে**
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৪৮-৪৯, ৭০-৭৩-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ২২.০৬.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং.: ৪৮-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর অধীনস্থ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর এখতিয়ারভুক্ত মাসুদান স্টেশনে প্রথম ফুট ওভার ব্রিজ স্থাপন এবং বারিয়ারপুর ও ধানৌরি স্টেশনে বর্তমান ফুট ওভার ব্রিজ সম্প্রসারণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৬,৬৪,৯০,৩৭১.৬৬; (২) টেন্ডার নং.: ৪৯-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: মালদা ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদা-র আওতাধীন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ লাইন/জামালপুর-এর এখতিয়ারভুক্ত কল্যাণপুর রোড, খারিয়া পিপরা হল্ট এবং ঘোগি বারিয়ারপুর স্টেশনে প্রথম ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৭,৬৮,৬৬,৮৫০.১৬; (৩) টেন্ডার নং. : ৭০-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদা-র অধীনে মালদা ডিভিশনের আবজুগঞ্জ, পাওয়াই রম্পস্থান, রামপুর এবং বিন্দবাসিনী হল্ট স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ (৩ মিটার চওড়া) নির্মাণের কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য : ₹ ১৩,৩৭,৮০,১৩৮.৫৮; (৪) টেন্ডার নং.: ৭১-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: "সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা"-এর এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের কাজে বিভিন্ন ট্র্যাক ডিপো থেকে রেল, স্লিপার, সুইচ, এসইজে, গ্লুড জয়েন্ট, পি. ওয়ে ফিটিংস ইত্যাদির মতো পি. ওয়ে সামগ্রী পরিবহন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৫৬,৬০,৮৩৪.০০; (৫) টেন্ডার নং.: ৭২-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর এখতিয়ারভুক্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/এল/জামালপুর-এর অধীনে নাথনগর, আকবরনগর এবং সুলতান গঞ্জের বর্তমান মাঝারি স্তরের প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ ও উচ্চতা বৃদ্ধির কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৪,৪৬,৮৬,৪২৮.৩১; (৬) টেন্ডার নং.: ৭৩-এমএলডিটি-২৬-২৭; কাজের নাম: সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি. ওয়ে-২/জামালপুর শাখার অধীনে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/ জামালপুর-এর আওতাধীন এবং সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-এর এখতিয়ারভুক্ত জামালপুর ইয়ার্ড, জামালপুর-মুঙ্গের সিঙ্গেল লাইন (০/০-৭/৬৩৯) এবং ওয়াই-লেগ-এর জন্য বিভিন্ন ধরণের ট্র্যাক কার্যকলাপ, ড্রেন পরিষ্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজসহ জামালপুর ইয়ার্ডের নতুন গুডস সাইডিং-এর কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹৭৪,১৫,৫২৪.৪৬। টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়: টেন্ডার নং. ১, থেকে ৬ প্রতিটির জন্য ১৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি। MLD-104/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**
নং. সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৬, তারিখ: ২২.০৬.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক চুক্তিপ্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিস্তারিত নীচে দেওয়া হল : অকশনের ক্যাটাগরি: পার্সেল স্পেসের লিজিং (এসএলআর); ই-অকশন ক্যাটালগ নং.: এএসএন-পিআরসি-০৭০৭২৬; ই-অকশন শুরুর তারিখ: ০৭.০৭.২০২৬, বেলা ১২ টায়। ক্রম নং. এবং ট্রেন নং. ও এসএলআর যথাক্রমে : (১) ১৫৯২৫ (দেওঘর-ডিব্রুগড়) এফএসএলআর-১; (২) ১২৩৬১ (আসানসোল-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস) এফএসএলআর-১; (৩) ২২৪৬৫ (মধুপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১; (৪) ১৭৩২২ (জসিডি-ভাস্কো দা গামা) এফএসএলআর-১। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখার এবং উপরে প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-149/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD e-TENDER NOTICE**
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 02e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015054_1. Name of Work:-Annual Comprehensive Maintenance of Split type & Ductable type Air-Conditioning system installed at Mother & Child Hub of Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital (district hospital Campus) for the period of One (01) year. The last date for submission of tender 03-07-2026 instead of 22/06/2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website – http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN AE/JESD/JALPAIGURI. ICA-T10931(1)/2026

**Government of West Bengal**
**Department of Health & Family Welfare**
**Office of the Chief Medical Officer of Health**
**Darjeeling.**
**Abridged e-Tender Notice**
E-Tenders are invited for Govt. Health Facilities under the administrative control of the CMOH, Darjeeling for Providing of
1) Cleaning and Housekeeping Services (Vide NIeT No. DHFWS/01 of 2026-27)
2) Security Services for Siliguri Dist Hospital (SDH) ( Vide NIeT No. DHFWS/02 of 2026-27)
3) 10 (Ten) Contractual Drivers (Vide NIeT No. DHFWS/03 of 2026-27)
4) A/C Motor Cab/Maxi Cab with Engine capacity more than 1490 CC for 1) the School Health, 2) the DMO (AYUSH) & 3) the Dy-II, O/o the CMOH, Darjeeling, (Vide NIeT No. DHFWS/04 of 2026-27)
5) A/C Motor Cab/Maxi Cab with Engine capacity more than 1490 CC for Accounts Section, the CMOH Office Darjeeling (Vide NIeT No. DHFWS/05 of 2026-27)

For all the above mentioned NIeT the last date for submission of bids is 20-07-2026 upto 6:00 PM. For more details visit to www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in or office of the undersigned.
**Sd/-**
**Chief Medical Officer of Health**
**Darjeeling**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e- Quotation No.-01 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015856_1. Bid submission start date (online): 22.06.2026 from 18:30hrs. Bid Submission closing date (Online): 06.07.2026 up to 17:30 hrs. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.e.Q and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division Public Works(Roads) Directorate. ICA-T10947(1)/2026

**রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ইমার্জেন্সি লাইটিং-এর ব্যবস্থা**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/৩৩_২০২৬/কে/৪৭৭, তারিখ: ১৭-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ৩৩_২০২৬; কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা ও দিব্যাঙ্গজন-এর সুবিধার উন্নয়নের লক্ষ্যে রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে এমার্জেন্সি লাইটিং-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ২,০৪,৩৩,২৩১/- টাকা; বায়নার ধন: ৪,০৮,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৩-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER**
**No. WBIW/EE/TID/e-NIT-1/2026-27 sl 1**
**Tender Id :- 2026_IWD_1028876_1**
e-tender for one no of work related to Guarding the **Teesta Irrigation Sub-Division No- I and II office, Residential premises, Store, Rest shade, Stack yard and other Govt. properties lying within the premises of Teestapally, Maynaguri** from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on **24th June 2026 from 11:30 A.M.** and Bid Submission End Date is on 20th July 2026 upto 5:30 P.M. Amount put to tender is Rs. 18.03 Lakh. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders" Please visit https://wbtenders.gov.in (direct site). also in https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Teesta Irrigation Division, Postal Address:- Assam More, Jalpaiguri, Pin- 735102 Ph. 03561-255722, E-Mail ID- eetidvn@gmail.com ICA-T10891(3)/2026

**কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল/২৯/৩২_২০২৬/কে/৪৭৬, তারিখ: ১৭-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং : ৩২_২০২৬। কাজের নাম : ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি/ নিউ জলপাইগুড়ির আওতাধীন মানড লেভেল ক্রসিং গেটগুলোতে ইনভার্টার সিস্টেমের সংস্থান সহ ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে জরুরি লাইটিং সিস্টেমের উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ১,৬৯,২০,৪২৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৩৮,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৭-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BENGDUBI**
**PO : Bengdubi, Dist : Darjeeling (W.B.), PIN - 734424**
**Email : kvbengdubi123@gmail.com / Phone : 0353-2480070**
**WALK-IN-INTERVIEW FOR CONTRACTUAL TEACHERS (2026-2027)**
A Walk-in-Interview will be conducted at the school premises to prepare a panel of Contractual Teachers for the academic session 2026-2027 as per the schedule below :
Date of Interview & Reporting Time : 30/06/2026 at 08:30 AM
Posts & Subjects : PGT : Maths, TGT : Maths, Hindi, Science, Bengali.
Miscellaneous : Special Educator, Atal Tinkering Lab (ATL) Instructor
Note : For eligibility criteria, application forms, and other essential details, please visit the official school website : **https://bengdubi.kvs.ac.in**
**PRINCIPAL**
**PM SHRI KV BENGDUBI**

**ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ**
টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এস/৬৬/০০৫/২৬-২৭, তারিখ : ১৯-০৬-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নং:১; টেন্ডার নম্বর : এনজে২৬১১০১;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ১০-০৭-২০২৬।
**সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :** হ্যান্ড গ্লাভস, ক্লাস-৪ (৩৬০০০ ভোল্ট ওয়ার্কিং ভোল্টেজ ক্ষমতা সম্পন্ন), ১০০% আল্ট্রা পিওর প্রাকৃতিক রাবার থেকে তৈরি, ভেতর ও বাইরে মসৃণ ফিনিশ, আইইসি: ৬০৯০৩:২০১৪ মানদণ্ড অনুযায়ী উচ্চ ডাই-ইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং টেস্ট সার্টিফিকেট সহ, ড্রয়িং নম্বর: আইইসি:৬০৯০৩:২০১৪ অনুযায়ী।
প্রাপক: জিএসডি/নিউ জলপাইগুড়ি, এনএফআর। **পরিমাণ:** ৬০০ জোড়া।
**বিঃদ্রঃ -** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই **আইআরইপিএস**-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ মেটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE**
Assistant Engineer, P.W.D., Dinhata Sub Division, Dinhata, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No.- 03 OF 2026-2027 AE DINHATA. Tender ID: i) 2026_WBPWD_5015851_1. Bid Submission start date (online): 25.06.206 from 10.30 Hrs. Bid Submission closing date (online): 07.07.2026 from 14.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.D. Dinhata Sub Division Dinhata, Cooch Behar. ICA-T10948(2)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**TENDER NOTICE**
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e- Tender for One no work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.pwdwb.in NIT Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIT/05/2026-2027. NIT ID: 2026_WBPWD_5015847_1. Bid submission End Date for the work : 03.07.2026 upto 05.30 PM. Eligibility : Bonafide Resourceful Contractors Note :-Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only Sd/- Executive Engineer (PWD) North Bengal Construction Division Siliguri. ICA-T10934(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD E-TENDER NOTICE**
Publication of (i) e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 05e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015821_1, Name of work: Upgradation of Banarhat RH under Banarhat Block in the district of Jalpaiguri---- SITC of Air Conditioning System. The last date for submission of tender on 08-Jul-2026 at 12:00 PM, (ii) e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 06e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015827_1, Name of work: Upgradation of Banarhat RH under Banarhat Block in the district of Jalpaiguri ---- SITC of UPS. The last date for submission of tender on 01-Jul-2026 at 12:00 PM and (iii) e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIT 07e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5015835_1, Name of work: Upgradation of Banarhat RH under Banarhat Block in the district of Jalpaiguri--- SITC of Mortuary Cooler. The last date for submission of tender on 08-Jul-2026 at 12:00 PM. All details can be seen from the website- https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T10920(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Siliguri Jalpaiguri Development Authority**
**Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. NIT007/Engg/2026-27 of SJDA. Name of Work: Repairing of Toilet Block for Office of the President, DCDRF, Siliguri. Amount put to Tender- Rs. 3,48,536.00, Earnest Money- Rs. 6,971.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 24.06.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 03.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 06.07.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer ICA-T10912(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**PWD TENDER NOTICE CORRIGENDUM**
Name of Work: Construction of a new 2-Pump Fire Station at Itahar under Uttar Dinajpur District, under Uttar Dinajpur Division, PWD. Last date of Bid submission has been extended for NIT No. 01 of 2026-27 of SE/NC/PWD having Tender ID (2026_WBPWD_5014492_1) as 06.07.2026 up to 3.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website : https://tenders.wb.gov.in and this office notice board. Sd/-Superintending Engineer, Northern Circle, P.W.Dte. ICA-T10936(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**Siliguri Jalpaiguri Development Authority**
**Himanchal Vihar, Near - Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. 1) NIT076/Engg/2025-26 of SJDA (2nd Call), 2) NIT077/Engg/2025-26 of SJDA (2nd Call) & 3) NIT078/ENGG/2025-26 of SJDA (2nd Call). Name of Work: 1) Construction of Bituminous Road from H/O Shibapada Majumder to Ajanta Pathagar more via H/O Anup Dutta and H/O Uttam Sarkar at Ward no 23, Jalpaiguri Municipality. 2) Construction of Bituminous Road from HO Sri Sujit Ghosh to Sri Tulsi Das Ghosh (Deshbandhu para R.R. Primary School) at Deshbandhu para, Jalpaiguri Municipality & 3) Improvement of Bituminous Road from Baju's House to Maherunesa School in Ward No. 16 under Jalpaiguri Municipality. Amount put to Tender- 1) Rs. 35,47,135.00, 2) Rs. 19,21,865.00 & 3) Rs. 60,03,102.00, Earnest Money- 1) Rs. 70,943.00, 2) Rs. 38,437.00 & 3) Rs. 1,20,062.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 23.06.2026 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 10.07.2026 up to 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals - 14.07.2026 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website - www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer ICA-T10911(3)/2026

## অ্যাফিডেভিট

আমি Bishakha Das স্বামী Subhash Das, Dabgram(P), Ghugumali, Bhakti Nagar Jalpaiguri. আমার ছেলে Bishwanath Das এর জন্ম সার্টিফিকেটে ছেলের ও বাবার পদবী ভুল থাকায় গত 8.6.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Bishwanath Das ও Bishwanath Roy একই ব্যক্তি এবং Subhash Das ও Subhash Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

●

আমি জয়নাল মিঞা, দক্ষিণ টাকাগাছ, পো:- টাকাগাছ, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেলা- কোচবিহার, প:ব:। আমার আধার কার্ড (নং- 843664062714), ভোটার কার্ড (নং- DWP2594463) ও রেশন কার্ড (নং- PHH 0012567678) এ বাবার নাম ভুলবশত Nijamuddin থাকায় গত 14/08/25 JM কোর্ট ফার্স্ট ক্লাস সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে Ijabuddin করা হলো। Ijabuddin ও Nijamuddin এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

●

আমি Ujala Surin W/o - Raju Khariya, Vill - Uttar Parokata, Dist - Alipurduar, 736202. আমার সঠিক নাম Aadhaar Id No. 573377030725 অনুযায়ী Ujala Surin, কিন্তু আমার কন্যার Birth Certificate Reg No. B-2018:19-05596-001500, তে ভুল বশত: Ujjala Khariya হয়ে আছে। গত 19/06/2026, J.M Court Alipurduar এর Affidavit বলে Ujjala Khariya এবং Ujala Surin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

●

আমার ছেলে Bappa Hossain, Janab Alam ও কন্যা Jina Begam ঠিকানা উত্তর সাপ্টিবাড়ি - 1, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি, ছেলেদের ও মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্রে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17.6.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 21195, 21195(B), 21195(A)) বলে Jahirul Haque, Jahirul Islam, Jahirul Ali, Md Jahirul ও Md Jahirul Islam একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

## কর্মখালি

শিলিগুড়িতে মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন- ১২০০০/-, পেট্রোল খরচ আলাদা। 8116743501. (C/122245)

●

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে রান্না বাদে, বাড়ির সবরকমের কাজের জন্য মহিলা প্রয়োজন (সময় : 10AM - 5 P.M). M : 94341-81315. (C/122244)

●

শিলিগুড়ি সেবক রোডে দিনের জন্য সিকিউরিটি গার্ড (পুরুষ) লাগবে। বেতন : Rs. ১০,৫০০/-, M - 8617036234. (C/122244)

●

Lays/Kurkura শিলিগুড়িতে ডেলিভারি করার জন্য শিলিগুড়িবাসী ছেলে প্রয়োজন। 10K to 15K. M - 8768111128, 9434176489. (C/122521)

## অ্যাফিডেভিট

আমি Mst Gubaida Sultana, স্বামী Md Abdul Rahaman, ঠিকানা - গ্রাম মোজমপুর, পো: হারুচক, থানা - কালিয়াচক, জেলা - মালদা। আমার মেয়ের নাম জন্ম প্রমাণপত্রে (B/2025/1639149, Dt 13/10/2025) নাম ভুল থাকায় গত 10/06/2026 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণী J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ruhi Jannat ও Mst Ruhi Jannat এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122522)

●

আমি Sri Keshav Neopane গ্রাম - নেহাল জোত। থানা + ডাকঘর - নকশালবাড়ি জেলা - দার্জিলিং। আমার স্ত্রীর নাম ভুল ক্রমে আমার পাশপোর্টে (Y6088426) Pabitra Poudyal Neopane স্থলে Pabitra Neopane লেখা হয়েছে। আমাদের Marriage Certificate য়ে স্ত্রীর আসল নাম Pabitra Poudyal Neopane লেখা রয়েছে। গত 20.6.2026 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকে অ্যাফিডেভিট বলে Pabitra Poudyal Neopane এবং Pabitra Neopane এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছে। (C/B)

●

আমি Sujit Talukdar আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নামের পদবী ভুল থাকায়, গত 22/06/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Sujit Talikdar থেকে Sujit Talukdar নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113826)

## অ্যাফিডেভিট

I, Minu Karjee Roy, Vill. & P.O. Hatiduba, P.S. Pundibari, Dist Coochbehar, by an affidavit before the Judicial Magistrate 1st Court Sadar Cooch Behar, 19-06-26 that in my husband Jatindra Nath Karjee who servicing in 10 Assam Rifles, C/O 99 APO, in his service documents his nominee's name Smt Minu Karjee, in place of Minu Karjee Roy has been written. That said, Minu Karjee Roy and Smt Minu Karjee is one and same identical person. (C/121458).

●

আমি Mahamadul Islam, S/o - Munsur Rahaman, আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - B/2023/986131 (old Reg No - 7233) Dt - 29/06/2010 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 5/6/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Mst Faraha Sultana থেকে Faraha Sultana করা হলো। (C/122525)

●

আমি Dipti Kar, Dipti Kar Paul, পিতা Late Suresh Chandra Paul, স্বামী Jaidip Kar, ঠিকানা - উত্তর কলোনী, ওয়ার্ড নং 10, মাল, জলপাইগুড়ি, প:ব: এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশনাল কোর্ট, মাল, জলপাইগুড়ি এর Affidavit দ্বারা Dipti Paul নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 18AC 360295 Dated 22/06/2026, মাল, জলপাইগুড়ি। Dipti Kar, Dipti Kar Paul ও Dipti Paul একই ব্যক্তি। (B/B)

●

আমি Visma Roy পিতা Lt. Nabin Roy, ঠিকানা : গ্রাম+পোস্ট : হবিবপুর, থানা : হবিবপুর, জেলা : মালদা। আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেট (B-2021:19-90030-001628) নাম ভুল থাকার কারণে ১৭.০৬.২০২৬ তারিখে মালদা ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Anusri Roy & Anushree Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/122523)

●

আমি Sunita (Sutar) Das, W/o Lob Das, কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে আমার নাম ভিন্ন থাকায়, গত ইং 19/6/26 তাং APD 1st Class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sunita (Sutar) Das ও Sunita Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হলাম। (U/D)

## আজ টিভিতে

প্রেম আমার রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

### সিনেমা

**জলসা মুভিজ :** সকাল ৯.৪৫ জানেমন, দুপুর ১২.৩০ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৩.৩০ গোলমাল, সন্ধে ৬.৪৫ বলো না তুমি আমার, রাত ১০.১৫ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.০০ রাজু আঙ্কল, দুপুর ১২.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ প্রেমী, সন্ধে ৭.০০ সূর্য, রাত ১০.০০ প্রেম আমার
**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.০০ সৎ মা, বেলা ১১.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ পুজা, রাত ৮.০০ মিলন তিথি, ১০.০০ বস-টু
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ তিন একে তিন
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ শত্রুতা
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.১৯ রঞ্জনা, দুপুর ১.৫৫ কে থ্রি, বিকেল ৪.৩৭ রথনম, সন্ধে ৭.৩০ হিরো নাম্বার ওয়ান, রাত ১০.০৫ রান
**সোনি ম্যাক্স টু :** সকাল ১০.৫০ প্রতিজ্ঞাবধ, দুপুর ১.৪৬ দিল হ্যায় কি মানতা নেহি, বিকেল ৫.০০ শোলা অওর শবনম, সন্ধে ৭.৫০ শান, রাত ১০.৫৬ আমনে সামনে

রথনম বিকেল ৪.৩৭ অ্যান্ড পিকচার্স

দ্য লায়ন্স রুল রাত ৮.১৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

গ্রোয়িং ফ্লোরেট বিকেল ৫.০০ টিএলসি

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৪৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৫১৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭৯৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২২৮২০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২২৮৩০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। বৃষ : বকেয়া আদায় হওয়ায় স্বস্তি। অফিসে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : অসম্ভব কোনও কাজকে সম্ভব করে প্রশংসিত হবেন। বিপন্ন কোনও মানুষকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি পাবেন। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে আজ ব্যয় বাড়বে। সিংহ : খেলোয়াড় ও অভিনয়শিল্পীরা আজ নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কন্যা : ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। তুলা : সংসারে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : আপনার উদাসীনতার কারণে বড় একটা সুযোগ নষ্ট হতে পারে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হবে। অংশীদারি ব্যবসায় মনোমালিন্য হওয়ার সম্ভাবনা। মকর : দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির যোগ। মাথা ও ঘাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি। কুম্ভ : সন্তানের চাকরি পাওয়ার খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে মানসিক অশান্তি। মীন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ৩ আষাঢ়, ২৪ জুন ২০২৬, ৯ আহার, সংবৎ ১০ জ্যৈষ্ঠ সুদি, ৮ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। বুধবার, দশমী রাত্রি ৮।২২। তৈতিলকরণ দিবা ৮।৪ গতে গরকরণ ৮।২২ গতে বণিজকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২২ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।১৮ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৮ গতে ৩।৩৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, অপরাহ্ণ ৪।৪৬ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৮।২২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN
ALLEN Results Validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
When dream medical college is the destination, trust ALLEN's preparation
With ALLEN'S proven expertise in COMPUTER BASED TEST (CBT)
506 Students secured seats in AIIMS through NEET-UG 2025
13 All India Rank 1 in last 16 years in pre-medical entrance exam
AIIMS Jammu 17
AIIMS Bilaspur (HP) 13
AIIMS Bathinda 18
AIIMS Delhi 43
AIIMS Rishikesh 24
AIIMS Jodhpur 47
AIIMS Gorakhpur 40
AIIMS Raebareli 26
BHU Varanasi 34
AIIMS Patna 36
AIIMS Guwahati 31
AIIMS Bhopal 36
AIIMS Deoghar 30
AIIMS Kalyani 24
AIIMS Rajkot 6
AIIMS Raipur 36
AIIMS Nagpur 38
AIIMS Bhubaneswar 21
AIIMS Mangalagiri 2
AIIMS Bibinagar 14
JIPMER Puducherry 20
AIIMS Madurai 4
ALLENites selected in top medical colleges through NEET (UG) 2025
Note: Map not to scale. Dimensions and locations are approximate and for identification purposes only.
They made it happen with ALLEN SILIGURI in NEET-UG 2025. Now it's your turn.
AIR 785 Maahir Hasan Classroom Course AIIMS BHUBANESWAR
AIR 2802 Sankalan Roy Classroom Course AIIMS GUWAHATI
AIR 5287 Deboleena Hazarika Classroom Course GMCH GUWAHATI
AIR 9739 Prathama Banerjee Classroom Course NRSMC & H
AIR 10430 Bodhisattwa Basak Classroom Course CMC KOLKATA
AIR 10508 Praveen K. Singh Classroom Course NMCH PATNA
AIR 10876 Titas Das Classroom Course NBMCH SILIGURI
AIR 11676 Prashant K. Saha Classroom Course RG KAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
AIR 11858 Amogh Kanjilal Classroom Course CNMC KOLKATA
AIR 20422 Oyshee Ghosh Classroom Course NBMCH SILIGURI
AIR 21190 Suzauddin Classroom Course MURSHIDABAD MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
AIR 22794 Jay Sah Classroom Course NBMCH SILIGURI
AIR 29498 Md Liakat Ali Classroom Course NBMCH SILIGURI
ALLEN MEGA ADMISSION CARNIVAL
ADMISSIONS OPEN
JEE | NEET | OLYMPIADS | CLASSES 7TH TO 12TH & 12TH PASS
VISIT ALLEN SILIGURI FOR NEW BATCHES
Attention! Get up to 90%* Scholarship based on NEET 2026 rank/score. *T&C Apply.
SIGN UP FOR ASAT
GET UP TO 90% SCHOLARSHIP*
Test Date 28 JUNE
For test dates & course start dates visit website or nearest centre. *Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
86906 60111
allen.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying in a coaching institute does not guarantee selection for the examination. Selection depends on preparation, admission seats in competitive exam and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of full-time, paid courses.
As an 'Official Results Validator', EY validates the authenticity of the students' enrolment and engagement with Allen.

# ঋতব্রতর দিকে ঝুঁকে শ্রমিক নেতারা

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ চেয়ে রয়েছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র একটা বড় অংশ। ইতিমধ্যে আসল তৃণমূলের কান্ডারি হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টা চালানো ঋতব্রতর হাতেই একদা দলের শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব ছিল। তিনি আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ছিলেন। একসময়ে উত্তরবঙ্গের চা বাগান প্রধান জেলাগুলিতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে ঘুরেছেন ঋতব্রত। বর্তমানে 'বিদ্রোহী' তৃণমূলিদের কর্মসমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে বসেছেন ঋতব্রত এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। এমন পরিস্থিতিতে ঋতব্রতদের হাত ধরতেই বেশি পছন্দ করছে শ্রমিক সংগঠনের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের একটা বড় অংশ।

সূত্রের খবর, এই সংগঠনের উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলার নেতাও ঋতব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তালিকায় নিউ জলপাইগুড়ি, বিধাননগর, নকশালবাড়ির বেশ কয়েকজন রয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিলিগুড়ির ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ এক নেতার বক্তব্য, 'প্রয়োজনে আবার ঋতদার নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠনের হাল ধরব। তবে পরিস্থিতি দেখা যাক, কোন পথে যায়।'

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সিংহভাগ নেতার সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ভালো ছিল। সেদিক থেকে এখনও অনেক বাগানে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের একটা বড় অংশ ঋতব্রতদের সঙ্গেই রয়েছে বলে দাবি। তাঁরা ঋতব্রতর নির্দেশমতো আগামীদিনে পদক্ষেপ করতে চাইছেন। তৃণমূলের অনেকে আবার মনে করছেন, ঋতব্রতর সঙ্গে থাকলে বিজেপির রোষ থেকে রেহাই মিলতে পারে। কিংবা ঋতব্রতর হাত ধরলেই আগামীদিনে বিজেপির দরজা খুলে যেতে পারে বলে তাঁদের অনেকের ধারণা।

ঋতব্রতর দিকে ঝুঁকে দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি-র এক ঝাঁক নেতা। তাঁদের অনেকে ইতিমধ্যে ঋতব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করছেন। কমিটি ভাঙার আগে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ছিলেন নির্জল দে। তাঁর বক্তব্য, 'মূল সংগঠনের টালমাটাল অবস্থা। শ্রমিক সংগঠনে আংশিক ক্ষয় হলেও প্রায় আগের মতোই রয়েছে। ঋতব্রতর সঙ্গে অনেকের কথা হতেই পারে।'

## মদ বাজেয়াপ্ত

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** কর ফাঁকি দিয়ে সিকিম থেকে দার্জিলিংয়ে মদ পাচারের ছক বানচাল করল আবগারি দপ্তর। মঙ্গলবার সকালে আবগারি আধিকারিকরা দার্জিলিংয়ের মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় দাঁড় করানো গাড়ি থেকে সিকিমের প্রচুর মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেন।

খুনসুটি। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ফাড়াবাড়িতে। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

# প্রশাসক ইস্যুতে একা কুম্ভ কুন্তল

## পুরনিগমের ডামাডোলে ছন্নছাড়া তৃণমূল

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** প্রস্তাবিত দলনেতা রঞ্জন সরকার সরে গিয়েছেন। উপ দলনেতা সঞ্জয় পাঠকের সোমবার বিকেলের পর থেকে দলের সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই। কার্যত সন্ন্যাস নিয়ে বসে গিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব। এখন দলে কে আছেন, কে দলে নেই, কে কখন দল থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন, সেই ছবিটাও স্পষ্ট নয়। অথচ তারপরেও পুরনিগমে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনি পথে হাঁটতে চান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কুন্তল রায়। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার আমাদের বোর্ড গঠনের সুযোগ না দিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে।'

কিন্তু কাকে নিয়ে এগোবেন? রঞ্জন সরকার, সঞ্জয় পাঠক কিছু বলেছেন? তাঁরা আইনি পথে হাঁটার ব্যাপারে রাজি? কুন্তল বলেছেন, 'ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি।' দলের অন্দরে অবশ্য এই জল্পনাও রয়েছে, যেভাবে তৃণমূলের মালিকানা নিয়ে টানাটানি চলছে, তাতে কুন্তল আদৌ জেলা সভাপতি আছেন কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন। কুন্তল বলেছেন, 'বুধবার দলের প্রবীণ সদস্যরা একটি বৈঠক ডেকেছেন। সেই বৈঠকেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

৪৭ আসনের শিলিগুড়ি পুর বোর্ডে ৩৭টিতে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে ২০২২ সালে পুর বোর্ড দখল করেছিল তৃণমূল। কিন্তু ৫ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বোর্ড ভেঙে যায়। শুধু পুরনিগমের বোর্ডই নয়, শিলিগুড়িতে যথেষ্ট শক্তিশালী তৃণমূলের সংগঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে।

সোমবার প্রশাসক বসার আগে পর্যন্ত কেউ কাউন্সিলার পদ ছেড়েছেন, কেউ মেয়র পারিষদ পদ ছেড়েছেন, আবার কেউ দল থেকেই ইস্তফা দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। যথারীতি রাজ্য সরকার পুর বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসিয়ে দিয়েছে। ফলে সব কাউন্সিলারই এখন প্রাক্তন হয়ে ঘরে বসে গিয়েছেন।

> রাজ্য সরকার বোর্ড গঠনের সুযোগ না দিয়ে বেআইনিভাবে প্রশাসক বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **কুন্তল রায়**
> জেলা সভাপতি, তৃণমূল

সূত্রের খবর, তৃণমূলের সিংহভাগ সদ্য প্রাক্তন কাউন্সিলারই আর দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী নন। দলের এক মহিলা কাউন্সিলারের কথায়, 'সরকার বদলের পরে মেয়র, ডেপুটি মেয়র আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ইস্তফা দেওয়ার আগে কেউ একবার দলের কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করে মতামতও চাইলেন না। তাহলে এই পার্টিতে থেকে আর কী হবে?' তাঁর সংযোজন, 'পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বে কারা আছেন, এখানেই বা কে কে পার্টির নেতা-নেত্রী, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

মহানন্দার ওপারের তৃণমূলের এক প্রাক্তন কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু পুরনিগমে তো আমরা ৩৭ জন ছিলাম। বিরোধী কোনও শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারত না। কিন্তু আমরাই তো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লাম। এই পার্টির আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। তাই সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি।'

তৃণমূল কংগ্রেসের মালিকানা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী দলের সমস্ত মালিকানার দাবি করছেন, আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গড় ধরে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মমতার গোষ্ঠী থেকে জেলা সভাপতি হওয়া কুন্তল রায়ের পদ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

রঞ্জন সরকার ফোন না ধরলেও সঞ্জয় পাঠক বলেছেন, 'সোমবার পুরনিগম ছাড়ার পর আমার সঙ্গে দলের কেউ যোগাযোগ করেননি। বুধবার কোনও বৈঠকের খবরও আমার কাছে নেই। ওরা কে কী করছেন জানি না।'

# 'টাকা চাইছে পুলিশ'

## কমিশনারের কাছে নালিশ ধৃতের স্ত্রীর

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** এক আসামির স্ত্রীর কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ উঠল পুলিশের এক তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে। টাকা দিলে 'কেস হালকা' করা হবে, আর না দিলে পরিবারের সম্মানহানি করা হবে বলেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ধৃতের স্ত্রী মঙ্গলবার প্রধাননগর থানার সাব-ইনস্পেকটর পদমর্যাদার ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, কমিশনার সহ পুলিশের বড়কর্তাদের নাম করে ৪ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। যদিও প্রধাননগর থানার ওই সাব-ইনস্পেকটর আবির ধর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তবে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। তিনি বলেছেন, 'যদি এমন কোনও অভিযোগ হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

■ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এক সরকারি কর্মীকে

■ টাকা দিলে 'কেস হালকা' করা হবে, আর না দিলে পরিবারের সম্মানহানি করা হবে বলে ধৃতের স্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ

■ ঘটনায় পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের

> ওই পুলিশ আধিকারিক থানায় প্রথমে আমার কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা চান। টাকা না দিলে তিনি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের পরিবারের সম্মানহানি করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন।
>
> **সম্প্রীতা ভট্টাচার্য**
> ধৃতের স্ত্রী

প্রসঙ্গত, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে গত শুক্রবার রাতে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগরের বাসিন্দা শুভময় ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। শুভময় পেশায় সরকারি কর্মচারী। ওই মহিলা শুভময়ের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। গত শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুললে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

অভিযোগ, হেপাজতে নেওয়ার পরই ওই মামলার তদন্তকারী আধিকারিক আবির ধর ধৃতের স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা দাবি করেন। বিষয়টি নিয়ে এদিন শুভময়ের স্ত্রী সম্প্রীতা ভট্টাচার্য বলেন, 'ওই পুলিশ আধিকারিক থানায় প্রথমে আমার কাছ থেকে ৪ লক্ষ টাকা চান। টাকা না দিলে তিনি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের পরিবারের সম্মানহানি করবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি ওই এসআই তাঁর নিজের মোবাইল থেকে কল করে স্বামীকে ফোন ধরিয়ে দিয়ে আমার কাছে টাকা চাইতে বাধ্য করেন। কিন্তু এত টাকা আমি কোথা থেকে আনব?' এই পরিস্থিতিতে ওই মহিলা এদিন পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হন। সম্প্রীতার সংযোজন, 'গত রবিবার থেকে আমার কাছে টাকা চাওয়া শুরু হয়। আমার ছোট মেয়ে ও শাশুড়ি ছাড়া কেউ নেই। কী করব, বুঝতে না পেরে অভিযোগ জানাই।'

যদিও কোনও টাকা চাওয়া হয়নি বলে ওই এসআই দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কেন ওই মহিলার কাছে টাকা চাইতে যাব? ওই মহিলা মিথ্যা কথা বলছেন। যাতে তাঁর স্বামী জামিন পেয়ে যান, সেজন্য আমায় প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। কমিশনারের কাছে অভিযোগ করতেই পারেন। যদি কোনও তথ্যপ্রমাণ থেকে থাকে, তবে প্রমাণ করে দেখান।' আবিরের সংযোজন, 'ওই মহিলা প্রতিদিন থানায় এসে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। কিন্তু প্রতিদিন যে দেখা করা যাবে না, সেটা আমি মহিলাকে সম্মানের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

## পরপর দুর্ঘটনা

**শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৩ জুন :** পর পর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের। মঙ্গলবার রাতে গোঁসাইপুরে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল দেবেশ সিংহ(৩৭) নামে এক তরুণের। তাঁর বাড়ি বাতলাবাড়ি এলাকায়। দেবেশ স্কুটারে ছিলেন। পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে। চালক পলাতক। এদিকে, ইস্টার্ন বাইপাসে যাত্রীবাহী চার চাকা গাড়িকে ধাক্কা মারার পর সেটিকে ১০০ মিটার টেনে নিয়ে যায় একটি ট্যাংকার। পরে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা লাগার পর ট্যাংকার থেকে ছিটকে যায় চার চাকা গাড়িটি। ঘটনায় গাড়িতে থাকা চিকিৎসক ও তাঁর স্ত্রী আহত না হলেও, গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এনজেপি থানার পুলিশ ও এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা পৌঁছে ট্যাংকারচালককে আটক করার পাশাপাশি ট্যাংকারটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যান।

অন্যদিকে, কেষ্টপুরের কাছে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। যান নিয়ন্ত্রণে সবসময় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে পথ অবরোধ করে জনতা। খবর পেয়ে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড এবং বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

সোমবার কেষ্টপুর মোড়ে বাইক দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৩ জন আহত হন এবং ৭ বছরের একটি শিশুর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার একই জায়গায় একটি স্কুটারের ধাক্কায় এক মহিলা আহত হন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা এবং চা বাগানের শ্রমিকরা মিলিতভাবে সড়ক অবরোধ করেন। কিরণচন্দ্র চা বাগানের কেষ্টপুর ডিভিশনের বাসিন্দা রীতা লোহার বলেন, 'এখানে প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে।'

কেষ্টপুর বাজারের ব্যবসায়ী সুশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'সব সময় পুলিশ থাকলে দুর্ঘটনা কম হবে।' এবিষয়ে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের এক আধিকারিক বলেন, 'ওখানে পুলিশ থাকে। কোনও সময় হয়তো ছিল না। তবে বুধবার থেকে একজন অফিসারের সঙ্গে একজন পুলিশকর্মী থাকবেন।'

## প্রতিবাদ

**খড়িবাড়ি, ২৩ জুন :** অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্মার্ট মিটার চালু করার প্রতিবাদে মঙ্গলবার খড়িবাড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন দুপুরে সংগঠনের তরফে খড়িবাড়ি বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। খড়িবাড়ি কদমতলা মোড়ে একটি প্রতীকী স্মার্ট মিটার পোড়ান সংগঠনের সদস্যরা। পরে মিছিলটি বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি ম্যানেজার মহম্মদ ওয়াসিমকে ৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেয়।

## বৈঠক

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** মাদকমুক্ত দার্জিলিং জেলার লক্ষ্যে মঙ্গলবার জেলা শাসকের উদ্যোগে একটি বৈঠক করা হয়। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত সেই বৈঠকে জেলা স্তরের ন্যাশনাল নারকোটিক্স কোঅর্ডিনেশন (এনসিওআরডি)-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর জানান, মাদকমুক্ত শহর গড়তে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেওয়া হবে।

নীড় ছোট, ক্ষতি নেই।। জয়ী সেতু সংলগ্ন তিস্তা পাড়ে ছবিটি তুলেছেন রবিউল সরকার

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

# পদত্যাগপত্র জমা দিলেন সভাপতি

## অনাস্থা তৃণমূলের ৬ সদস্যের

**খড়িবাড়ি, ২৩ জুন :** ফাঁসিদেওয়ার পর এবার পদত্যাগপত্র জমা দিলেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিনহা। আস্থা ভোটের দু'দিন আগেই মঙ্গলবার তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন।

১১ জুন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে পদ থেকে সরাতে তৃণমূলের ৯ জনের মধ্যে ৬ জন বিক্ষুব্ধ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। তার প্রেক্ষিতে আগামী বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে আস্থা ভোটের দিন ধার্য করেছেন নির্বাচন আধিকারিক তথা মহকুমা শাসক। এদিন মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর পানিট্যাঙ্কির বাড়িতে ফিরে রত্না বলেছেন, 'নিজের দলেরই ৬ সদস্য আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনায় আমি দুঃখিত। রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে, তাই ওরাও নতুন সভাপতি করতে চান। বিগত চার বছর সব সদস্যকে নিয়ে এলাকার উন্নয়নের কাজ করেছি। কোনও অভিযোগ ছিল না। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর দলের অনুশাসন লাটে উঠেছে। দলের নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়েছি। কিন্তু কোনও সদর্থক ভূমিকা দেখতে পাইনি। তাই পদত্যাগ করেছি।'

খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ সভাপতির পদত্যাগের বিষয়ে বলেন, 'বুধবার মহকুমা শাসকের অফিসে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে সভাপতিকে। ২৫ জুন আস্থা ভোটের নোটিশ ইতিমধ্যেই সব পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে পাঠানো হয়েছে। সেদিন যথারীতি আস্থা ভোট হবে। আস্থা ভোটের পরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নতুন সভাপতি নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করা হবে।'

১২ আসনের খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতিতে ৯টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, ৩টি বিজেপি। তৃণমূলের ৯ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেছেন। বিক্ষুব্ধদের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'কে সভাপতি হবেন, তা এখন নিশ্চিত নয়। তবে আস্থা ভোটে জয়ের বিষয়ে আমরা আশাবাদী।'

বিজেপির কাউকে কি সভাপতি করা হবে, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরাসরি বলেন, 'এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। নতুন সভাপতি তৃণমূলেরই হবে।'

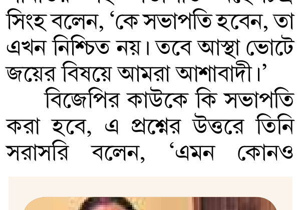

■ ১১ জুন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে সরাতে তৃণমূলের ৬ জন বিক্ষুব্ধ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন

■ বৃহস্পতিবার আস্থা ভোটের দিন ধার্য করেছেন মহকুমা শাসক

■ আস্থা ভোটের দু'দিন আগে পদত্যাগপত্র জমা দেন সভাপতি

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির নান্টু মণ্ডল বলছেন, 'সভাপতির প্রতি আমাদের আস্থা নেই। তবে বিজেপি ছিনিয়ে নয়, লড়াই করে জিতবে।' রত্না বলছেন, 'মানুষের ভোটে জিতেছি। তাই সভাপতি পদে না থাকলেও পঞ্চায়েত সমিতির একজন সদস্য হিসেবে মানুষের কাজ করব।'

# অচলাবস্থা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতিতে

**চোপড়া, ২৩ জুন :** তৃণমূল পরিচালিত চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির অচলাবস্থার মধ্যেই এবার সহ সভাপতির জেল হেপাজত ঘিরে বাড়ছে জল্পনা। এখানে মোট আসন ২৪টি। সবক'টি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই দপ্তরে সভাপতি ও সহ সভাপতিকে আসতে দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসক বসানোর আশঙ্কায় অনাস্থা আনতে তৎপর তৃণমূল সদস্যরাই। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফা কামাল বলেছেন, 'প্রয়োজনে অনাস্থা আনার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক একটি পুরোনো মামলায় গত সোমবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আইনজীবী ফিরোজ আহমেদ বলেন, '২০১৮ সালে একটি খুনের মামলায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফজলুল হকের নাম জড়ানো হয়েছে।' ইসলামপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী অসীম পারভেজ বলেছেন, 'ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার একটি মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছে। একইসঙ্গে অস্ত্র আইনের একটি মামলাও রয়েছে।'

এদিকে, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি কণিকা ভৌমিকও দপ্তরে আসা বন্ধ করেছেন। সভাপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব না হলেও, পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক সদস্যের অভিযোগ, সভাপতি নামেই নেত্রী। এতদিন তাঁর স্বামীই মূলত সবকিছু সামলাতেন। সভাপতির স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর থেকেই তাঁকে আর দপ্তরে দেখা যাচ্ছে না। কর্মাধ্যক্ষ ও সাধারণ সদস্যদেরও অনেকে নিয়মিত দপ্তরে আসছেন না বলে অভিযোগ। ফলে পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম লাটে উঠেছে বলে অভিযোগ। যদিও দপ্তরের কর্মীরা নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন বলে দাবি।

সম্প্রতি তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্বের উদ্যোগে এ বিষয়ে সদস্যদের নিয়ে একটি বৈঠক ডাকা হলেও সভাপতি এবং সহ সভাপতি দুজনেই অনুপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, অনাস্থা আনার বিষয়ে সদস্যদের একাংশের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আলমারা বেগম বলেছেন, 'সভাপতি ও সহ সভাপতি দিনের পর দিন অনুপস্থিত। সেকারণে প্রশাসক বসানোর ইঙ্গিত পেতেই বোর্ডের অচলাবস্থা কাটানোর ব্যাপারে দলীয় স্তরে আলোচনা চলছে। সভাপতিকে অন্তত সপ্তাহে দু'দিন দপ্তরে আসার জন্য বলা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী আমরাও আসা শুরু করেছিলাম। কিন্তু তিনি আসেননি।'

বিডিও সৌরভ মাজি বলছেন, 'প্রশাসক বসানোর বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নির্দেশ আসেনি।' ভূমি কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহ বলছেন, 'দলীয়ভাবে একটি বৈঠক ডাকা হলেও আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি।' আর খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ তনয় কুণ্ডুর বক্তব্য, 'এসব নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা হয়নি।' তৃণমূল নেতা তাহের আহমেদ বলছেন, 'দলীয় স্তরে বৈঠক ডাকা হলেও সভাপতি ও সহ সভাপতি দুজনেই উপস্থিত না থাকায় আলোচনা এগোয়নি।'

# পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ বিজেপির

**বিশ্বজিৎ বিশ্বাস**

**ইসলামপুর, ২৩ জুন :** পঞ্চায়েতের অ্যাকশন প্ল্যান সংক্রান্ত নথিতে তৃণমূল কংগ্রেস ও নির্দল সদস্যরা সই না করায় কার্যালয়ের গেটে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যরা। একই ইস্যুতে নিজের দলের সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রধান। পরে ইসলামপুরের বিডিও এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অভিযোগ, পঞ্চায়েত কার্যালয়ে চলতি মাসে দু'-দু'বার অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে মিটিং ডাকেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারি। সেই মিটিংয়ে তৃণমূলের প্রধান এবং ৬ জন বিজেপি সদস্য উপস্থিত থাকলেও নির্দল এবং তৃণমূলের উপপ্রধান সহ বাকি সদস্যরা ছিলেন না। ফলে নথি সই হয়নি। এর জেরে অর্থ কমিশনের বরাদ্দ পাওয়া নিয়ে জট তৈরি হয়েছে।

> আমি দু'বার সব সদস্যকে চিঠি করেছি। কিন্তু বিজেপির সদস্যরা এবং আমি এলেও উপপ্রধান বিষয়া সিংহ সহ তৃণমূল এবং নির্দলের কোনও সদস্য আসেননি।
>
> **ফারিয়া খাতুন** প্রধান, মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত

মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০২৬-'২৭ অর্থবর্ষে প্রায় ২ কোটি টাকার বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে সেই টাকার জন্য পঞ্চায়েতের সদস্যদের উপস্থিতিতে সব কাজের প্রস্তাব পাশ করাতে হয়। এরপর পঞ্চায়েত সদস্যদের সই করতে হয় সেই কাজের পরিকল্পনার নথিতে। তার পরেই অর্থ কমিশনের টাকা বরাদ্দ হয়। তবে এই অর্থবরাদ্দ নিয়েই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে যত বিবাদ।

এই পঞ্চায়েতে মোট ২২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন বিজেপির, ১১ জন তৃণমূল এবং ৫ জন নির্দল। তৃণমূল দুই সদস্যের অভিযোগ, বিগত বছরগুলিতে বেশিরভাগ প্রকল্পের কাজ দেওয়া হয়েছে বিজেপির সদস্যদের। প্রধান তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বঞ্চিত করেছেন। তাই সই করিনি। আগে আলোচনায় বসতে চাই।

তবে পঞ্চায়েত প্রধান ফারিয়া খাতুন বলছেন, 'আমি দু'বার সব সদস্যকে চিঠি করেছি। কিন্তু বিজেপির সদস্যরা এবং আমি এলেও উপপ্রধান বিষয়া সিংহ সহ তৃণমূল এবং নির্দলের কোনও পঞ্চায়েত সদস্য আসেননি।'

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ভবেশচন্দ্র সিংহ বলছেন, 'পঞ্চায়েতের তরফে একাধিকবার বৈঠক ডাকা হলেও তৃণমূল এবং নির্দল সদস্যদের কেউ আসেননি। বাধ্য হয়ে আমরা পঞ্চায়েতের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাই। স্বচ্ছতার সঙ্গে অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন না হলে পঞ্চায়েত অফিসের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেব।' বিডিও পিনাকী দেবনাথ বলেছেন, 'পঞ্চায়েত যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে।'

# বিদ্যুৎ 'ছিন্ন করে' তাণ্ডব হাতিদের

**ফালাকাটা, ২৩ জুন :** দুষ্কৃতীরা যেমন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকারে অপরাধমূলক কাজ করে ঠিক একই কায়দায় গ্রামে তাণ্ডব চালাল হাতির দল। হাতির ভয়ে গ্রামে অনেকেই বাড়ির বাইরে বালব জ্বালিয়ে রাখেন। আলো থাকায় সেই বাড়িতে ঢুকতে কিছুটা হলেও ভয় পায় গজরাজ। তাই এবার গাছ ফেলে ১১ হাজার কেভির বিদ্যুৎবাহী তারই ছিঁড়ে দিল হাতিরা। তারপর অন্ধকারে গ্রামে ঢুকে ঘর ভাঙল, জমির ফসল নষ্ট করল। সোমবার রাতে ফালাকাটার শিশাগোড় গ্রামে এমন ঘটনা গ্রামবাসীদের পাশাপাশি চিন্তা বাড়িয়েছে বন দপ্তরেরও। এজন্য ১৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ছিল বিস্তীর্ণ এলাকা। এভাবে গাছ ফেলে তার ছেঁড়ায় হাতিদেরও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বন দপ্তর অবশ্য রাতেই ৪-৫টি হাতিকে জঙ্গলে ফেরায়।

জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের এক আধিকারিক বলেন, 'ব্যাংডাকি বিটের জঙ্গল থেকেই হাতিগুলো গ্রামে ঢোকে। বিদ্যুৎবাহী তারে গাছ ফেলে দেয়। এটা হাতিদের প্রবণতা হলে, ব্যাপারটা সত্যিই বিপজ্জনক। তবে খবর পেয়ে দ্রুত বনকর্মীরা এলাকায় যান। হাতিগুলোকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

বাড়ির বেড়া ভেঙেছে হাতির পাল।

বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎবাহী তারের ক্ষেত্রে হাতিদের কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। জঙ্গল ও গ্রামের সীমানায় অনেক জায়গায় বৈদ্যুতিক ফেন্সিং রয়েছে। সেক্ষেত্রে জঙ্গলের ছোট ছোট গাছ ভেঙে ফেন্সিংয়ের উপর ফেলে দেয় হাতি। সেই ফেন্সিং বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফেন্সিংও ভেঙেও যায়। তারপর লোকালয়ে ঢুকে পড়ে হাতি। গত বছর ব্যাংডাকি বিটের যোগেন্দ্রনগর এলাকায় এরকম ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু এবার লোকালয়ে ঢুকে বিদ্যুৎবাহী তারের ক্ষেত্রেও সেই কৌশল হাতির দল প্রয়োগ করল, যা বনকর্তাদের কাছেও চিন্তার বিষয়।

বংশীধরপুর গ্রাম হয়ে হাতিগুলো পারপাতলাখাওয়া গ্রামে ঢোকে। সেখান থেকে হাতির দল চলে আসে শিশাগোড় গ্রামে। এখানে এসে দেবেন বর্মনের বাড়ির পাশের এক ছোট জঙ্গলে দীর্ঘক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

সেখান দিয়েই রয়েছে ফালাকাটা থেকে পলাশবাড়িগামী ১১ কেভির হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তার। কিছু কলা গাছ ও অন্য ছোট কিছু গাছ ভেঙে তারের উপর ফেলে দেয় হাতির দল। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গোটা এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। এরপরই হাতিগুলো এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়।

## ইস্তফা দিতে নারাজ বিনয়রা

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিতে রাজি নন অজয় এডওয়ার্ড, বিনয় তামাং সহ বিরোধী সদস্যরা। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে একটি বৈঠকের পরে বিনয় তামাংকে পাশে বসিয়ে অজয় বলেন, 'আমরা অনীতের মতো ক্ষমতা দখলের জন্য জিটিএ-তে নেই। আমরা গোর্খা জাতির উন্নয়নে, গোর্খা জাতির হয়ে আওয়াজ তোলার জন্য জনপ্রতিনিধি হিসাবে জিটিএ-তে রয়েছি। রাজ্য সরকার যদি বোর্ড ভেঙে দেয় তাহলে দেবে। কিন্তু আমরা ইস্তফা দিচ্ছি না।'

জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ পদ থেকে গত বুধবার অনীত থাপা ইস্তফা দিয়েছেন। অনীতের বক্তব্য ছিল, 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। এখনই সবাইকে এই দাবি আদায়ে ঝাঁপানো উচিত।' জিটিএ যাতে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পথে কোনও বাধা না হয় সেইজন্যই তাঁর ইস্তফা বলে অনীত দাবি করেছিলেন। বাকি সদস্যদেরও ইস্তফা দিয়ে স্থায়ী সমাধানের দাবি আদায়ের রাস্তায় হাঁটার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু মঙ্গলবার বৈঠক করে অজয়, বিনয়রা সেই পথে হাঁটছেন না বলে স্পষ্ট করে দিলেন।

## দেখা করলেন আশা

**ফাঁসিদেওয়া, ২৩ জুন :** জমি বিবাদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির সময় একজন আদিবাসী অন্তঃসত্ত্বাকে আঘাত এবং শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন দ্য ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউলড ট্রাইবের সদস্য আশা লাকড়া। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন আশা। আশা বলেন, 'পরিবারটি এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য পায়নি। কমিশন এখন তাদের চিকিৎসা, ভরণ-পোষণ এবং নিরাপত্তার বিষয়টিতে জোর দিচ্ছে।'

## ধৃত ১

**গোয়ালপোখর, ২৩ জুন :** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের আগে মাদক সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ এবং বিএসএফ। সোমবার গভীর রাতে গোয়ালপোখর থানা এলাকার বড়বিল্লায় যৌথ অভিযান চালিয়ে সাফল্য পায় প্রশাসন। ধৃতের নাম মহম্মদ বেলাল।

পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে তাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে, বড়বিল্লা সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে মাদক পাচারের একটি বড়সড় চেষ্টা চলছে। খবর পাওয়া মাত্রই গোয়ালপোখর থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা ওই এলাকায় ওঁত পেতে বসে থাকেন। গভীর রাতে সন্দেহভাজন হিসেবে বেলালকে আটক করা হয়। বেলালের তিনটি বস্তায় উদ্ধার হয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। মঙ্গলবার ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

## বিক্ষোভ

**ইসলামপুর, ২৩ জুন :** মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার বিজেপির মাটিকুন্ডা-২ মণ্ডল কমিটির তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন বিজেপির তরফে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, 'পাড়ায় সমাধান' সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচির সময় গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান এবং অন্য সদস্যরা অনুপস্থিত ছিলেন। বিজেপির তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ পঞ্চায়েত কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

# দুধিয়ায় আজ থেকে ফুটব্রিজ চালু

*পাখির চোখে ফুটব্রিজ (বাঁদিকে)। নির্মাণে তৎপর সেনাকর্মীরা। দুধিয়ায় মঙ্গলবার। ছবি সংগৃহীত।*

**রণজিৎ ঘোষ**

**দুধিয়া, ২৩ জুন :** সেনাবাহিনীর তৎপরতায় দুধিয়ায় নদীর দু'পারের মধ্যে যাতায়াত বুধবার সকাল থেকেই শুরু হচ্ছে। তবে যান চলাচল নয়, আপাতত হেঁটে নদী পারাপার করা যাবে। এজন্য সেনাবাহিনী ফুটব্রিজ তৈরির কাজ মঙ্গলবার বিকেলে শুরু করে। এদিকে, মঙ্গলবার সকালে পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব অন্তরা আচার্যর নেতৃত্বে দপ্তরের শীর্ষকর্তারা দুধিয়ার পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসেন। সেখান থেকে ফিরে দুপুরে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এক কর্তা এদিন দুধিয়ায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'এখানে বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। অন্তত ১৫ দিন সময় প্রয়োজন হবে।' পূর্তসচিব জানিয়েছেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে স্থায়ী সেতু তৈরির কাজ শেষ করতে বলা হয়েছে।

গত বছরের ৪ অক্টোবর বালাসনে জলস্ফীতিতে পুরোনো লোহার সেতু ভেঙে শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকের সঙ্গে ১২ নম্বর রাজ্য সড়ক দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই অস্থায়ীভাবে যাতায়াতের জন্য সেখানে হিউমপাইপ বসিয়ে সেতু তৈরি করেছিল পূর্ত দপ্তর। বৃহস্পতিবার পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে হিউমপাইপের সেতুর বেশ কিছুটা অংশ ভেসে যায়। ফলে শুক্রবার ভোর থেকে দুধিয়া হয়ে মিরিকের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ।

জল কিছুটা নামার পরে অস্থায়ী হিউমপাইপের সেতু মেরামতির কাজ শুরু করে পূর্ত দপ্তর। নদীতে জলের স্রোত বেশি থাকায় রাজ্য সরকারের তরফে সেনাবাহিনীকে বিকল্প সেতু তৈরির জন্য আবেদন করা হয়। সেইমতো সেনাবাহিনী বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ করে। সাধারণ মানুষ যাতে হেঁটে নদী পারাপার হতে পারেন, সেজন্য হিউমপাইপের সেতুর ওপরেই ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি ফুটব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই ফুটব্রিজ তৈরি হয়ে গেলে শিলিগুড়ি থেকে দুধিয়ায় এসে হেঁটে ওপারে গিয়ে অন্য গাড়িতে চেপে মিরিক যাওয়া যাবে।

এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, হিউমপাইপের সেতুর দক্ষিণ দিকের অংশে সেনাবাহিনী বেইলি ব্রিজ তৈরির জন্য নদীতে কাজ করছে। নদীর একাংশে বোল্ডার ফেলে বাঁধ তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে কর্মরত সেনাকর্মীরা জানিয়েছেন, সেনা সর্বাধিক ২০০ ফুট লম্বা বেইলি ব্রিজ করতে পারবে। কিন্তু নদীর এপার-ওপার প্রায় ৩৫০ ফুটের বেশি। সেজন্য ১৫০ ফুট এলাকা বাঁধ করে বাকি অংশে সেতু তৈরি হবে। ওই সেতু দিয়ে যাত্রীবাহী যানবাহন সহ ছোট পণ্যবাহী গাড়িও যেতে পারবে।

## চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিবাদ

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** রাজ্য বাজেটে আশাকর্মীদের মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু শিলিগুড়ি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মাসিক ভাতা বাড়েনি বাজেটে। তারই প্রতিবাদে তাঁরা মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তার দপ্তরে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্মারকলিপি দিলেন। সঠিক পদক্ষেপ না করলে বুধবার থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি মূলত তাঁরাই পরিচালনা করেন। টিকা দেওয়া থেকে চিকিৎসদের সাহায্য করা, টেস্ট করানো, এলাকায় ঘোরা থেকে নানা কাজ করানো হয় তাঁদেরকে দিয়ে। কিন্তু মাইনে বাড়ানো হয় না। তৃণমূল সরকারের আমলে অনেকবার জানালেও কোনও লাভ হয়নি। আশা ছিল, নতুন বিজেপি সরকারের বাজেটে তাঁদের দিকে নজর দেওয়া হবে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় কাজ বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

পুরসভা সূত্রে খবর, ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের আওতায় তাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল। নার্স (এএনএম, জিএনএম) থেকে ল্যাব টেকনিসিয়ান, ক্লারিকাল কাজগুলিও করানো হত। তাঁদের মাসিক মজুরি ১৪-২৮ হাজার পর্যন্ত রয়েছে। আশাকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি হওয়ায় পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান থাকল না, বা থাকলেও অনেকটা কম বলে দাবি। তাঁদের মধ্যে পলি সাহা বলেন, 'আশা দিদিদের ভাতা বৃদ্ধিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁদের থেকে তুলনায় আমরা অনেক বেশি কাজ করি। ফলে আমাদের মজুরি বৃদ্ধি জরুরি। কিন্তু রাজ্য বাজেটে তার কোনও সুরাহা নেই।' আরেকজন শমিতা রায়চৌধুরী বলেন, 'যতদিন সুরাহা হবে না আমরা কাজ বন্ধ রাখব।' জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে দাবিগুলি রাজ্য স্তরে জানানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

## মোবাইল ফেরত

**ইসলামপুর, ২৩ জুন :** বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া মোবাইল মঙ্গলবার ফোনের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিলেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিং এবং অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিন বিকেলে ইসলামপুর তিস্তাপল্লি এলাকায় পুলিশ জেলার সুপারের দপ্তর সংলগ্ন কনফারেন্স হলে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন ইসলামপুর পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার মোট ১৩৯ জনের মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

### ডিম থেরাপি থেকে বাঁচতে নাতিকে 'ঢাল'

# ফিরলেন 'ত্রাস' জগদীশ

**গৌরহরি দাস ও অমৃতা দে**

**কোচবিহার ও সিতাই, ২৩ জুন :** বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি ছিলেন বেপাত্তা। সিতাই তথা গোটা কোচবিহারের রাজনৈতিক ময়দানে বিজেপির কাছে 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত সেই দাপুটে নেতা অবশেষে ফিরলেন। তবে প্রায় দেড় মাস পর মঙ্গলবার যখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিউ কোচবিহার স্টেশনে পা রাখলেন, তখন তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়টাই বদলে গিয়েছে। যে জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে বেপাত্তা হয়েছিলেন, তিনি এদিন ফিরলেন এনসিপিআই দলের সাংসদ হিসেবে। কিন্তু ভোল বদলালেও কাটেনি জনরোষের আতঙ্ক। আর সেই কারণেই স্টেশন থেকে সোজা কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকার ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠেন সাংসদ। তীব্র ক্ষোভের আগুনে ফুটতে থাকা নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র সিতাইমুখো হওয়ার সাহস দেখাননি তিনি।

ভোটের আগে ও পরে একের পর এক উসকানিমূলক এবং হিংসাত্মক ভাষণ দিয়ে কোচবিহারের রাজনৈতিক পরিবেশ তপ্ত করে তুলেছিলেন জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী সংগীতা। বিজেপির নেতা-কর্মীদের সাইজ করতে

*নাতিকে কোলে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছেন জগদীশ।*

'হোমিওপ্যাথি-অ্যালোপ্যাথি' ওষুধের দাওয়াই কিংবা 'অপারেশন' করার নিদান দিয়েছিলেন এই দম্পতি। কিন্তু ৪ জুন ফলপ্রকাশের পর থেকেই কোচবিহারে দেখা মেলেনি তাঁদের। দিনকয়েক ধরে কলকাতায় তাঁদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিতাই তথা গোটা জেলাজুড়ে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তা আঁচ করে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন সাংসদ। অবশেষে এদিন দুপুরে ট্রেন থেকে যখন তিনি নামেন, তখন তাঁর চারপাশে পুলিশবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা। স্টেশন চত্বরের ভিড়ের মাঝে নিজের ছোট নাতিকে কোলে নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় সাংসদকে। রাজনৈতিক মহলের টিপ্পনী, জনতার 'ডিম থেরাপি' থেকে পিঠ বাঁচাতেই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে নাতিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি।

জগদীশের এই নাটকীয় ভোল বদল ও প্রত্যাবর্তন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি সাফ বলেন, 'এরা যে কখন কোন দল করে তা ভগবানের পক্ষেও বোঝা অসাধ্য।'

এদিকে, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে এনডিএ-কে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করতেই সুর চড়িয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। নিজের পাপ ঢাকতেই সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'নিজের পিঠ বাঁচাতে, নিজের পাপকর্ম ঢাকতে উনি তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছেন। দিল্লিতে বিজেপির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁরা এনডিএ-কে সমর্থন করবেন এই কথা জানিয়েছেন। তাতে বিজেপির কোনও যায় আসে না।'

# সাফারিতে আসছে দার্জিলিংয়ের নাগমণি

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কে কয়েকদিন পর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না চিড়িয়াখানার অন্যতম চমক 'নাগমণি'-কে। চলতি মাসেই দার্জিলিং চিড়িয়াখানা থেকে পাকাপাকিভাবে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আসতে চলছে এই সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। অন্যদিকে জানা গিয়েছে, বেঙ্গল সাফারি থেকে 'এস্টু' নামে একটি মাদি রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পাঠানো হবে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। মূলত সাফারি পার্কে বাঘেদের ব্লাডলাইন পরিবর্তন করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও সাফারির অধিকর্তা এব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

মাত্র কয়েক বছরেই দার্জিলিংয়ের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল হায়দরাবাদের নেহরু জুলজিকাল পার্ক থেকে আসা সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নাগমণি। মর্দা সঙ্গী আকাশের সঙ্গে বছর দুয়েক আগে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় পা রেখেছিল মাদি এই বাঘটি। কয়েকদিনের মধ্যে পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই দুই রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

*দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় সাদা রয়েল বেঙ্গল টাইগার নাগমণি।*

২০১৬ সালে হায়দরাবাদের চিড়িয়াখানায় নাগমণির জন্ম হয়। সেখানেই বেড়ে উঠেছে সে। পরবর্তীতে পশু বিনিময় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ২০২৪ সালে এই বাঘটিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আনা হয়। পার্কের এক আধিকারিক বলেন, 'এই মাসের মধ্যেই নাগমণিকে বেঙ্গল সাফারিতে আনা হবে। তবে এখানের পরিবেশের সঙ্গে প্রথম প্রথম তার খাপ খাওয়াতে অসুবিধা হতে পারে। তাই বনকর্মীদের দিনরাত নজর রাখতে বলা হয়েছে।'

অন্যদিকে, বেঙ্গল সাফারি থেকে যে বাঘটিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হবে, তার জন্ম ২০২৪ সালে। ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের মাধ্যমে বেঙ্গল সাফারিতে জন্ম হয়েছিল সেটির। 'এস্টু' নামের এই বাঘটি সাফারির মাদি বাঘ শীলার সন্তান। প্রতিবছর দার্জিলিংয়ে দেশ ও বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক ঘুরতে আসেন। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিড়িয়াখানা পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটকদের আকর্ষণ মাদি রয়েল বেঙ্গল টাইগার নাগমণি। সেই বাঘটিকে বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে এলে এখানকার আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

## আট দফা দাবি

**ইসলামপুর, ২৩ জুন :** চা বাগানের জমির রেকর্ডে দুর্নীতির অভিযোগে ইসলামপুর বিএলএলআরও অফিসে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন আগডিমটিখন্তি এলাকার মানুষ। তাঁরা জানিয়েছেন, একটি সংস্থা বহুদিন আগে চা বাগান বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর ওই চা বাগানের অনেক জমি তৃণমূল নেতারা অবৈধভাবে নিজের নামে করে নিয়েছেন। এদিন আট দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগডিমটিখন্তি অঞ্চলের ভোজপুর ও পোঠিয়া মৌজার জমির নথি দ্রুত কম্পিউটারাইজ করার দাবিও তোলা হয়।

# রিং রোডের ডিপিআর তৈরি

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে রিং রোড তৈরি শুরু হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ইতিমধ্যেই কাজের ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি হয়ে গিয়েছে, মঙ্গলবার জানালেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন শিলিগুড়িতে পূর্ত দপ্তরের শীর্ষস্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকের পর সাংসদ দাবি করেন, 'মোট ১৮০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ দুটি ভাগে হবে। শিলিগুড়ির যানজট সমস্যার কথা মাথায় রেখে এই অংশের কাজ আগে শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের রাস্তায় যানজটে লাগাম পরাতে কার্সিয়াং থেকে ঘুম পর্যন্ত ওল্ড মিলিটারি রোড ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। রাজু বলছিলেন, 'পূর্ত দপ্তর রাস্তাটি অধিগ্রহণ করে সম্প্রসারণ ও সংস্কার করবে। এছাড়া, দু'-তিনদিনের মধ্যে ডিপিআর তৈরি শুরু হবে দার্জিলিংয়ে যাতায়াতের জন্য মাটিগাড়া থেকে মিরিক বা বালাসন হয়ে নতুন রাস্তার জন্য। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের লেবং থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সার্কুলার রোড হচ্ছে।'

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে রাজ্যের পূর্তসচিব অন্তরা আচার্য, পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মণ্ডল, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলা শাসক, পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত আধিকারিক, জিটিএ'র প্রধান সচিব সহ বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে দার্জিলিংয়ের সাংসদও ছিলেন।

বৈঠক শেষে রাজু বলেছেন, 'গোরখপুর থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত ৫২০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রিনফিল্ড এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে। এখান থেকেই প্রস্তাবিত শিলিগুড়ি রিং রোড শুরু হবে। পানিঘাটা হয়ে শালুগাড়ায় এসে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে মিলবে। তারপর সেবক হয়ে ওদলাবাড়ি যাবে। ওদলাবাড়ি থেকে পূর্ত দপ্তরের রাস্তা, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা ব্যবহার করে সরাসরি জলপাইগুড়িতে পৌঁছানো যাবে। সবমিলিয়ে ১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা তৈরি হচ্ছে।'

সাংসদের ব্যাখ্যায়, শিলিগুড়িকে দ্রুত যানজট সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত ৯০-৯৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ প্রথম ধাপে করা হবে। বাকি ৮৫ কিলোমিটার রাস্তা হবে দ্বিতীয় ধাপে।

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) আমলে সুবাস ঘিসিং রোহিণী রোড তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীতে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এই রাস্তার দায়িত্বে ছিল। কিন্তু এদিনের

- ১৮০ কিলোমিটার রিং রোডের কাজ দুটি ভাগে হবে, দাবি রাজু বিস্টের
- কার্সিয়াং থেকে ঘুম পর্যন্ত ওল্ড মিলিটারি রোড সংস্কার করবে পূর্ত দপ্তর
- লেবং থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার সার্কুলার রোড হবে

বৈঠকে রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশনকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। সাংসদের মতে, পূর্ত দপ্তরের হাতে এলে রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণ আরও সহজ হবে।

কার্সিয়াংয়ের চিমনি থেকে ঘুম পর্যন্ত ওল্ড মিলিটারি রোডটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। যথাযথ অনুমতি নিয়ে পূর্ত দপ্তর এই রাস্তাটি অধিগ্রহণ করে সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করবে। রাজুর কথায়, 'এই রাস্তাটি চালু হলে কার্সিয়াং আর ঘুমের মধ্যে একমুখী যানবাহন চলাচল শুরু করা যেতে পারে। ফলে, যানজট কমবে।' এছাড়া, পূর্ব প্রস্তাবিত লেবং-তিস্তাবাজার সার্কুলার রোড নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে। সাংসদ জানালেন, লেবং থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার রাস্তা হবে। লেবং থেকে এসে পথটি পেশক রোড ছুঁয়ে তিস্তাবাজার পৌঁছাবে। যার ফলে কালিম্পং থেকে দার্জিলিং যাতায়াত আরও সহজ হবে।

*দুধিয়ার পরিস্থিতি পরিদর্শনে পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব অন্তরা আচার্য।*

# তিনধারিয়া লোকো শেড সংস্কারের উদ্যোগ

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের লোকো শেড অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবার ওই লোকো শেডটিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, ঐতিহ্যবাহী রূপ অক্ষুণ্ণ রেখেই লোকো শেডের সংস্কার করা হবে। আগামীতে সেখানে টয়ট্রেনের ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হবে। তবে দৈনন্দিন নয়, বার্ষিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। সে ক্ষেত্রে এখন লোকো শেড সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা চলছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী তিনধারিয়া ওয়ার্কশপের লোকো শেডটি দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ ছিল। ফলে সেটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। নতুন করে সেটি চালু করা হবে। ইতিমধ্যে রেলের তরফে ওই লোকো শেড সংস্কারের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে। শীঘ্রই সংস্কারকাজ শুরু হবে।'

*সংগৃহীত।*

ব্রিটিশ শাসনকালে তিনধারিয়ায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে ওয়ার্কশপ গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই ওয়ার্কশপের এক কোণেই রয়েছে সুবিশাল লোকো শেড। একসময় সেখানে টয়ট্রেনের স্টিম ইঞ্জিন নিয়মিত মেরামতের কাজ করা হত। তবে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের আওতাধীন লোকো শেডটি প্রায় ২২ বছর আগে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ির পৃথক তিনটি লোকো শেডে টয়ট্রেনের ইঞ্জিন মেরামতের কাজ চলে। তবে নিত্যনতুন জয়রাইডের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নতুন লোকো শেডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রেল কর্তৃপক্ষ এবার তিনধারিয়ার লোকো শেডটিকে ফের সচল করতে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যে রেলের তরফে ২ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। ফলে দার্জিলিং জেলায় লোকো শেডের সংখ্যা তিন থেকে বেড়ে চার হতে চলেছে। রেলকর্তাদের দাবি, নতুন করে ওই লোকো শেড চালু হলে টয়ট্রেনের ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে অনেকটাই গতি আসবে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সূত্রে খবর, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওই লোকো শেডের ব্যবহার না হওয়ায় তার রক্ষণাবেক্ষণও থমকে ছিল। তাতেই লোকো শেডের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। চতুর্দিকে আগাছা জন্মেছে। তবে শীঘ্রই ওই লোকো শেডটি নতুন করে ঐতিহাসিক রূপে ফিরতে চলেছে। তবে শুধু সংস্কারই নয়, ঐতিহ্যবাহী ওই লোকো শেডে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে বলেও খবর। সেই কাজের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে চূড়ান্ত নকশা ও ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

চলতি বছরের মধ্যেই সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। ২০২৭ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রেলকর্তারা জানাচ্ছেন, ওই লোকো শেডে কমপক্ষে চারটি ইঞ্জিন রেখে একসঙ্গে মেরামতের কাজ করা সম্ভব। তবে সেখানে নিয়মিত মেরামতের কাজ হবে না। শুধু বার্ষিক মেরামতের কাজ করা হবে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৩৭ সংখ্যা, বুধবার, ৯ আষাঢ় ১৪৩৩

## প্রাপ্তির নিরিখে

ঘোষণার পর ঘোষণা। বরাদ্দের পর বরাদ্দ। এককথায় ঢেলে টাকা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, প্রাপ্তির ভাঁড়ার উপচে পড়ছে। 'বঞ্চিত' উত্তরবঙ্গের ভাগ্যে দীর্ঘ তালিকা। আইআইটি, আইআইএম তো বটেই। মেট্রো পাওয়া যাবে- কখনও কি ভেবেছিল উত্তরবঙ্গ! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হয়তো তাই জোর গলায় দাবি করছেন, এরপর আর বিরোধীদের বলার কিছু থাকবে না।

৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাজেট পেশ করেছেন বাংলার নতুন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সেই বোঝা সামলে বাজেটে বিপুল পরিমাণ বরাদ্দের টাকা কোথা থেকে আসবে? সেই উৎস নিয়ে কার্যত একলাইন উল্লেখও ছিল না বাজেট ভাষণে। তবে এটা আর গোপন নেই যে, এই বাজেট পুরোপুরি কেন্দ্রমুখী, কেন্দ্র নির্ভর। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বারবার রাজ্য বাজেটে উল্লিখিত হয়েছে। সেই প্রকল্পের টাকায় মাছের তেলে মাছ ভাজার বার্তা স্পষ্ট।

এক লক্ষ সরকারি চাকরির প্রস্তাব আছে বটে। কিন্তু শুভেন্দু সরকারের বাজেটকে কি কর্মসংস্থানমুখী বলা যায়? শুধু এক লক্ষ চাকরিতে কি রাজ্যের ভয়াবহ বেকারত্বের মোকাবিলা সম্ভব। যে এক লক্ষের প্রস্তাব সরকার করেছে, তার অর্ধেক ৫০ হাজারই শিক্ষক পদে। ২০ হাজার পুলিশে। এক হাজার ইএফআর-এ। সব বেকারের নিশ্চয়ই শিক্ষক বা পুলিশের চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। ইএফআর-এ পদ মাত্র ১ হাজার।

শিক্ষকের পদে চাকরির যোগ্যতা সবার নেই। যাঁদের আছে, ৫০ হাজারে তাঁদের সবার সুযোগ হবে না। বাংলায় সুযোগ না পেয়ে যে লক্ষ লক্ষ বেকার ভিনরাজ্যমুখী হয়েছেন, তাঁদের কর্মসংস্থানের দিশা বাজেটে নেই। এক দেশ এক র‌্যাশন কার্ড ও আয়ুষ্মান ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার নাকের বদলে নরুন দেওয়ার প্রস্তাব আছে মাত্র। কর্মসংস্থানের দিশা না থাকায় অন্নপূর্ণা ও ভরসা'র মতো প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ঢালা হয়েছে।

তাতে সাধারণ মানুষের হাতে কিছু নগদ আসবে। কিন্তু জীবিকার সংস্থান হবে না। তাছাড়া ভরসা প্রকল্পে যে শর্তাবলি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাতে রাজ্যের কত সংখ্যক বেকার ওই প্রকল্পে শেষপর্যন্ত ভাতা পাবেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। চাকরির বিরাট বাজার তৈরি করতে হলে বেসরকারি লগ্নি অত্যন্ত জরুরি। সেই লগ্নি টানতে সিঙ্গল উইন্ডো ও অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো কিছু প্রস্তাব আছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের আশু কোনও দিশা পাওয়া গেল না।

এক লক্ষ চাকরির প্রস্তাবও না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কেননা, প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। দেশে ক্ষমতাসীন হয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বছরে দু'কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই ২০১৪ সালে। সেই প্রতিশ্রুতি ঘোষণাতে রয়ে গিয়েছে। বাস্তবের মুখ দেখেনি। শিল্পে লগ্নি আকর্ষণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, কৃষিপণ্য ভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও শ্রমনির্ভর শিল্প নিয়ে কিন্তু স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা বাজেটে কার্যত একটি শব্দ নেই।

উত্তরবঙ্গের আনারস, কাঁচালংকা, টমেটো ইত্যাদির প্রক্রিয়াকরণে কার্যত কোনও বরাদ্দই নেই বাংলায় প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে। কৃষিক্ষেত্র নানাভাবে উপেক্ষিত। যেমন কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্যের কোনও নিশ্চয়তা বাজেট প্রস্তাবে সরকার দেয়নি। চাষাবাদে ব্যয় বৃদ্ধির মোকাবিলায় কৃষককে সাহায্য করার উল্লেখও নেই। কৃষিক্ষেত্র পুষ্ট না হলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

গ্রামীণ অর্থনীতি তাজা হলে গ্রামাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে পারে। বাজেটে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের একমাত্র ব্যবস্থা আছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে। রাজ্য বাজেটে রাজ্যের তরফে কী থাকল, তা নিয়ে তাই প্রশ্ন থাকেই। মহার্ঘ ভাতার ২০ শতাংশে মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী উপকৃত হবেন। কিন্তু তার বাইরে কোটি কোটি প্রান্তিক ও নিম্নবিত্তরা কী পেলেন, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে বৈকি!

## অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

-ব্রহ্মাকুমারী

# গবেষণায় 'জুগাড়', দেশ ছাড়ছেন মেধাবীরা

চরম অবহেলা, লাল ফিতের ফাঁস এবং অনুদানের অভাবে দেশের তরুণ গবেষকরা দলে দলে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশে; ভারতের এই মেধা পাচার আদতে সিঙ্গাপুর থেকে পোল্যান্ডের মতো দেশগুলোর জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি।

নীহারিকা সরকার

- এআই

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা শব্দ খুব জনপ্রিয়—'জুগাড়'। কোনও কিছু ঠিকমতো কাজ না করলে, জোড়াতালি দিয়ে কোনওমতে কাজ চালিয়ে নেওয়ার এই ভারতীয় পদ্ধতি নিয়ে আমরা অনেক সময়ই বেশ গর্ববোধ করি। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয় তখন, যখন দেশ চালানোর নীতি বা গবেষণার মতো অত্যন্ত সিরিয়াস বিষয়গুলোতেও এই 'জুগাড়'-এর সংস্কৃতি ঢুকে পড়ে। আজ আমরা যখন পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নিয়ে গর্ব করছি, ঠিক তখনই দেশের গবেষণাগারগুলোর ভেতরের চিত্রটা কিন্তু এক চরম হতাশার গল্প বলছে। পরিকাঠামোর অভাব, সরকারি অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে পদে পদে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং লাল ফিতের ফাঁসে হাঁফিয়ে উঠে দেশের সেরা মেধাবীরা আজ দলে দলে দেশ ছাড়ছেন।

একটা সময় ছিল যখন 'ব্রেন ড্রেন' বা মেধা পাচার বলতে আমরা শুধু বুঝতাম মেধাবীদের আমেরিকা বা ব্রিটেনে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। শুধু আমেরিকা বা ইউরোপের প্রথম সারির দেশগুলো নয়; সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ডের মতো দেশগুলোও আজ ভারতীয় গবেষকদের কাছে স্বপ্নের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। কারণটা খুব সহজ—তারা আমাদের মেধাবীদের সেই সম্মান, পরিকাঠামো এবং আর্থিক নিরাপত্তা দিচ্ছে, যা দিতে আমাদের রাষ্ট্র চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। ভারতের এই চরম ক্ষতি আজ ওই দেশগুলোর কাছে এক বিশাল প্রাপ্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কেন দেশ ছাড়ছেন আমাদের মেধাবীরা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক এক বিস্ফোরক রিপোর্টে। রাষ্ট্র হিসেবে আমরা গবেষণাকে কতটা গুরুত্ব দিই, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল জিডিপি-র নিরিখে গবেষণা ও উন্নয়ন বা আর অ্যান্ড ডি খাতে আমাদের ব্যয়। নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, ভারতে এই খাতে ব্যয় জিডিপির মাত্র ০.৬ শতাংশ থেকে ০.৭ শতাংশের আশপাশে আটকে আছে। একটু তুলনামূলক আলোচনা করলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই একই খাতে চিন খরচ করে তাদের জিডিপির ২.৬ শতাংশ, আমেরিকা খরচ করে ৩.৪ শতাংশ আর দক্ষিণ কোরিয়া খরচ করে ৫.৩ শতাংশ! সরকারি খাতায় হয়তো গবেষণার জন্য টাকার অঙ্ক আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে বলে দেখানো হয়, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিলে কোপ পড়ার কারণে বাস্তবে সেই টাকার কোনও প্রভাবই পড়ছে না।

এই অপর্যাপ্ত বরাদ্দের ফলশ্রুতি কী? দেশে এখন গবেষণার অনুদান বা গ্র্যান্ট পাওয়ার লড়াইটা কার্যত লটারির টিকিট পাওয়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতি আয়োগের প্যানেল স্পষ্ট জানিয়েছে, বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সিতে অনুদানের আবেদনের সাফল্যের হার এখন ১০ শতাংশেরও নীচে নেমে গিয়েছে। অর্থাৎ, ১০০ জন মেধাবী গবেষক যদি তাঁদের দুর্দান্ত কোনও প্রোজেক্ট নিয়ে সরকারের কাছে অনুদান চান, তবে ৯০ জনের আবেদনই শ্রেফ টাকার অভাবে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। একজন তরুণ গবেষক, যাঁর হয়তো ক্যানসারের নতুন ওষুধ আবিষ্কার বা দূষণ কমানোর যুগান্তকারী কোনও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা আছে, তাঁকে ল্যাবরেটরিতে সময় দেওয়ার বদলে বছরের পর বছর সরকারি দপ্তরের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে শুধু একটু ফান্ডের আশায়। এই চূড়ান্ত অপমান এবং হতাশা থেকেই তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন পোল্যান্ড বা মালয়েশিয়ার মতো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে, যেখানে অন্তত তাঁদের আইডিয়াকে সম্মান করা হয়।

সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে আবার এক অদ্ভুত বৈষম্য এবং একপেশে মনোভাব কাজ করছে। নীতি আয়োগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আঙুল তুলেছে ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন' বা এএনআরএফ-এর দিকে। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষণার প্রসার ঘটানো। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এদের মোট তহবিলের প্রায় ৮০ শতাংশই চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি আইআইটি-র পকেটে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যেখানে দেশের বেশিরভাগ সাধারণ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে, তারা কার্যত কপর্দকশূন্য হয়ে ধুঁকছে। এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের মধ্যে চরম সমন্বয়ের অভাব এবং একই কাজের পুনরাবৃত্তি। যেমন হাইড্রোজেন এনার্জি বা কার্বন ক্যাপচারের মতো বিষয়গুলোতে ডিএসটি এবং সিএসআইআর—উভয় সংস্থাই আলাদা আলাদাভাবে ফান্ড দিচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে উপযুক্ত অনেক প্রোজেক্ট টাকার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ছে।

অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের লাল ফিতের ফাঁস এক চরম প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অনুদান অনুমোদন হওয়ার পরেও টাকা হাতে পেতে গবেষকদের ৩ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর সঙ্গে রয়েছে 'ইউজ ইট অর লুজ ইট' (হয় খরচ করো, নয়তো ফেরত দাও) নীতি। আর্থিক বছরের শেষে বরাদ্দ করা টাকা খরচ করতে না পারলেই তা ফেরত চলে যায়, যার ফলে ধারাবাহিক গবেষণার কাজ মাঝপথেই থমকে যায়।

> জিডিপির মাত্র ০.৬ শতাংশ বরাদ্দ এবং আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের ফাঁসে ভারতের গবেষণা পরিকাঠামো আজ কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনুদানের অভাবে দশ শতাংশেরও কম প্রোজেক্ট ছাড়পত্র পাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়েই তরুণ গবেষকরা আমেরিকা, ইউরোপের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর বা পোল্যান্ডের মতো দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। এই মেধা পাচার রুখতে অবিলম্বে গবেষণায় সরকারি বরাদ্দ ২ শতাংশে উন্নীত করা, 'বিজ্ঞান নিধি' গঠন এবং বেসরকারি বিনিয়োগে কর ছাড় দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই চরম অব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছেন দেশের তরুণ গবেষক এবং পিএইচডি স্কলাররা। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স (জিআইআই) ২০২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে প্রতি দশ লক্ষে পূর্ণ সময়ের গবেষকের সংখ্যা মাত্র ২৬২! সেখানে সুইৎজারল্যান্ডে এই সংখ্যাটা ৫,৫৫২, ব্রিটেনে ৪,৮২১ এবং চিনে ১,৫৮৫। এই করুণ পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে আমরা আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। দেশে এখন প্রতি বছর ২০ হাজারেরও বেশি পিএইচডি ফেলোশিপ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সেই ফেলোশিপের টাকা পাওয়াটা এক দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম কিস্তির টাকা পেতেই ৪-৫ মাস কেটে যায়। একজন মেধাবী ছাত্র, যিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা গবেষণায় দিচ্ছেন, তাঁকে যদি প্রতি মাসে নিজের বাড়িভাড়া বা খাওয়ার খরচের জন্য চিন্তা করতে হয়, ফেলোশিপের টাকার জন্য সরকারি অফিসে ধর্না দিতে হয়, তবে তিনি কেন এ দেশে থাকবেন? এর পাশাপাশি, গোটা দেশে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের সংখ্যা মাত্র আড়াই হাজার। পিএইচডি শেষ করার পর দেশে উপযুক্ত চাকরি বা আর্থিক নিরাপত্তা না পেয়ে এইসব মেধাবীরা একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিদেশের ফ্লাইটে চড়ছেন।

ভারতের এই মেধা পাচার বা 'ব্রেন ড্রেন' রুখতে হলে স্রেফ দেশপ্রেমের বুলি আওড়ালে চলবে না, দরকার কঠোর এবং যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ। নীতি আয়োগের প্যানেল দেশের এই গবেষণার পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে ৫০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে, যা অবিলম্বে কার্যকর করা প্রয়োজন। প্রথমত, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জিডিপি-র নিরিখে গবেষণায় বরাদ্দ ০.৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্তত ২ শতাংশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অনুদান অনুমোদনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করতে হবে। প্রস্তাব জমা দেওয়ার ছ'মাসের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে। তৃতীয়ত, বেসরকারি খাতকে গবেষণায় বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে সিএসআর ফান্ডের ক্ষেত্রে ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে জিএসটি হার আবার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে, যা ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। বর্তমানে এই হার বেশি থাকায় গবেষণার খরচের একটা বড় অংশ শুধু ট্যাক্স দিতেই বেরিয়ে যাচ্ছে। মেধাবীদের দেশে ধরে রাখতে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের সংখ্যা প্রতি বছর ২০ শতাংশ হারে বাড়াতে হবে এবং নিরবচ্ছিন্ন ফান্ডিংয়ের জন্য 'বিজ্ঞান নিধি' নামক একটি বিশেষ পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে।

আজকের বিশ্বে কোনও দেশের আসল শক্তি তার সামরিক বাহিনী বা আয়তনের ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে সে দেশ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে কতটা এগিয়ে আছে তার ওপর। চিন আজ আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল গবেষণায় তাদের বিপুল বিনিয়োগ। আমরা যদি সত্যিই ভারতকে একবিংশ শতাব্দীর সুপারপাওয়ার হিসেবে দেখতে চাই, তবে মেধাবীদের কদর করতে শিখতে হবে। গবেষণাকে 'জুগাড়'-এর ভরসায় ছেড়ে দিলে আগামীদিনে আমাদের দেশে শুধু সস্তার শ্রমিকই তৈরি হবে, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবক নয়। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা পোল্যান্ড আমাদের দেশের সেরাদের লুফে নিয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, আর আমরা শুধু 'বিশ্বগুরু' হওয়ার আত্মতুষ্টিতে ভুগব। মেধা পাচার রুখতে হলে এখনই বিজ্ঞান ও গবেষণায় বরাদ্দ বাড়িয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। নইলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের চরম ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে হবে।

*(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)*

## আজ

**১৯৮৭**

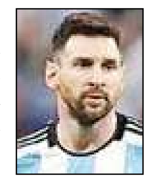

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি।

**১৯৮০**

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি প্রয়াত হয়েছিলেন আজকের দিনে।

## আলোচিত

যা বলছি, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আন্দাজ করতে পারবেন না, কেমন বেপরোয়া চুরি ও লুট হয়েছে। বীরভূমের পাথর খাদান থেকে আগের জমানায় ৭ কোটি রাজস্ব আসত। এখন বেড়ে ৮৩ কোটি হয়েছে। প্রতিবছর ১১০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সোজা পৌঁছে যেত ক্যামাক স্ট্রিট ও দুবাইয়ে। আইন আসছে এবার, দুর্নীতিগ্রস্তদের সম্পত্তি নিলাম হবে।

- **শুভেন্দু অধিকারী**

## ভাইরাল/১

হায়দরাবাদের উপ্পলের কসমেটিক্সের দোকানে ঢুকেছিল তরুণ। দোকানে ছিলেন এক মহিলা। তরুণ একটি জিনিস দেখাতে বলে। মহিলা সেটি বের করতে গেলে পিছন থেকে তাঁর গলা থেকে ৩৭ গ্রামের সোনার মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় ওই তরুণ।

## ভাইরাল/২

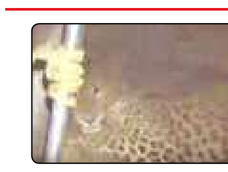

গোয়ালে ঢুকে গবাদিপশুদের মাঝে চুপচাপ বসে একটি চিতাবাঘ। অন্যদিনের মতো গোয়ালে বাঁধা গোরু ও মোষদের খাবার দিতে যান পরিবারের সদস্যরা। টর্চ জ্বেলে দেখেন অন্ধকারের মধ্যে গৃহপালিত পশুদের গা ঘেঁষে বসে চিতাবাঘটি। এই দেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে যান তাঁরা। উত্তরাখণ্ডের ঘটনা।

## জনমন জনমত

### ইন্টারনেট বনাম মোবাইল টাওয়ার

উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই অজানা ক্ষতির আশঙ্কায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর বিরোধিতা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুতগতির ইন্টারনেট চাই, কিন্তু মোবাইল টাওয়ার বসানোতে আপত্তি। অথচ আজকের দিনে কোন কাজটা মোবাইল ও ইন্টারনেট ছাড়া সম্ভব? প্রতিটি টাওয়ারের সীমিত কার্যক্ষমতা আছে। তাই প্রতিদিন উপভোক্তা বাড়লেও টাওয়ারের সংখ্যা প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই ফোরজি, ফাইভজি'র পার্থক্য বোঝা দায়। এলাকার জনপ্রতিনিধিরাও ভোটব্যাংক হারানোর ভয়ে মোবাইল কোম্পানিগুলিকে কোনও সহযোগিতা করেন না।

উত্তরের মানুষ শিল্পের স্বপ্ন দেখেন। উন্নত শিল্পের জন্য ভালো ইন্টারনেট ব্যবস্থা দরকার। অনলাইন ডেলিভারি থেকে শুরু করে ঝালমুড়ি বিক্রেতা- সকলেই ইন্টারনেট নির্ভর। এই বিরোধিতা শুধু উত্তরেই দেখা যায়, কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও শোনা যায়নি। তাই ওদিকের মানুষ ভালো পরিষেবা পেয়ে থাকেন। শুধু শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৪০০-৫০০ মোবাইল টাওয়ার আছে। টাওয়ারের জন্য কাউকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে- আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। তাহলে এর বিরোধিতায় লাভবান কারা?

এটা ঠিক যে, সব কিছুরই খারাপ ও ভালো দিক থাকে। তবে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক বিরোধিতা উন্নত সমাজবিমুখ, সঠিক খরচ করেও খারাপ পরিষেবা পাওয়ার কারণও। তাই নিজেরা সচেতন না হয়ে মোবাইল কোম্পানিগুলিকে দোষ দেওয়া সঠিক নয়।

**দীপু দাস, শিলিগুড়ি।**

### শাসকের প্রিয় হওয়ার প্রতিযোগিতা যেন

একটা অজানা, অচেনা, অনামী রাজনৈতিক দল গোটা দেশের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। সেই দলের বন্দরে নোঙর ফেলেছেন পূর্বতন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদরা। তাঁরা মিডিয়ার কাছে 'বিদ্রোহী' নামে আখ্যায়িত হয়ে একটা দেশভক্তি ভাব আর তাঁদের জয়যুক্ত করার ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটারদের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরছেন।

কিন্তু গত দেড় দশক ধরে পূর্বতন শাসকদলের দুর্নীতি সহ গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করার ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষ ভুলে যাননি, যার শরিক তথাকথিত এই সাংসদরা। আজ যখন রাজ্যে পালাবদল হয়েছে, তখন দুর্নীতিবাজ নেতা-মন্ত্রীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল তাঁদের জন্য দরজা বন্ধ রাখলেও যেনতেনপ্রকারেণ এই কুড়ি সাংসদ একটি অনামী দলে নাম নথিভুক্ত করে শুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করলেন।

আচ্ছা রাজ্যে যদি পালাবদল না হত, তাহলে তাঁদের কী ধরনের হিংস্র, আগ্রাসী রূপ মানুষ দেখতে পেতেন? যে ব্যক্তিকে নিয়ে আজকে তাঁদের প্রতিবাদের ঝড়, সেটি নির্বাচনের আগে কেন দেখা গেল না? আসলে জনগণ নয়, নিজেদের বাঁচাতেই রাজ্যের গণমুখী শক্তিশালী শাসকদলের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তাঁরা। কিন্তু আইন আইনের পথেই চলবে।

**সঞ্জীব বাগচী, আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।**

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# পর্যটন বিকাশে প্রকৃতিতে অগ্রাধিকার থাক

রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দেওয়া জরুরি।

তুহিনশুভ্র মণ্ডল

পাহাড় থেকে সমুদ্র কিংবা জঙ্গল থেকে নদী, সর্বত্রই আজ প্লাস্টিক ও আবর্জনার স্তূপ। মানুষের তৈরি এই দূষণ পর্যটনের নামে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করছে। অথচ প্রকৃতি পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজমের মূল কথাই হল পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভ্রমণ, যার মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিরও উন্নয়ন ঘটে। প্রকৃতির নিজস্ব রসদ শেষ হয়ে গেলে পর্যটনের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই নতুন করে পথ চলা শুরু করার মুহূর্তে সরকারের উচিত প্রকৃতিবান্ধব পর্যটনে আরও বেশি করে নজর দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অনন্য। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্সিয়াংয়ের চা বাগান, সান্দাকফু ফালুট ট্রেকিং রুট এবং রেড পান্ডা অধ্যুষিত সিঙ্গালিলা এই রাজ্যের গর্ব। পাশাপাশি ডুয়ার্সের গরুমারা, জলদাপাড়া, চাপড়ামারি ও বক্সার জঙ্গলে রয়েছে একশৃঙ্গী গন্ডার, হাতি ও বাইসনের অবাধ বিচরণ। পাহাড়ি নদী তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা ও অজস্র ঝোরা এই সৌন্দর্য আরও বাড়িয়েছে। ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগার, কুমির, কচ্ছপ ও পাখির স্বর্গরাজ্য। ক্যানোপি ওয়াক এবং ওয়াচটাওয়ার এখানকার মূল আকর্ষণ। এছাড়া রামসার সাইট, পূর্ব কলকাতা জলাভূমি, অযোধ্যা পাহাড়ের বামনি ও তুর্গা জলপ্রপাত, মুকুটমণিপুরের কংসাবতী, গড়পঞ্চকোট, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, মহানন্দা ও রূপনারায়ণ নদীর নৌবিহার পর্যটকদের মুগ্ধ করে। দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, শংকরপুর, হেনরি আইল্যান্ড ও বকখালির মতো সৈকত এবং বিচিত্র প্রজাপতি ও

অর্কিড রাজ্যের অমূল্য সম্পদ।

রাজ্যের পর্যটন মানচিত্র শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। জঙ্গলমহলের অযোধ্যা বেলপাহাড়ি, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, উত্তর দিনাজপুরের কুলিক পক্ষীনিবাস, মালদার আদিনা ফরেস্ট, কোচবিহারের রসিকবিল এবং কুশমণ্ডির মহিষবাথানের মুখোশ গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রথাগত পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন, ঐতিহ্য ট্যুরিজমকে জনপ্রিয় করতে হবে। উত্তরবঙ্গ এবং ডুয়ার্সে অ্যাডভেঞ্চার ও বার্ড ট্যুরিজমের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বজুড়ে এখন জনপ্রিয় স্লো ট্রাভেল। তার জন্য উত্তরবঙ্গ আদর্শ। এতে সুস্থায়ী পর্যটনের বিকাশ ঘটবে। কিন্তু যত্রতত্র রিসর্ট তৈরি, নদীর পাড় বাঁধিয়ে দেওয়া এবং বন কাটার ফলে ইকো সিস্টেম মারাত্মকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। অতিরিক্ত আলো ও শব্দ দূষণে জোনাকি হারাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্লাউডবার্স্ট, নদীভাঙন ও তাপপ্রবাহ বাড়ছে, যা ভবিষ্যৎ পর্যটনের জন্য এক বড় অশনিসংকেত।

এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে এখনই কিছু নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সিঙ্গালিলা বা সুন্দরবনের মতো জনপ্রিয় স্থানগুলিতে পর্যটকদের দৈনিক সংখ্যা বেঁধে দিয়ে প্লাস্টিকমুক্ত জোন ঘোষণা করা অত্যন্ত জরুরি। বন সুরক্ষা কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় তরুণদের গাইড বা হোমস্টে মালিক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিলে এবং লাভের অংশ মানুষের হাতে পৌঁছোলে জঙ্গল সংরক্ষণের কাজ সহজ হবে। আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-টাঙন নদী নিয়ে বরেন্দ্র নদী সার্কিট এবং ইছামতী-বিদ্যাধরী নিয়ে বদ্বীপ সার্কিট তৈরি করা যেতে পারে। পাহাড়ি নদীতে কায়াকিং ও বক্সা-জয়ন্তীতে প্রজাপতি পর্যটনকে জনপ্রিয় করার সঙ্গে দুই দিনাজপুর এবং মালদার ঐতিহ্যকে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তুলে ধরা আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে, পর্যটকদের দায়িত্বশীল আচরণ ছাড়া এই উদ্যোগ সফল হবে না। প্রকৃতির পাঠশালায় আমরা সবাই চিরকালের শিক্ষার্থী। পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে নিজের তৈরি করা কঠিন বর্জ্য ৫০০ কিলোমিটার দূরে বয়ে এনে বাড়ির ডাস্টবিনে ফেলার মতো সচেতনতা তৈরি করতে হবে। ইকো সেনসিটিভ জোনে নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সৌরশক্তির ব্যবহার এবং স্থানীয় খাবার ও হস্তশিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। উত্তরবঙ্গের তুলনাহীন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে পণ্য না করে একটি অভিজ্ঞতা হিসেবে তুলে ধরতে হবে। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ স্যর ডেভিড অ্যাটেনবরো যথার্থই বলেছিলেন, মানুষকে অবশ্যই অনুভব করতে হবে যে প্রাকৃতিক জগৎটি গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান, সুন্দর, বিস্ময়কর এবং আনন্দদায়ক। প্রকৃতি বাঁচলেই পর্যটনের প্রকৃত বিকাশ ঘটবে।

*(লেখক শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী)*

## শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৭৯

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ★ | ২ | | ৩ | | ★ | ৪ |
| ৫ | | | ★ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | ৬ | | ৭ | | |
| | ★ | ৮ | | ★ | | ★ | ★ |
| ★ | ★ | | ★ | ৯ | | ★ | ১০ |
| ১১ | | | ১২ | | ★ | ★ | |
| | ★ | ★ | | ★ | ১৩ | | |
| | ★ | ১৪ | | | | ★ | |

**পাশাপাশি** : ২। নীচু গলায় শলাপরামর্শ ৫। হুকুম পালন অথবা প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষা ৬। সাধু ব্যক্তির ভান করলেও আসলে ভণ্ড ৮। অসমের জাতীয় উৎসব ৯। যে সহধর্মিণী দোকানির সঙ্গে থাকেন ১১। তাল কেটে যাওয়া ১৩। খাপছাড়া বা বিস্ময়কর ১৪। মৃতের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি।

**উপর-নীচ** : ১। সাবধান করা ২। মিথ্যে কথা ৩। সুপারি গাছ ৪। ইন্দ্রজাল বা মায়া ৬। পরিমাণে দু-একটি নয়, অনেক ৭। রাগ সংগীতের তাল ৮। কোনও ব্যক্তির নেতিবাচক মনোভাব বা অসন্তুষ্ট ৯। নিঃশর্তভাবে কিছু দেওয়া ১০। কেতা বা স্টাইল ১১। ঘোড়ার গাড়ি ১২। জোড়া বাজনার একটি ১৩। অভিজাত মুসলিম।

### সমাধান ■ ৪৪৭৮

**পাশাপাশি** : ১। ভরদ্বাজ ৩। প্রভেদ ৫। ঘাতপ্রতিঘাত ৬। বিরাট ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

**উপর-নীচ** : ১। ভরাডুবি ২। জড়িত ৩। প্রতীতি ৪। দলিত ৫। ঘাট ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। নুরানি ১১। মিশুক।

## বিন্দুবিসর্গ

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। যান চলাচল স্বাভাবিক করতে উদ্ধারকার্য পুলিশের। মঙ্গলবার।

# হরমুজের স্থায়ী নিয়ন্ত্রণের দাবি ইরানের

## আমেরিকা-ইরান শান্তি বৈঠকে ফের জট

**ওয়াশিংটন, ২৩ জুন :** সুইৎজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টকে আমেরিকা-ইরানের ঐতিহাসিক শান্তি বৈঠক শুরু হতেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি নতুন করে উত্তপ্ত হচ্ছে। প্রথম দফার আলোচনা শেষে ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ স্পষ্ট জানিয়েছেন, কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী আর কখনই যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরবে না। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে এই বিশ্ববাণিজ্য পথটি এখন থেকে স্থায়ীভাবে ইরান পরিচালনা করবে। তিনি দাবি করেন, সুইৎজারল্যান্ডের বৈঠকে তেহরান নিজেদের কূটনৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে সফল হয়েছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটি হুমকি পোস্ট এক ঘণ্টার মধ্যে মুছে ফেলতে বাধ্য করেছে। আমেরিকার ওপর পুরোপুরি ভরসা না রাখলেও এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার কারণেই লেবাননে শিয়া তথা মুসলিমদের রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে তিনি জানান। গালিবাফ স্পষ্ট করেন, 'ইরানের শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মুজিব খামেনেই-এর নির্দেশই চূড়ান্ত।'

অন্যদিকে, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স জানান, প্রথম দফার অন্তর্বর্তী চুক্তির পর সোমবার থেকে ৬০ দিনের জন্য ইরানের ওপর থেকে তেল রপ্তানি ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে শিথিল করেছে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ। এই চুক্তির আওতায় কাতারে আটকে থাকা ইরানের ৬ বিলিয়ন ডলারের অবরুদ্ধ তহবিল মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হোয়াইট হাউসের বিশেষ দূত জ্যারেড কুশনারের তৈরি পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই অর্থ সরাসরি ইরান পাবে না, বরং তা দিয়ে মার্কিন কৃষকদের কাছ থেকে গম, ভুট্টা ও সয়াবিন কিনতে হবে। এই বিষয়ে ট্রাম্প সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'ইরান চুক্তি মেনে চলছে কি না তা নিশ্চিত করতে কঠোর অস্ত্র পরিদর্শন করা হবে। যদি তারা চুক্তি অমান্য করে, তবে যা করার আমি তা-ই করব।' তবে ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদেশমন্ত্রক আমেরিকার এই দাবি আংশিক নস্যাৎ করে জানিয়েছে, পরমাণু কর্মসূচি পরিদর্শন বা মার্কিন শস্য কেনার কোনও বাধ্যবাধকতা চুক্তিতে নেই।

আমেরিকা-ইরান এই ৬০ দিনের রোডম্যাপ এবং লেবাননে 'ডি-কনফ্লিকশন' বা সংঘর্ষবিরতি প্রক্রিয়ায় সম্মত হলেও তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। জেরুজালেমে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি মার্কিন-ইরান সমঝোতা স্মারক কার্যত উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ লেবাননের নিরাপত্তা অঞ্চলে ইজরায়েলি সেনা মোতায়েন থাকবেই। বিশ্বের অন্য কোনও দেশকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হলে তারা যা করত, আমরাও ঠিক তা-ই করছি।' নেতানিয়াহু আরও বলেন, 'আলোচনায় চুক্তি হোক বা না হোক, আমি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইরান কখনই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না।'

নেতানিয়াহুর এই অনমনীয় মনোভাব এবং লেবাননে ইজরায়েলি হামলা জারি রাখার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক টানাপোড়েন স্পষ্ট। নেতানিয়াহুর বিবৃতির জবাবে ওয়াশিংটনে ট্রাম্প বলেন, 'আমি একজন সমস্যা সমাধানকারী। খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করব, যার মধ্যে বিবিও (নেতানিয়াহু) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।'

# বিদ্রোহ মোকাবিলায় কৌশলী আদি তৃণমূল

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** লোকসভার ২০ জন সাংসদের বিদ্রোহ, সিংহভাগ বিধায়ক ও পুরপ্রতিনিধিদের সমান্তরাল সংগঠন গঠন এবং দলীয় নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পৃথক জাতীয় কর্মসমিতি তৈরির মধ্যেও কোনওরকম উদ্বেগে নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনুগামী বলে পরিচিত রাজ্যসভার এক সাংসদের দাবি, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পদক্ষেপকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনই নেই। কারণ, বিদ্রোহী শিবির নিজেদের জাতীয় কর্মসমিতি গঠনের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের আনুষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামো ও নতুন জাতীয় কর্মসমিতি জমা দেওয়া হয়েছে, যার আইনি ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত।

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তালিকাটি ২০২৬ সালের ২০ জুন পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করছে। সেই তালিকা অনুযায়ী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বহাল রয়েছেন। এছাড়াও সুব্রত বক্সীকে সহ সভাপতি, ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেনকে যুগ্ম সম্পাদক এবং শুভাশিস চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। নতুন এই জাতীয় কর্মসমিতিতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (যিনি একই সঙ্গে রাজ্য সভাপতি), শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (যিনি বিধানসভার দলনেতা), অমিত মিত্র, মলয় ঘটক, মুকুল সাংমা, মহুয়া মৈত্র ও কুণাল ঘোষ সহ ২৪ জন নেতা-নেত্রী জায়গা পেয়েছেন। এই নতুন কমিটির কাঠামোতে বদল এনে বিদ্রোহী শিবিরের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে; যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অরূপ বিশ্বাস।

মমতা শিবিরের এক সাংসদ ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, 'পরিষদীয় দল কোনও রাজনৈতিক দলের একটি অংশমাত্র, তারা গোটা দলের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। আমাদের গঠনতন্ত্রের সমস্ত নথি নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা রয়েছে, তাই আইন-আদালতের পথে হাঁটার প্রয়োজন দেখছি না।'

তবে এই সাংগঠনিক পদক্ষেপের মাঝে শোকজের জবাবের অপেক্ষা না করেই একদা ঘনিষ্ঠ দলীয় হেভিওয়েটদের বিরুদ্ধে চরম ও কঠোর ব্যবস্থা নিল 'কালীঘাট তৃণমূল'। মঙ্গলবার দুপুরে একদা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায় ও জাভেদ খানের মতো শীর্ষনেতাদের দল থেকে সরাসরি বহিষ্কার করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বহিষ্কৃতদের এই তালিকায় আরও রয়েছেন রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র, সাবিনা ইয়াসমিন এবং স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই দলের আটজন প্রথম সারির বিদ্রোহী নেতাকে বহিষ্কার করে কালীঘাট স্পষ্ট করে দিল, দলবদলের প্রশ্নে তারা কোনওরকম আপসের পথে হাঁটতে রাজি নয়।

এই চরম সংঘাতের সূত্রপাত সোমবার। নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে 'আসল' তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশনে একটি সমান্তরাল নতুন জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষণা করা হয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সেই বৈঠকে যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল ফিরহাদ, অরূপ, জাভেদদের মতো তৃণমূলের বিদ্রোহীদের। শুধু যোগদানই নয়, নবগঠিত সেই দলের জাতীয় কর্মসমিতিতেও তাঁদের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। সেখানে জায়গা হয়নি স্বয়ং তৃণমূলনেত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার রাতেই ফিরহাদ-অরূপদের শোকজ করে আদি তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এবং মঙ্গলবার এল চূড়ান্ত বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত। ভাঙনের এই আবহে, এই প্রথমবার সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে দু'জন যুগ্ম সম্পাদককে যুক্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে পাঁচদিন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি তৃণমূল ভবন ও কালীঘাটে নেতা-কর্মীদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। বিদ্রোহীদের কড়া আক্রমণ করে দলের এক শীর্ষনেতা বলেন, 'যাঁরা দল ভেঙে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছেন, তাঁদের সবার মধ্যেই হয় লোভ ছিল, নয়তো প্রবল আতঙ্ক ও ভয় ছিল।'

# নথি সংরক্ষণের নির্দেশ কোর্টের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ২৩ জুন :** ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ, ভিভিপ্যাট, ইভিএম, ব্যালট ও কন্ট্রোল ইউনিট সহ সমস্ত নির্বাচনি নথি সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতেই এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত।

এদিন শুনানি শুরুর আগেই এজলাসে এক নজিরবিহীন ও সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বিচারপতি কান্ত। মমতার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি জানান, 'আমার বড় দাদা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র। পরে যাতে নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা না ওঠে, তাই আগে থেকেই আপনাদের জানিয়ে রাখা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।' বিচারপতির এই মন্তব্যের পর কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন এবং এই এজলাসেই মামলার শুনানি চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।

আদালতে ভবানীপুরের ভোট গণনা নিয়ে একগুচ্ছ গুরুতর অভিযোগ তুলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, ১২ রাউন্ড গণনা পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও দুপুর ৩টের পর থেকে কারচুপি শুরু হয়। আচমকাই ১৮ শতাংশের মার্জিন বেড়ে ৮১ শতাংশ হয়ে যায়। গণনাকেন্দ্রে তৃণমূল এজেন্টদের মারধর করা এবং প্রার্থীকে ঢুকতে না দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। কল্যাণবাবু আরও অভিযোগ করেন, ২০২১ সালের নন্দীগ্রামের বিতর্কিত রিটার্নিং অফিসারকে ভোটের দু'মাস আগে ভবানীপুরে আনা হয়েছিল এবং পরে তাঁকে পুরস্কার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে যুগ্মসচিবের পদ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তৎকালীন নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্তর ভূমিকা নিয়েও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন তিনি। এসআইআর পর্বে তাঁর পর্যবেক্ষণে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ৪৪ হাজারেরও বেশি নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ গিয়েছে।

## ভবানীপুরে গণনা মামলা

তাৎপর্যপূর্ণভাবে সুব্রত গুপ্তকেও বিশেষ উপদেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। কল্যাণ এও জানান, রিটার্নিং অফিসার ও পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন। অথচ ভিন রাজ্য থেকে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে ভবানীপুর কেন্দ্রের সমস্ত নির্বাচনি তথ্য ও ফুটেজ অবিলম্বে সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

## বিরোধী দলনেতা

# অধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়ে সংশয় কোর্টের

**কলকাতা, ২৩ জুন :** বিধানসভায় বিরোধী দলনেতাকে স্বীকৃতিতে অধ্যক্ষ নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মন্তব্য, 'অধ্যক্ষ কি নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নাকি সংবিধানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। এটাই এখন মূল বিষয়।' বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেনি একক বেঞ্চ। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সোমবার এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকার প্রশ্ন তোলেন, 'প্রথম প্রস্তাব অধ্যক্ষের কাছে জমা পড়ার আগে কি কোনও বিধায়ক অভিযোগ করেছিলেন? এভাবে দলের মধ্যেই দুই-তৃতীয়াংশ হওয়ার কারণ কী?' এছাড়া ৫৮ জন বিধায়ক যদি একজনকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেন, সেক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়? অধ্যক্ষের জায়গায় আবেদনকারী থাকলে তখন কী পদক্ষেপ করা হত, জানতে চায় ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার ফের মামলার শুনানি।

অম্বুবাচীতে মন্দিরে প্রার্থনা। মঙ্গলবার আগরতলায়।

# ফুটপাথ থেকে তুলে ধর্ষণ-খুন

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** দিল্লিতে ফের নৃশংসতার শিকার এক নাবালিকা। অভিযোগ, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সোমবার ভোররাতে দক্ষিণ দিল্লির মেহরৌলি এলাকার ঘটনা। অভিযুক্ত এক ক্যাবচালক। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাত্র ছয়ঘণ্টার মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করেছে।ফুটপাথে মা,বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকার সময় বছর ১১-র মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। সকাল ৭টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে মা-বাবা পুলিশে একাধিক টিম অভিযানে নামে, খতিয়ে দেখে শতাধিক সিসিটিভি ফুটেজ। প্রাথমিক জেরায় জানা গিয়েছে, পুলিশি টহলদারিতে ভয় পেয়ে মেহরৌলির জঙ্গলে গিয়ে গলা টিপে খুন করে। তারপর ফরিদাবাদ-গুরুগ্রামের রাস্তায় দেহ ফেলে দেয়।

# পুলিশের তলব

**কলকাতা, ২৩ জুন :** দল এখন কার তা নিয়ে দড়ি টানাটানির মধ্যে দলীয় তহবিল নিয়ে তৎপরতা শুরু করল পুলিশ। তৃণমূলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেনদেন জানতে চাওয়া হয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের থেকে। গত পাঁচ বছর কারা কীভাবে টাকা তুলেছেন, সেই সমস্ত তথ্য তলব করেছে বিধাননগর পুলিশ। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ এক নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে তৃণমূলের তহবিল নিয়ে পদক্ষেপ শুরু করে পুলিশ। আরও একধাপ এগিয়ে গত পাঁচ বছরের জমা-খরচের হিসেব, অ্যাকাউন্টগুলি কবে ও কী নথি দিয়ে খোলা হয়েছিল, অ্যাকাউন্ট খোলার সময় কারা সই করেছিলেন, কীভাবে লেনদেন চলত তা বিষদে জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতির মাঝেও চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার আদালতে আবেদন করেছেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

# রাহুলকে 'নৈরাজ্যের পান্ডা' বলে কটাক্ষ ধর্মেন্দ্রর

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** নিট বিতর্ক নিয়ে সুর চড়িয়ে রাহুল গান্ধিকে সরাসরি আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে দেশে নৈরাজ্য তৈরি করতে চাইছে কংগ্রেস।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, রাহুল এবং তাঁর দল নিট-এর পুনর্পরীক্ষা ভেস্তে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। তাঁর মতে, যারা গণতন্ত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তারা এখন ছদ্মবেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি চাইছে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'রাহুল পড়ুয়াদের ভয় দেখিয়ে তাঁদের প্রস্তুতি ব্যাহত

## নিট-বিতর্ক

করতে চাইছেন।'

কোটায় রাহুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলাকে তীব্র কটাক্ষ করে তিনি জানান, শিক্ষা নিয়ে কংগ্রেস 'নিম্নরুচির রাজনীতি' করছে। পড়ুয়াদের আত্মহত্যা নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'যাঁরা দেশের উন্নতিতে বিশ্বাসী নন, তাঁরাই এখন বিভাজনের স্লোগান দিচ্ছেন।' প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত শিক্ষকদেরও 'ভক্ষক' বলে অভিহিত করেন তিনি। সরকারের দাবি, কোনও বিভ্রান্তিকর প্রচারই নিট-এর স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না।

# ট্রানজিট হাবের দৌড়ে ভারতের বিমানবন্দর

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** ইরান যুদ্ধের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে যখন প্রতিনিয়ত বিঘ্ন ঘটছে, ঠিক তখনই বিশ্বমঞ্চে এক অভাবনীয় চাল চালল ভারত। দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুর মতো দেশের প্রধান বিমানবন্দরগুলোকে এবার দুবাই, আবুধাবি কিংবা সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দরের সমকক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রানজিট হাব হিসেবে গড়ে তোলার মেগা নীতি নিল কেন্দ্র। বর্তমানে ৮৫ শতাংশ ভারতীয় যাত্রী কানেক্টিং ফ্লাইটের জন্য বিদেশি বিমানবন্দরের ওপর নির্ভর করেন, যা এবার আমূল বদলে যেতে চলেছে।

এই লক্ষ্যেই বিমানবন্দরগুলির ইমিগ্রেশন এবং কার্গো স্ক্রিনিংয়ের নিয়ম এক ধাক্কায় অনেকটা শিথিল করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই এয়ার ইন্ডিয়া বারাণসী থেকে সরাসরি ১৭টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে (যার মধ্যে লন্ডন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, মিলান ও সিঙ্গাপুর রয়েছে) বিশেষ পরিষেবা শুরু করছে। এর ফলে বারাণসী থেকেই ইমিগ্রেশনের কাজ সেরে ফেলা যাবে এবং দিল্লি বা মুম্বই ট্রানজিটে নেমে যাত্রীদের আর নতুন করে ইমিগ্রেশন, কাস্টমস বা লাগেজ সংগ্রহের ঝক্কি পোয়াতে হবে না। ওদিকে দিল্লি বিমানবন্দর তাদের তিন টার্মিনালের মধ্যে যাতায়াতের সময় ২ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে মাত্র ২০ মিনিটে নামিয়ে আনতে রানওয়ের ভেতরেই বাসের ব্যবস্থা করছে এবং দেশের প্রথম এয়ার ট্রেন চালুর কাজও শুরু করেছে, যা আগামী ৩০ মাসে তৈরি হয়ে যাবে।

# কাঁকুড়গাছিতে পুরমন্ত্রী

**কলকাতা, ২৩ জুন :** কাঁকুড়গাছির ভিআইপি মার্কেট ঘুরে দেখলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানেও একাধিক অনিয়ম চোখে পড়ে তাঁর। পুরমন্ত্রী বলেন, 'দোকানের সামনে অন্য কেউ ময়লা ফেলে গিয়েছে এই কথা প্রশাসন শুনবে না। যার দোকানের সামনে ময়লা পড়ে থাকবে তার ওপরই জরিমানা আরোপ করা হবে।'

# নবান্নে বৈঠক এডিবি কর্তাদের

## মেগা মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে চর্চা

**কলকাতা, ২৩ জুন :** নতুন সরকারের প্রথম বাজেট পেশ হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার নবান্নে শুরু হয়ে গেল উচ্চ পর্যায়ের তৎপরতা। রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা সুব্রত গুপ্তর সঙ্গে বৈঠক করলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের শীর্ষ কর্তারা।

সোমবার রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেটে স্পষ্ট করা হয়েছে রাজ্যে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্লু-প্রিন্ট। আর তার পরদিনই নবান্নের টেবিলে এসে পৌঁছাল এডিবির বড়সড়ো আর্থিক সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। মূল লক্ষ্য, নীতি আয়োগের রূপরেখা মেনে বাংলায় একাধিক 'সিটি ইকনমিক রিজিওন' গড়ে তোলা।কেন্দ্র ইতিমধ্যে দেশের ৪টি শহরকে (সুরাট, বারাণসী, বিশাখাপত্তনম ও ভুবনেশ্বর) কেন্দ্র করে এই মডেল গড়ার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এবার একই ধাঁচে বাংলায় নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ৬ দফার একটি মাস্টারপ্ল্যান নবান্নে পেশ করেছে এডিবি।

এই মডেলে পুরসভার সীমানার বাইরে গিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলা, শিল্পাঞ্চল এবং লজিস্টিকস নেটওয়ার্ককে এক ছাতার তলায় আনা হবে। দেশের সফল ৪টি শহরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলায় অন্তত ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কলকাতা মেট্রোপলিটন (কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-ডানকুনি), হলদিয়া-দিঘা বন্দরভিত্তিক অঞ্চল, দুর্গাপুর-আসানসোল ভারী শিল্পাঞ্চল এবং শিলিগুড়ি সিইআর-এর মধ্যে থেকে এলাকা বেছে নেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারকে যুক্ত করে আইটি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আধুনিক পর্যটন হাব এবং কমলালেবু ও আনারসের বিশেষ অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ক্লাস্টার তৈরির ব্লু-প্রিন্ট রয়েছে এতে।

# অরূপকে ক্লিনচিট রাজ্য সরকারের

**কলকাতা, ২৩ জুন :** মেসি কাণ্ডে তদন্তে সহযোগিতা করছেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতা হাইকোর্টে এক প্রকার ক্লিনচিট দিল রাজ্য সরকার। অরূপের অন্তর্বর্তী সুরক্ষাকবচের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন আয়োজক শতদ্রু দত্ত। কিন্তু তাঁর আবেদনে আপাতত হস্তক্ষেপ করল না ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। অরূপের রক্ষাকবচ আপাতত বহাল থাকছে। তবে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন কি না বা একক বেঞ্চের দেওয়ার সমস্ত শর্ত মানছেন কি না, তা জানতে চায় আদালত। রাজ্যের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এখন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তদন্তে সহযোগিতা করছেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কোন রায়ের ওপর ভিত্তি করে অরূপের সুরক্ষাকবচের বিরোধিতা করা হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানি জুলাই মাসে। এদিকে অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসকে আরও একটি প্রতারণা মামলায় হেপাজতে নিতে চলেছে রিজেন্ট পার্ক থানা।

# প্রাক-বিবাহ ফোটোশুটে খুন তরুণ

**পুনে, ২৩ জুন :** মহারাষ্ট্রের পুনে শহর। সেখানকার লোহাগড় দুর্গে প্রি-ওয়েডিং ফোটোশুট এবং হবু স্ত্রীর জন্মদিন উদযাপনে গিয়ে ২৪ বছর বয়সি তরুণ কেতন বিশাল আগরওয়ালের মৃত্যুর ঘটনা এক চাঞ্চল্যকর মোড় নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে ৩৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে মনে করা হলেও পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের হাড় হিম করা বিবরণ। এই ঘটনায় নিহতের বাগদত্তা সিয়া গোয়েল (২০) এবং তাঁর প্রেমিক চেতন চৌধুরীকে (২২) আটক করেছে পুলিশ।

তদন্তে জানা গিয়েছে, কেতনের সঙ্গে বিয়েতে অমত থাকায় সিয়া তাঁর প্রেমিক চেতনের সাহায্যে কেতনকে পথ থেকে সরানোর ছক কষেন। গত ১৯ জুন সিয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে লোহাগড় দুর্গের একটি নির্জন অংশে নিয়ে গিয়ে কেতনকে পিছন থেকে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশি জেরায় সিয়া তথ্য গোপন করার চেষ্টা করলে তাঁর মোবাইল ফোনের রেকর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্রমাণ খতিয়ে দেখে পুলিশ এই খুনের রহস্য উদঘাটন করে। এর আগেও ১৪ জুন সাপের ভয় দেখিয়ে কেতনকে খাদে ফেলার একটি ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। এমনকি বালি ভ্রমণের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও

## ধৃত হবু স্ত্রী, প্রেমিক

সিয়া হোটেলের শৌচাগারে নিজের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে সেই ট্রিপ বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন। ঘটনায় স্তম্ভিত কেতনের পরিবার। পরিবারের এক সদস্য জানান, সিয়ার জন্মদিন উদযাপনের জন্য কেতন মহাবালেশ্বরের একটি বিলাসবহুল রিসর্টের প্রায় ৪০টি ঘর বুক করেছিলেন এবং আগামী মাসে তাঁদের রাজকীয় বিয়ের জন্য জয়পুরের একটি প্রাসাদও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

# উষ্ণতম ফ্রান্স, মৃত ২০

**প্যারিস, ২৩ জুন :** প্রাণঘাতী তাপমাত্রায় পুড়ছে ইউরোপ। কোথাও ৪০ ডিগ্রি, কোথাও ৪০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ফ্রান্সের। এখানে তাপমাত্রা গত কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে। প্রশাসন সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে দুই শিশু সহ ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী দিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। অসহনীয় গরমের কারণে ইউরোপে ভেঙে পড়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা। যেসব জায়গায় এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহারের প্রচলন নেই, সেখানকার অবস্থা চরমে।

# বঙ্গকন্যার বিয়ের প্রস্তুতি শেষ অন্ত্যেষ্টিতে

**লখনউ, ২৩ জুন :** সোমবারের সকালটা আর পাঁচটা দিনের মতোই শুরু হয়েছিল কলকাতার সামন্ত পরিবারের। প্রতিদিনের মতো এদিনও লখনউ থেকে ফোনে ভেসে এসেছিল মেয়ের গলা। কিন্তু কে জানত, প্রতিদিনের চেনা মা-মেয়ের কথা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যার মধ্যেই!

সোমবার লখনউয়ের কোচিং সেন্টারের বিধ্বংসী আগুনে মৃত্যু হয়েছে কলকাতার অনামিকা সামন্ত (৩০) ও তাঁর হবু বর নীলেশ কুমারের (২৭)। তাঁদের বিয়ের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে অন্ত্যেষ্টিতে।

অনামিকা ও নীলেশ দুজনেই ওই বহুতলের অ্যানিমেশন সেন্টারে কাজ করতেন। সেখান থেকেই তাঁদের সম্পর্কের শুরু। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই দুই পরিবার মিলে বিয়ের কথা পাকা করে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন মানালিতে। আগামী সপ্তাহেই নীলেশের পরিবারের কলকাতায় আসার কথা ছিল। অনামিকার মা সুলেখা দেবী কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'সোমবার সকালেও মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তখন কী করে বুঝব, সেটাই শেষ...!' কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে তাঁরা তড়িঘড়ি লখনউ আসেন। কিন্তু পুড়ে যাওয়া দেহের কেবল মুখটুকু দেখেই মেয়েকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়। অনামিকার দেহ নিয়ে তাঁর পরিবার এখন হাওড়ার গড়বালিয়ার আদি বাড়ির পথে, যেখানে আজই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন অনামিকার তুতো ভাই সৌমিল্য এবং কানপুরের দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু সন্যম বিজ ও সূর্যভান সিং। মৃতদের তালিকায় আরও একজন বাঙালির নাম মিলেছে। তিনি জয়নীল চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন ওই কোচিং সেন্টারের একজন কর্মী। কোচিং সেন্টারে পড়াতেন লখনউয়ের বাসিন্দা প্রভজ্যোৎ সিংয়ের পুত্র সুখমণি। আগুন লাগতেই তিনি

## লখনউয়ে কোচিং সেন্টারে আগুন

অকালে মৃত্যু অনামিকা সামন্ত ও নীলেশ কুমারের। -ফাইল চিত্র

ফোন করেন বাবাকে। ছেলের 'বাবা বাঁচাও' আর্তস্বর শুনে ছুটে যান প্রভজ্যোৎ। কিন্তু ছেলের পোড়া দেহ ছাড়া কিছুই মেলেনি তাঁর।

তদন্তে নেমে ভয়াবহ গাফিলতির হদিস পেয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ভবনের এসি ডাক্ট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। ভবনটি আবাসিক হিসাবে নথিভুক্ত থাকলেও সেখানে বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক কাজকর্ম ও কোচিং সেন্টার চালানো হচ্ছিল। এমনকি ছিল না কোনও জরুরি নির্গমন পথ, যার ফলে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে অধিকাংশের। এছাড়া ভবনের অনুমোদিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা ২০ কিলোওয়াট হলেও জুন মাসে সেখানে প্রায় ৩৪.১ কিলোওয়াট লোড ব্যবহার করা হচ্ছিল। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হল, ২০১৬ সালে ভবনটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলেও মাত্র দু'মাসের মাথায় তা রহস্যজনকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে গঠিত সিট-এর সদস্যরা মঙ্গলবারই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তদন্তকারী অফিসার প্রবীণ কুমার জানান, 'আমরা ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।' এই ঘটনায় ভবনের মালিক বীরেন্দ্র প্রসাদ শুক্লা সহ চারজনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### সোনালি ব্যাঙের বিষ

কলম্বিয়ার জঙ্গলে গোল্ডেন পয়জন ফ্রগ নামের এক প্রজাতির ছোট্ট সোনালি রঙের ব্যাং পাওয়া যায়। এরা দেখতে খুব সুন্দর হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণীগুলোর একটি। মাত্র দুই ইঞ্চি আকারের এই ব্যাঙের ত্বকে এত পরিমাণ বিষ থাকে যা দিয়ে অনায়াসে দশজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মৃত্যু হতে পারে। স্থানীয় আদিবাসীরা শিকার করার জন্য তাঁদের তিরের ফলায় এই ব্যাঙের গা ঘষে বিষ লাগিয়ে নিত। এই বিষাক্ত ক্ষমতা তাঁদের শিকারি প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচায়।

### পৃথিবীর বৃহত্তম ডিম

আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে মাদাগাস্কারে এলিফ্যান্ট বার্ড নামের এক বিশাল উটপাখির মতো প্রাণী বাস করত, যা এখন পুরোপুরি বিলুপ্ত। এরা উড়তে পারত না এবং উচ্চতায় প্রায় দশ ফুট হত। এদের ডিম ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ডিম। একেকটি ডিমের আয়তন সাধারণ মুরগির ডিমের চেয়ে প্রায় দেড়শো গুণ বড় হত। এই বিশাল ডিমের খোলস আজও মাদাগাস্কারের মাটিতে মাঝেমধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, যা বিলুপ্ত প্রাণীদের বিশালাকার জীবনের প্রমাণ দেয়।

### মাথা ছাড়া তেলাপোকা

মানুষের মাথা কাটা গেলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়, কিন্তু একটি তেলাপোকা মাথা কাটা যাওয়ার পরও কয়েক সপ্তাহ দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। আসলে তেলাপোকার শ্বাস নেওয়ার জন্য মাথার দরকার হয় না, এরা শরীরের পাশের ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাতাস নেয়। এদের শরীরের প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মাথা কাটা গেলে এরা ব্যথায় বা রক্তপাতে মারা যায় না। শেষ পর্যন্ত এরা কেবল জল খেতে না পারার কারণে তৃষ্ণায় ভুগে মারা যায়।

### অন্ধকারের বাসিন্দা ওলম

ইউরোপের গুহাগুলোর গভীর অন্ধকারে ওলম নামের এক প্রজাতির জলজ প্রাণী বাস করে, যাদের অনেকে গুহার ড্রাগন বলে ডাকে। যেহেতু এরা সারা জীবন ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাটায়, তাই বিবর্তনের ফলে এদের চোখ চামড়ার নীচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এরা সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু এদের ঘ্রাণ এবং শোনার শক্তি অসম্ভব প্রখর। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, এরা একবার খাবার খেলে টানা দশ বছর না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং এদের আয়ু প্রায় একশো বছর পর্যন্ত হয়।

## 'ডায়েড-ইন-হারনেস' মামলায় জয়

# কোর্টের রায়ে নিগমে স্থায়ী চাকরি

**তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

**কোচবিহার, ২৩ জুন :** দীর্ঘ ১৮ বছরের লড়াই শেষ হল। অবশেষে ১৩৫ জনকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে স্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করার রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০০৮ সালে এনবিএসটিসি-তে ডায়েড-ইন-হারনেস (চাকরি চলাকালীন মৃত্যু)-এর ক্ষেত্রে মৃতের পরিবার থেকে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সেসময় মাসিক চার হাজার টাকায় চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়া হয়েছিল। পরে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে তাঁরা নিগমে স্থায়ী পদের জন্য ২০১৪ সালে মামলা করেন। দাবি ছিল, অন্য সব সরকারি দপ্তরের মতো তাঁদেরও স্থায়ী চাকরি দিতে হবে। এত বছর মামলা চলার পর অবশেষে সোমবার এনিয়ে রায় ঘোষণা হয়। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী এদিন আবেদনকারীদের স্থায়ী পদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এনিয়ে এনবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বলেন, 'রায়ের কপি আমাদের হাতে এসেছে। বিস্তারিত পড়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সেসময় ম্যানেজিং ডিরেক্টর চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীদের কাজে যোগ দিতে বলায় ২০০৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এই চুক্তিবদ্ধ নিয়োগ কার্যকর করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ২৩ ডিসেম্বর চুক্তির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়। ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই নিয়ম চলতে থাকে। স্থায়ী নিয়োগের জন্য ২০১৪ সালে বালুরঘাট থেকে প্রথম এই বিষয়ে মামলা করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্যান্য জায়গা থেকেও মামলা করা হয়। এনিয়ে স্টেট ট্রান্সপোর্ট ইমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুণ্ডু বলেন, 'ডায়েড-ইন-হারনেস কেসের আবেদনকারীদের ম্যানেজমেন্ট বারবার চুক্তিভিত্তিক

- ডায়েড-ইন-হারনেস কেসের আবেদনকারীদের নিগম বারবার চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিয়োগ করে
- ২০০৮ সালে ৩৩৯ জনকে সেসময় নিয়োগ করা হয়
- ২০১৪ সালে তারমধ্যে ১৩৫ জন স্থায়ী পদ পেতে মামলা করে

কর্মীতে পরিণত করতে চেয়েছিল। সাধারণ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্য সব সরকারি ক্ষেত্রে ডায়েড-ইন-হারনেস কেসে স্থায়ী চাকরি হয়। কিন্তু এনবিসিএসটিসি-র ক্ষেত্রে এতদিন বঞ্চিত করা হচ্ছিল।'

রায়ের খবর পেতেই এনবিএসটিসি-র বিভিন্ন ডিপোর ডায়েড-ইন-হারনেস-এর ক্ষেত্রে কাজ পাওয়া কর্মীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। রায়গঞ্জ ডিপোর কর্মী সম্রাট দাশগুপ্ত বলেন, 'আমরা আদালতের কাছে কৃতজ্ঞ। এটি আমাদের নৈতিক জয়।' একইভাবে খুশি কোচবিহার ডিপোর মণীন্দ্রনাথ রায়, শিলিগুড়ির সুদীপ অধিকারী প্রমুখ। সুদীপের কথায়, 'সামান্য আয়ে সংসার চলছিল না।'

২০১৪ সালে হলফনামা আকারে এনবিএসটিসি যে রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায় মোট ৩৩৯ জনকে সেসময় নিয়োগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৩৫ জন চুক্তিবদ্ধ কনডাক্টর এবং চারজন ড্রাইভার। অনেকেই অবশ্য মামলা করেননি। আশা করা হচ্ছে, নিয়ম সবার জন্যই এক হবে। আদালত জানিয়েছে, নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় নিয়োগ হওয়ায় সেটিকে বেআইনি বলা যায় না। ৪০০০ থেকে শুরু করে বাড়তে বাড়তে মাত্র ১৩৫০০ টাকার বিনিময়ে কাজ করানো হয়েছে। রায়ে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ একদল কর্মচারীর কাজের প্রকৃতি অন্য দলের সঙ্গে তুলনা করার জন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা ড্রাইভার এবং কনডাক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। আবেদনকারীরা যে রাজ্যের হাতে শোষিত হচ্ছেন তা বুঝতে রকেট সায়েন্স-এর প্রয়োজন নেই। বিচারক আবেদনকারীদের রিট আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আবেদন দায়ের করার তারিখ থেকে তাঁদের চাকরিতে নিয়মিত করার নির্দেশ দেন।

## তিস্তাপাড়ে সাদা পাইথন! জোর চর্চা

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** তিস্তাপাড়ে বিরল প্রজাতির অ্যালবিনো বার্মিজ পাইথনের দেখা মিলল। সোমবার গভীর রাতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন লিখুভির এলাকায় তিস্তার পাড়ে ওই সাদা রংয়ের একটি পাইথনের ভিডিও (যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) রেকর্ড স্থানীয় এক তরুণের সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তবে যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, তা সত্যি বিরল অ্যালবিনো পাইথন, নাকি এআই ভিডিও, তা খতিয়ে দেখছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। কারণ এই এলাকায় এধরনের সাদা পাইথন আগে দেখা গিয়েছে কি না, তা মনে করতে পারছেন না স্থানীয়রা।

বিগত কয়েকদিন ধরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে সিকিমে। যার ফলে তিস্তার জল অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন লিখুভির এলাকায় কর্মীরা রাত আড়াইটে নাগাদ তিস্তার পাড়ে আচমকা সাদা রংয়ের একটি সাপ

দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও করে তা ফেসবুকে পোস্ট করেন।

আইইউসিএন-এর তালিকায় রেড লিস্টে থাকা এই সাপটি কীভাবে এখানে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। এটা সত্যি অ্যালবিনো পাইথন কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ এধরনের অ্যালবিনো পাইথনের আদি বাসস্থান মূলত থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার এলাকায়। কী করে তিস্তায় এই সাপটি এল এবং পরবর্তীতে সাপটি কোথায় গেল, তা নিয়েও খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে। যদিও এই অঞ্চলে আগেও অ্যালবিনো পাইথন দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছেন কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে। তিনি বলেন, 'জিনগত মিউটেশন বা জন্মগতভাবে শরীরে মেলানিনের অভাবের কারণে এই ধরনের সাপের রং সাদা হয়। বিরল হলেও বিগত দু'বছরে অন্তত দু'বার বনকর্মীরা এধরনের সাপ উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন।'

এনিয়ে বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেছেন, 'এটা সত্যিই ভালো লক্ষণ। এমন প্রজাতির সাপ এখানে দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সমস্ত প্রজাতির প্রাণীরা এখানে যাতে সুরক্ষিত থাকে, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে।'

*শিক্ষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করছেন অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ রায়। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে।*

# জল্পনার মধ্যেই রাইসিনায় মোদি

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় রদবদলের জল্পনার মধ্যেই মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। ফলে একাধিক বিষয় নিয়ে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে নয়াদিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে।

সম্প্রতি দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়েন এবং রবনীত সিং বিট্টুর রাজ্যসভার সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। বিজেপির তরফে তাঁদের নতুন করে রাজ্যসভার মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। ফলে আগেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীর পদ ছেড়েছেন কুরিয়েন। তাই মনে করা হচ্ছে ক্যাবিনেটে পরিবর্তন আনা হবে। অন্যদিকে, বিট্টু এখনও ইস্তফা না দিলেও তাঁকে আসন্ন পঞ্জাব নির্বাচনে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে আরও জল্পনা, আসন্ন বাদল অধিবেশনে নতুন করে ডিলিমিটেশন বিল আনবে সরকার। রাঘব চাড্ডা এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পরে কাকলি ঘোষদস্তিদারদের সঙ্গে নিয়ে সংখ্যায় বেড়েছে এনডিএ। ফলে বিল পাশ করাতে আশাবাদী তাঁরা। এদিকে, নতুন মন্ত্রীসভায় তৃণমূল ও আপের বিদ্রোহীরাও পদ পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

# কাল মুখ খুলবেন খগেশ্বর

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**২৩ জুন :** এখনও পর্যন্ত জেলার প্রথম তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়ই একমাত্র প্রকাশ্যে নাম লিখিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের তৃণমূল কংগ্রেসে। তবে জেলা তৃণমূলের অন্দরের গুঞ্জন অনুযায়ী, এই লাইনে রয়েছেন জেলা তথা উত্তরবঙ্গের আরও অনেকেই। ২০০৯ সালে উপনির্বাচনে প্রথমবার জয়ী হওয়ার পর ২০২৬ পর্যন্ত একটানা দলের বিধায়ক খগেশ্বর জল্পনা বাড়িয়ে এ প্রসঙ্গে বলছেন, 'কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছাড়লাম তা আগামী ২৫ তারিখ খোলসা করব। অনেক ক্ষোভ-অভিমান রয়েছে মনের ভেতর। একটু অপেক্ষা করুন, সবই জানতে পারবেন।' বিধায়কের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, মালবাজার, ধূপগুড়ির মতো জেলার বহু এলাকা তো বটেই, কোচবিহারের নাটাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে গাজোল, এমনকি শিলিগুড়ি থেকেও হেভিওয়েট নামের অনেকেই শিবির বদলের লাইনে আছেন। আর গোটা রাজগঞ্জই যে মমতাপন্থী আর থাকবে না, তার ইঙ্গিত দিচ্ছেন শিবির পালটানো তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা চেয়ারম্যান। সোমবার কলকাতায় মমতা-অভিষেক দুজনকেই বাদ দিয়ে দলের জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষণার বৈঠকে হাজির খগেশ্বর রায় বিধানসভা নির্বাচনের সময়েও দলের জেলা চেয়ারম্যান ছিলেন। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দল তাঁকে প্রার্থী না করায় প্রথমে ক্ষোভ উগরে দিলেও দলীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে প্রকাশ্যে মান ভাঙে তাঁর। দলের অন্দরের খবর, নির্বাচনি কর্মকাণ্ডে হাজির থাকলেও মানসিকভাবে একদমই সক্রিয় ছিলেন না এই বর্ষীয়ান নেতা। আশির দশক থেকে প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস তারপর তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত পোড়খাওয়া খগেশ্বরের শিবির বদলে জেলা তৃণমূলের নীচুতলায় বড় ভাঙন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন নেতারা।

# ফাইল খুললেন শুভেন্দু

*প্রথম পাতার পর*

ভাষণে তাঁর পরের কথায় আরও স্পষ্ট বার্তা, 'হরিশ চ্যাটার্জি, হরিশ মুখার্জি রোড ও আমতলার প্রাসাদগুলিতে কলকাতায় উড়ালপুলের নীচে বসবাস করা মানুষের থাকার ব্যবস্থা করব।' তাঁর উল্লিখিত রাস্তাগুলিই মমতা ও অভিষেকের বাসস্থানের ঠিকানা। শুভেন্দুর ভাষণের মাঝে মমতাপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্যও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

কুণাল উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, যাঁদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু যাঁরা নিজেদের চুরির অপরাধ থেকে বাঁচতে এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন, তাঁদেরও কাউকে বাঁচতে দেবেন না।' কুণালের নিশানায় যে ঋতব্রত শিবির, তা এতে স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী মুচকি হেসে আশ্বস্ত করেন, 'আপনারা তথ্য, প্রমাণ দিন। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না।'

সরাসরি পূর্বসূরির উদ্দেশে শুভেন্দুর ভাষণে ছিল স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, 'সরকারি কোষাগারের টাকায় এই নয়ছয় আপনারা করতে পারেন না। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, বিগত জমানার এইরকম দুর্নীতির ফাইল একটা একটা করে খুলব। এই বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির শেষ দেখে ছাড়ব।' রাজ্যপালের সোমবারের ভাষণের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর ধন্যবাদসূচক বক্তৃতার ভাষা ছিল ঝাঁঝালো। যা থেকে রেহাই পাননি বিরোধী দলনেতা তথা মমতা শিবিরের বিপক্ষ শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদল নিয়ে সরকারের পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ মঙ্গলবার বিধানসভায় নিজের বক্তৃতায় করেছিলেন ঋতব্রত। শুভেন্দু পালটা বলেন, 'আপনার মস্তিষ্কে ডাল-ভাত আর হৃদয়ে লেনিন-মাও জে দং। যে সুরাবর্দির নামেই রাস্তাটি হয়ে থাকুক না কেনও, সেই নাম থাকবে না। কোনও মোগল-পাঠানের নাম কলকাতায় থাকবে না। আপনি বলছেন এখানে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিহ্ন মুছে দেওয়া হলেও কিছু বলছেন না।'

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের ঝাঁঝ এমনই ছিল যে, শেষদিকে ঋতব্রতপন্থী বিধায়করা ওয়াক আউট করেন। তবে শুভেন্দু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে কড়া কড়া কথা বললেও বিধানসভায় বসে থাকেন মমতাপন্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষরা। শোভনদেবকে ভদ্রলোক বলেও প্রশংসা করেন শুভেন্দু। কটাক্ষ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'কালীঘাট-তৃণমূল থেকে গেল আর আসল তৃণমূল দাবি করা বিধায়করা পালিয়ে গেলেন।' শুভেন্দু অবশ্য বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লোজড চ্যাপ্টার। উনি আর ফিরতে পারবেন না। তবে আপনাদের এই দৈন্যদশার জন্য আমরা দায়ী নই, আপনারা নিজেরা দায়ী।'

## 'ছাড়' গৌতমকে

*প্রথম পাতার পর*

রঞ্জন ফোন ধরেননি। মানিকের বক্তব্য, 'প্রমাণ ছাড়া কেন এসব বলছেন, জানি না। দেখি কথা বলে কী করা যায়।' তবে তিনি স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছেন বলে মানিক দাবি করেছেন।

অভিযোগ, মেয়র পারিষদদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে হাতেগরম দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের কাছে। একবার জঞ্জাল সাফাই করে একাধিকবার তার হিসেব দেখানো থেকে সরকারি কাজের কাটমানি, অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান পাশ, নামে-বেনামে জমি কেনা এবং কাজের টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার পেছনে তৃণমূলের রাঘববোয়ালদের নাম পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। গত সোমবার রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষও সামাজিক মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্তরা কেউ ছাড় পাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এদিন সাংসদের হুঁশিয়ারি সেই আগুনে ঘি ঢেলেছে।

তৃণমূল চা পর্যটনে ৩০ শতাংশ জমি বরাদ্দ করেছিল। বিজেপি সরকারের বাজেটে তা কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেছে। এদিন রাজু দাবি করেছেন, 'এই ১৫ শতাংশের মধ্যেও চা শ্রমিকদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।' এদিন জিটিএ-র বাজেট ৩৬০ কোটি করা হয়েছে বলে রাজু দাবি করেছেন। অক্টোবর-নভেম্বরে পুজো শেষ হলে কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকে পুরসভা ভোট হতে পারে বলে জানিয়েছেন সাংসদ। একই সময়ে দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি পুরসভার নির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

## ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি

**খড়িবাড়ি, ২৩ জুন :** ডিওয়াইএফআই-এর খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে একটি মিছিল খড়িবাড়ি বাজার পরিক্রম করে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরে সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহকে স্মারকলিপি দেয়। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের লোকাল কমিটির সভাপতি দেবব্রত দেবনাথ, উমেশ সিংহ প্রমুখ। সংগঠনের তরফে বিট্টু জয়সওয়াল বলেন, 'বর্ষায় খড়িবাড়িতে জলনিকাশির সমস্যা চরম আকার নিয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত চুপচাপ বসে রয়েছে। রাস্তাঘাট খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। সংস্কারের উদ্যোগ নেই। পঞ্চায়েতে সোলার স্ট্রিটলাইটের টেন্ডার নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। দ্রুত সেই টেন্ডার বাতিল করে নতুন টেন্ডার ডাকা সহ বিভিন্ন দাবি করা হয়েছে।' খড়িবাড়ির প্রধান পরিমল বিষয়গুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। বাকি বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে তিনি জানান।

# জমল বিশ্বকাপ

*প্রথম পাতার পর*

সিটির উজবেক ডিফেন্ডার আব্দুকোদির খুসানভ। ৪-০ স্কোরেও পর্তুগালের প্রেসিং থামেনি। ম্যাচের শেষ লগ্নে নেটোর ক্রস থেকে প্রায় হ্যাটট্রিক করেই ফেলেছিলেন সিআরসেভেন। কিন্তু গোললাইন থেকে খুসানভ বলটি কোনও মতে ক্লিয়ার করায় হ্যাটট্রিক অধরাই থাকে। তবে পর্তুগিজ ডাগআউটের ক্ষুধা যে কমেনি তা বোঝা গেল ৮৭ মিনিটে। পরিবর্ত হিসেবে নামা রাফায়েল লিয়াও বাঁ প্রান্ত দিয়ে চিতার গতিতে বক্সে ঢুকে এক দর্শনীয় কোনাকুনি শটে বল টপ কর্নারে জড়িয়ে ৫-০ করেন।

হিউস্টনের এই রাজকীয় জয় কেবল তিন পয়েন্টের নয়, বরং অন্য বড় দলগুলিকে এক কড়া বার্তা দিয়ে গেল- এই প্রেসিং ফুটবল ধরে রাখলে পর্তুগিজ গোলন্দাজদের আটকানো অসম্ভব। গ্রুপের শেষ ম্যাচে পর্তুগাল মুখোমুখি হবে শক্তিশালী কলম্বিয়ার। আর উজবেকিস্তান সান্ত্বনার খোঁজে লড়বে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে। আপাতত, হিউস্টনের মেঘলা আকাশ সরিয়ে পর্তুগালের আকাশে এক সোনালি সূর্যের আলো।

## সিকিমে ধস

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** প্রবল বৃষ্টি শুরু হতেই ফের ধস সিকিম-পথে। মঙ্গলবার কার্যত পাহাড় গড়িয়ে পড়ে রংপো-রোরাথাং এলাকায়। ঘটনার সময় ওই পথ দিয়ে স্কুটার নিয়ে যাচ্ছিলেন এক তরুণ। কোনওরকমে তিনি স্কুটারটি নিয়ে দূরত্বে চলে আসার চেষ্টা করেন। তবে তাঁর তেমন ক্ষতি না হলেও স্কুটারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বড় ধরনের ধস নামায় কয়েক ঘণ্টা ধরে এই পথে যান চলাচল বন্ধ থাকে। ভূমিধসে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিকিম হাসপাতাল যাওয়ার ইন্দিরা বাইপাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভূমিধসে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও একটি গাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় লাগাতার কয়েকদিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, বর্ষা শুরু হতেই সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস শুরু হয়েছে। যে কারণে ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে সিকিম প্রশাসন।

## তদন্ত শুরু

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** পুকুর দখল করে ভরাটের অভিযোগের তদন্তে এলাকায় গেলেন পুলিশ এবং ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার মাটিগাড়া ব্লকের তারিজোত এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, মাসছয়েক আগে ১ একর ৮৭ ডেসিমাল জমিতে থাকা একটি পুকুর ভরাট হচ্ছিল। সেই অভিযোগ বিজেপির তরফে লিখিত আকারে মাটিগাড়া বিডিও অফিসে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেসময় কাজের কাজ হয়নি। রাজ্যে পালাবদলের পরে সেই অভিযোগের তদন্তে গুরুত্ব পেল। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের সময় পুলিশ, ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ তদন্তে আগ্রহী ছিলেন না। যদিও প্রশাসনের তরফে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতা সুভাষ ঘোষের দাবি, পুকুরটি ব্যক্তিমালিকানাধীন হলেও অবৈধ ভরাট ঠিক নয়। পুকুরটি দখলের চেষ্টা হয়েছে।

# সানডে হো ইয়া...

*প্রথম পাতার পর*

পৃথিবীতে বহু মানুষ নিরামিষ খেয়ে বেঁচে আছেন। আপাতত আমরা কলকাতা পুর এলাকায় ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দিয়ে পাইলট প্রোজেক্ট হাতে নিচ্ছি। যদি দেখা যায় তা সফল হল, তাহলে আগামীদিনে কলকাতা সহ বহু এলাকায় এই পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে।'

শিলিগুড়ির ইসকনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস অবশ্য বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে এই প্রকল্প চালুর ব্যাপারে কোনও কথাবার্তা হয়নি।'

আট-নয়ের দশকের একটা বিজ্ঞাপনের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? তখন টিভি খুললেই প্রায়শই ভেসে আসত একটা স্লোগান- সানডে হো ইয়া মনডে, রোজ খাও অন্ডে। খাদ্যাভ্যাসে বদল আনতে ও পুষ্টিগুণ সুনিশ্চিত করতে এই প্রচারাভিযান চালাত ন্যাশনাল এগ কোঅর্ডিনেশন কমিটি। তবে এখন সেই স্লোগান ভুলে যেতে চাইছে বঙ্গের বিজেপি সরকার।

মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা সহ সাত রাজ্যে এই মুহূর্তে মিড-ডে মিল সরবরাহ করছে ইসকন পরিচালিত একটি অলাভজনক সংস্থা। তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই। ভক্তি, আন্তরিকতা, নিষ্ঠাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু মুশকিল হল, ভক্তি দিয়ে আত্মার মোক্ষলাভ হলেও, ডুয়ার্সের বাগানে বা জঙ্গলমহলে অপুষ্টিতে ধুঁকতে থাকা বাচ্চাগুলোর পর্যাপ্ত পুষ্টি মিলবে কি?

যাঁরা নবান্নের বা বিকাশ ভবনের নরম গদিতে বসে এই নিরামিষ ফতোয়া জারি করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই পুষ্টিবিজ্ঞানের ছক কষে দেখেছেন যে সয়াবিনে ডিমের চেয়ে প্রোটিন বেশি। রাজমা খেলে ফাইবার আর আয়রনে শরীর একেবারে চনমনে হয়ে উঠবে। কিন্তু ওই কাগুজে থিওরি আর বাস্তবের মাঝে যে যোজন মাইল ফারাক, সেটা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মালুম হওয়া কঠিন।

বিজ্ঞানের কচকচানি বাদ দিয়ে যদি স্রেফ কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলি, একটা ডিম হল প্রকৃতির এক আশ্চর্য প্যাকেজ। যে ন'টা অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড মানুষের শরীরের জন্য একদম বেদবাক্যের মতো জরুরি, ডিমে সেটা মাপে মাপে সাজানো থাকে। শরীর সেটাকে স্পঞ্জের মতো অনায়াসে শুষে নিতে পারে। আর সয়াবিন? সে তো উদ্ভিদ। তার প্রোটিন ভাঙতে গিয়ে লিভারের এমনিতেই প্রাণান্তকর দশা হবে। আর ভিটামিন বি-১২? যা স্নায়ু আর মস্তিষ্ক সচল রাখে, উদ্ভিদজাত খাবারে সেটা মেলে না। থিওরির কচকচিতে রাজমা ফাটাফাটি হিট হতে পারে, কিন্তু বাস্তব পুষ্টির ময়দানে ডিমের ধারেকাছে পৌঁছানোর সাধ্য তার নেই।

পুষ্টিবিদ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ডিমে থাকা অ্যালবুমিন বাচ্চাদের বিকাশে সহায়ক। সয়াবিন বা রাজমায় প্রোটিন বেশি থাকলেও তাতে পুরো পুষ্টিগুণ মিলবে না। তাছাড়া অভ্যাসের ব্যাপার আছে। যে বাচ্চারা ডিম খেতে অভ্যস্ত, তাদের শরীর অ্যালবুমিন নামক প্রোটিন ভাঙতে সমর্থ। খাদ্যাভ্যাসে বদল হলে খানিক সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক।'

আসলে এই গোটা পরিকল্পনায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি অভাব, সেটা হল মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা। কলকাতা থেকে বসে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার কিংবা ঝাড়গ্রামে মানুষের খাদ্যাভ্যাস বোঝা যায় না। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা পাড়ের মানুষজন আদ্যোপান্ত আমিষাশী। নদীনালা থেকে ধরা কুচো মাছ, ডিম, মাংস এটাই তাঁদের আদিম অভ্যেস।

উত্তরের চা বাগানের সামান্য মজুরিতে যেদিন হাঁড়ি চড়ে না, সেদিন শ্রমিক-সন্তানদের ভরসা শুধু নুন আর কাঁচালংকা দিয়ে মাখা পান্তাভাত কিংবা জংলি শাক। এই বাচ্চাগুলোর অনেকের কাছে স্কুলের মিড-ডে মিলে পাওয়া সপ্তাহে দুটো ডিমই একমাত্র প্রাণীজ প্রোটিন। জলপাইগুড়ির এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা বলছেন, 'মিড-ডে মিলে যেদিন ডিম হয়, সেদিন বাচ্চাদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। আসলে বাচ্চাদের অধিকাংশই আমিষ খাবারে অভ্যস্ত। ডিম-মাছ-মাংসের প্রতি তাদের একটা আলাদা ক্ষুধাবৃত্তি কাজ করে। নিরামিষ খাবারে কি সেই আগ্রহ থাকবে?'

সত্যিই তো, মিড-ডে মিলের পাত থেকে ডিম উধাও হয়ে যদি এক হাতা সয়াবিনের বড়ি বা অচেনা রাজমা এসে পড়ে, তবে বাচ্চাগুলো স্কুলে আসবে কেন? রাজমা যতই স্বাস্থ্যকর হোক, উত্তরের এক রাজবংশী বা আদিবাসী শিশুর কাছে তা তো বড্ড বিস্বাদ আর অচেনা। যে শিশুটা স্রেফ ডিমের লোভে স্কুলে আসত, নিরামিষের এই জবরদস্তিতে তার খিদেটাই হয়তো চিরতরে মরে যাবে।

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিতকুমার তিওয়ারির ব্যাখ্যা, 'আমরা বাজার থেকে যে সয়াবিন কিনে খাই, তাতে যথাযথ প্রোটিন মিলবে না। যদি সয়া বীজ খাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে শরীরে অনেক বেশি পরিমাণ প্রোটিন ঢুকবে। ডিমের বদলে সয়াবিন-রাজমা দিলে যৌথভাবে প্রোটিনের পরিমাণ হয়তো বেশি হবে। কিন্তু তাতে ফ্যাট পাওয়া যাবে না।'

তবে খাবার তো শুধু ক্যালোরি আর প্রোটিনের অঙ্ক নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রুচি, সংস্কৃতি আর হাজার বছরের বেঁচে থাকার অভ্যাস। পবিত্রতা আর সাত্ত্বিকতার বড়ি গেলানোর এই প্রকল্পে হয়তো ওপরতলার বাবুদের কিছু পুণ্যি জুটবে, কিন্তু গরিবের মুখের স্বাদটুকু নীরবে খুন হয়ে যাবে। অপুষ্টি কমানো আর স্কুলছুট আটকানোর যে আসল উদ্দেশ্য নিয়ে মিড-ডে মিলের জন্ম হয়েছিল, সেই ভিতটাই হয়তো এই হঠকারী সিদ্ধান্তে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে।

# তিন মাস বাড়িতে 'বন্দি'

*প্রথম পাতার পর*

মানসিক অত্যাচার চালানোর পাশাপাশি ধর্ষণের মতো বিষয় ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে পঞ্চায়েত সদস্যকেও গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও অভিযোগকে মিথ্যে দাবি করে মাটিগাড়ার সেই জনপ্রতিনিধির বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা সম্পর্কে জানা ছিল না। আমিও সব শুনে অবাক হয়েছি।'

পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার আগেও হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল বলে দাবি নির্যাতিতার বাবার। এদিন বলছিলেন, 'আমার মেয়ে বাড়িতে আসার পর ওই বাড়ির লোকজন এসেছিল। থানায় অভিযোগ দায়ের করলে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গিয়েছে ওরা। তবে, অনেকে সাহস জুগিয়েছিলেন বলে থানায় আসতে পেরেছি।'

কিশোরীর অভিভাবকরা বলছেন, আগে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির পাশেই ভাড়া থাকতেন তাঁরা। বছরখানেক আগে মাটিগাড়া থানার এলাকার অন্যত্র চলে যান। অভিযোগ, নির্যাতিতা স্কুলে যাওয়ার সময় প্রায় রোজ তাকে উত্ত্যক্ত করতেন সুরজিৎ। মাসতিনেক আগে একদিন মেয়েটি বাড়িতে একা ছিল, সেই সুযোগে অভিযুক্ত ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করেন। কিশোরীর বাবার দাবি, 'ঘটনার পর মুখ না খুলতে হুমকি দেওয়া হয়। পরিবর্তে আমাদের মেয়ের সঙ্গে ওঁর ছোট ছেলের বিয়ে দেবেন বলে জানান। এরপর নিজেদের বাড়িতে আমার মেয়েকে নিয়ে যান।'

অভিযোগ, এরইমধ্যে কিশোরীর বিয়ে দেওয়া হয়। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যে বাল্যবিবাহ রোধের ধারাও জুড়েছেন মামলায়। নির্যাতিতার দাবি, সুরজিৎদের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে গত তিন মাসে তার ওপর মানসিক ও শারীরিকভাবে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে। এর নেপথ্যে মূলত ছিলেন সম্রাট। আঠারো বছর হওয়ার পর তাকে মেরে ফেলা হবে, এমন কথাও নাকি বলা হয়েছে কয়েকবার। ভয়ে সবসময় সিঁটিয়ে থাকতে হত। অবশেষে, দিনদুয়েক আগে কিশোরী পালিয়ে নিজের বাড়িতে আসে।

থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও নির্যাতিতা আর তার স্বজনদের ভয় কাটেনি। ক্ষমতার অপব্যবহার করে অভিযুক্তরা ক্ষতি করতে পারে আশঙ্কা করছে সবাই। পুলিশ অবশ্য নিরাপত্তার আশ্বাস দিচ্ছে।

# জ্বালানির জ্বালা

# কদর বাড়ছে ইভি'র

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** একদিকে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমাতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান। এরই মধ্যে দিন-দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ইলেক্ট্রিক ভেহিকল (ইভি)। ব্যাটারিচালিত স্কুটার, চার চাকার বাজার এখন রমরমা। পেট্রোল পাম্পের দীর্ঘ লাইন এবং আকাশছোঁয়া বিল থেকে রেহাই পেতে শিলিগুড়ি শহরের নাগরিকদের পছন্দের তালিকাতেও জায়গা করে নিচ্ছে ইভি।

তবে ইভি-র একটি প্রধান অসুবিধা গ্যারাজ সমস্যা। মাঝরাস্তায় হঠাৎ ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেলে বা যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে সাধারণ গ্যারাজে তা সারানোর উপায় নেই। কারণ, পেট্রোলচালিত গাড়ি সারাইয়ের মেকানিকরা মূলত ইভি-র কাজ করেন না। তাই বাধ্য হয়েই ছোটখাটো সমস্যার জন্যও শোরুমের ওপর ভরসা করতে হয় গ্রাহকদের।

যদিও ইভি চালক সায়ক দত্ত বলছেন, 'শোরুমে সার্ভিসিংয়ের সময় খুঁটিনাটি সব সমস্যার কথা বলে সারাই করিয়ে নিই। মাঝরাস্তায় এখনও সমস্যায় পড়তে হয়নি। আসলে পেট্রোলচালিত গাড়ির মতো এতে অনেক যন্ত্রাংশ থাকে না, তাই বিকল হওয়ার সম্ভাবনাও কম।'

সেবক রোডের একটি ইভির শোরুমের কর্মী বিজয় দাসের কথায়, 'গাড়ির ইনসুরেন্স করার সময়ই আমরা সকলকে আরএসএ (রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্স) করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিই। এর ফলে মাঝরাস্তায় কোনও সমস্যা দেখা দিলে, লোক এসে নিকটবর্তী চার্জিং স্টেশন বা শোরুম পর্যন্ত গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা পাওয়া যায়।'

গ্যারাজের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র শিলিগুড়িতে ইভি বিক্রির গ্রাফ রীতিমতো ঊর্ধ্বমুখী।

শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর (এআরটিও) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৭৬৬টি ইভি রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল। সেখানে ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয় ১৩০৭টি। ২০২৫ সালে সেই সংখ্যাটা ছিল ১১২৩। এদিকে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৮৭৭টি ইভি-র রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এই তালিকা থেকেই পরিষ্কার যে, ইভির চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ দাস জানাচ্ছেন, রেজিস্ট্রেশনের দিকে তাকালেই ইভি-র সংখ্যাটা যে বাড়ছে, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

একসময় শুধুই পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক ইভি আজ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সাশ্রয়ের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। 'ইভি বিপ্লব'-এর মূলে অবশ্য রয়েছেন ব্যবসায়ী, ডেলিভারি পার্টনার, নিত্যদিনের চাকরিজীবী এবং পড়ুয়ারা। শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা ও পাইকারি বাজারগুলোতে মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য পেট্রোল-ডিজেলের বদলে কমার্সিয়াল ইলেক্ট্রিক অটোর ব্যবহারও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ অবশ্য খরচ কমে যাওয়া। ব্যবহারকারীরা জানাচ্ছেন, পেট্রোল বা ডিজেলে চলা গাড়ির তুলনায় প্রায় পাঁচগুণ কম খরচ হয় ইভিতে। তাছাড়া এতে ইঞ্জিন অয়েল বা গিয়ার বক্সের ঝামেলা না থাকায় সার্ভিসিং খরচও অনেকটা কম।

**শিলিগুড়িতে ইভি'র রেজিস্ট্রেশন**

| | |
|---|---|
| ২০২৩ সাল | ৭৬৬টি |
| ২০২৪ সাল | ১৩০৭টি |
| ২০২৫ সাল | ১১২৩টি |
| ২০২৬ সাল (এপ্রিল পর্যন্ত) | ৮৭৭টি |

হিলকার্ট রোডে ই-স্কুটারে বসে ব্যাগে সামগ্রী ভরতে ব্যস্ত খাবার ডেলিভারি বয় রানা প্রসাদ বললেন, 'সারাদিন শহরের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হয়। যে হারে পেট্রোলের দাম বাড়ছে, তাতে প্রতিদিন এত টাকা খরচ করা মুশকিল। ই-স্কুটারে সারারাত চার্জ দিয়ে রাখলে সারাদিনের কাজ চলে যায়। অনেকটাই টাকা বাঁচছে।' দোকানে দোকানে পণ্য সরবরাহকারী রজত দাসও একই কথা বলছেন।

রবীন্দ্রনগর এলাকার একটি নামী ইভি শোরুমের মালিক রাজ রায় জানিয়েছেন, এমনিতেই ধীরে ধীরে ইভি-র চাহিদা বাড়ছিল। প্রধানমন্ত্রী পেট্রোলের ব্যবহার কমাতে বলায় ইভি-র চাহিদা আরও ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজের ই-স্কুটারের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক চার চাকা কেনার পরিকল্পনা করছেন ব্যবসায়ী আনন্দ আগরওয়াল। তাঁর মতে, 'আগে সার্ভিসিং সম্পর্কিত কিছু অসুবিধা থাকত, তবে এখন চাহিদা বাড়ায় কোম্পানিগুলিও বেশ ভালো পরিষেবা দিচ্ছে। পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী হওয়ায় আমি নিজেই অনেক উপকৃত।'

এদিকে, শহরের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই মাটিগাড়া, তিনবাত্তি মোড়, চম্পাসারি এবং বাইপাস এলাকায় ইভি-র চার্জিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। এনজেপি এলাকার একটি পেট্রোল পাম্পেও ইভি চার্জিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

সবমিলিয়ে সুবিধা-অসুবিধার মাঝেও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির জ্বালায় শহরবাসীকে ভরসা জোগাচ্ছে ইভি।

## ট্রাফিক নিয়ম নিশ্চিত রাখতে তৎপর পুলিশ

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** হিলকার্ট রোডে রাস্তার ওপর থাকা অবৈধ পার্কিং সরাতে এবং বিনা হেলমেটে যাঁরা বাইক-স্কুটার চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার অভিযানে নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড।

পুলিশি তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়ে এদিন হিলকার্ট রোডের এক ব্যবসায়ী সঞ্জয় শর্মা বলছিলেন, 'পুলিশি তৎপরতা থাকুক। তবে পার্কিংয়ের ব্যবস্থাটাও হোক। রাস্তার ওপর সারাদিনই গাড়ি দাঁড় করানো থাকে। আমাদের দোকানের ক্রেতারা এসে গাড়ি রাখার জায়গা পান না। তাই অনেকেই গাড়ি রাখতে না পেরে ঘুরে অন্য কোথাও চলে যান। পার্কিংয়ের সুবন্দোবস্ত না থাকলে আমাদের মতো ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়ে যাচ্ছেন।' সঞ্জয়ের এই বক্তব্যে মাথা নেড়ে সায় দিলেন আশপাশে থাকা অন্যান্য ব্যবসায়ীও। এদিন বিনা হেলমেটে যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাঁদেরও জরিমানা করা হয়।

## আত্মবলিদান দিবস পালন

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদান দিবস পালন করা হল শহরের স্কুলগুলিতে। মঙ্গলবার প্রাথমিক ও হাইস্কুলগুলিতে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করা হয়। আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত এই আত্মবলিদান দিবস পালন করা হবে। এদিন সারদা শিশুতীর্থ, শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল, শিলিগুড়ি জগদীশ বিদ্যাপীঠ সহ শহরের অন্য স্কুলগুলিতেও বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন হয়।

## ধন্যবাদ যাত্রা

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** রাজ্যের বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্যারাটিচারদের বেতন, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের মাসিক সাম্মানিক পাঁচ হাজার টাকা এবং মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা এক হাজার টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে 'ধন্যবাদ যাত্রা' করল বিজেপি টিচার্স সেলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা শাখা। এই উপলক্ষ্যে এদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডুও বিতরণ করেন সংগঠনের সদস্যরা।

এদিন বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে শুরু হয়ে সেবক মোড় পর্যন্ত মিছিলটি পরিক্রমা করে।মিছিলে প্রায় ২০০ জন শিক্ষক, প্যারাটিচার ও শিক্ষাকর্মী পা মেলান।

আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

## দায়িত্ব নিয়ে আশ্বাস প্রশাসকের

# বিঘ্ন ঘটবে না নাগরিক পরিষেবায়

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** বর্ষার মরশুমে নাগরিক পরিষেবাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক আর বিমলা। মঙ্গলবার প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। এরপরই পুর কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় সহ অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তিনি স্পষ্ট করেছেন, বর্ষা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা মূল লক্ষ্য। সেইসঙ্গে দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। পুর প্রশাসক বিমলা বলেন, 'নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও কাজেই সমস্যা হবে না। বর্ষার মরশুম চলছে। সেক্ষেত্রে কোথাও যাতে জল না জমে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলাতেও নজরদারি চালানো হবে।'

গৌতম দেব মেয়র পদ ছাড়তেই তৃণমূলের ২৪ কাউন্সিলার একজোট হয়ে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার পক্ষে সওয়াল করে বোর্ড গঠনের জন্য সোমবার পুর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তবে ডেপুটি মেয়রের সই না থাকা এবং পুর আইন মোতাবেক বৈঠক না হওয়ার কারণ দেখিয়ে ওই দাবি নাকচ করে দেয় রাজ্য সরকার। সোমবার রাতেই রাজ্যের তরফে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক হিসেবে আর বিমলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বিমলা পুরনিগমে হাজির হন। পুর কমিশনার সহ অন্য আধিকারিকরা তাঁকে পুষ্পস্তবক ও উত্তরীয় দিয়ে স্বাগত জানান। অমিত জৈনের নেতৃত্বে বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলাররাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। পরে আধিকারিকদের নিয়ে পুর প্রশাসক বৈঠকে বসেন।

পুরনিগম সূত্রে খবর, বর্ষা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে গুরুত্ব পায় ডেঙ্গি প্রসঙ্গ। নাগরিক স্বার্থে নির্মীয়মাণ জলপ্রকল্পের কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয় এবং শহরের বেহাল রাস্তাগুলির যাতে দ্রুত সংস্কার হয়, সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন বিমলা। সদ্য প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'জমা জলের সমস্যা, ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলা ও বিভিন্ন বিষয় পুর প্রশাসকের নজরে আনা হয়েছে। আমাদের ডাকা হলে সব ধরনের সহযোগিতা করব। সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য আমরা রাস্তায় থাকব।'

রাজ্য পুর বোর্ড ভেঙে দেওয়ায় এখন আর কোনও কাউন্সিলার নেই শহরে। নাগরিক পরিষেবায় যাতে পরিস্থিতির কোনও আঁচ না পড়ে, সেক্ষেত্রে সতর্ক পুরনিগমের তরফে পাঁচ বরো অফিসারকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় নথি বরো অফিস থেকে পাওয়া যাবে। এদিন পুর প্রশাসকের কাছে শহরের পরিস্থিতি তুলে ধরেন বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলাররা। অমিত বলেন, 'তৃণমূলের শাসনে পুরনিগমে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার তৃণমূলকে অনেক সময় ও সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু আইনি পথে হাঁটেনি তৃণমূল। তাই রাজ্য প্রশাসক নিয়োগ করেছে।' জানা গিয়েছে, এদিন পুরনিগমের বিষয়টি নিয়ে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বৈঠকে বসে। প্রাক্তন হয়ে পড়া কাউন্সিলারদের নাগরিক পরিষেবায় নজর রাখার কথা বলা হয়েছে। বোর্ড ভেঙে দেওয়ায় তাঁরা আইনজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করছেন বলে জানান তৃণমূলের জেলা সভাপতি (সমতল) কুন্তল রায়।

### বদলি পুর কমিশনারের

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** এবার বদলি করা হল শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায়কে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অশ্বিনীকুমারকে সরিয়ে পুরনিগমের কমিশনার হিসেবে বীর বিক্রম রাইকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বীর বিক্রম বর্তমানে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার পদে রয়েছেন।

## একাধিক গাড়িকে জরিমানা

# রেগুলেটেড মার্কেটে পুলিশি অভিযানে বচসা

রেগুলেটেড মার্কেটে পুলিশ-আড়তদার বচসা। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** যানজট সমস্যা মেটাতে পুলিশি অভিযানে উত্তেজনা ছড়াল রেগুলেটেড মার্কেটে। দীর্ঘদিন ধরে মার্কেটের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাক, কনটেনার রেখে একাধিক আড়তের সামনে মাল কেনাবেচা করা হয়। এর ফলে ভোর থেকে মার্কেটে ব্যাপক যানজট হয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার এ বিষয়ে অভিযানে নামে পুলিশ। এদিকে, পুলিশের সঙ্গে শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও ছিলেন।

এদিন রেগুলেটেড মার্কেটের প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে অভিযান শুরু হয়। প্রথমে পার্কিং সংলগ্ন এলাকায় অভিযানের পর ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকতেই ধীরে ধীরে উত্তাপ বাড়তে শুরু করে। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেনার, ট্রাকগুলিকে ফাইন করতেই হইচই শুরু করেন আড়তদাররা। ট্রাক ও কনটেনার চালকরাও ট্রাফিক পুলিশের কর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

এক ট্রাকচালক তো বলেই বসেন, 'এই ফাইনের টাকা কে দেবে?' এরপরই আড়তদাররা পার্কিংয়ের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিষয়টি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের সঙ্গেও বচসার জড়িয়ে পড়ে আড়তদারদের একাংশ। জয়কান্ত যাদব নামে এক আড়তদার দাবি করেন, 'এলাকায় পার্কিং রয়েছে। তবে সেই জায়গা একেবারেই ট্রাক, কনটেনার রাখার উপযোগী নয়। আগে সেটাকে ঠিক করতে হবে।' যদিও সেই সময় পুলিশের তরফে পালটা প্রশ্ন করা হয়, 'পার্কিংয়ের জায়গা ঠিক করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?' উত্তরে জয়কান্ত বলেন, 'সমস্ত আড়তদারকে নিয়ে নিয়ম করতে হবে। মাল ওঠানো কিংবা নামানোর পরেই ট্রাক কিংবা কনটেনার বেরিয়ে যাবে।'

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পার্থ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ব্যবসা করে আসছি। এধরনের সমস্যা আগে কোনওদিন হয়নি। এটা কয়েকদিন ধরে হচ্ছে। আড়তদারদের একাংশ অতিরিক্ত মাল এনে ট্রাক, কনটেনার ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে বিক্রিবাটা করছে।'

এদিকে, বারবার বচসার পর জংশন ট্রাফিক গার্ডের তরফে সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যাসোসিয়েশনকে সমস্ত আড়তদারকে নিয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করতে বলা হয়। সেই সভায় ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরাও থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, তর্জার মধ্যেই এদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক ট্রাক, কনটেনার এমনকি স্কুটার, বাইককেও ফাইন করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সবমিলিয়ে এদিনের অভিযানে ১৫ হাজার টাকার ফাইন করা হয়েছে।

## রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** রাস্তা, ফুটপাথ দখল করে চেয়ার, বেঞ্চ পেতে চলছে খাবারের দোকান। পাশেই লাইন দিয়ে খাটিয়ায় জামাকাপড় সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে বসছেন হকাররা। যেখানে-সেখানে ফুচকা, আইসক্রিমের স্টল। হকারদের পাশে রাস্তার ওপর পরপর যানবাহন পার্ক করা রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে এটাই চেনা ছবি। রাস্তা, ফুটপাথ দখল হয়ে যাওয়ায় চলাচল করা এখানে নিত্যদিনের সমস্যা।

বিষয়টি নিয়ে দিন দশ আগে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের বাসিন্দারা স্থানীয় কাউন্সিলার, মেয়র, পুর কমিশনার এমনকি পুলিশ কমিশনারকেও চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু সুরাহা তো দূরের কথা, রাস্তা দখল যেন আরও বেড়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ।

### শেঠ শ্রীলাল মার্কেট

এমন পরিস্থিতিতে এক সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা চলাচলের উপযুক্ত না করলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় কুশল আগরওয়াল বললেন, 'ফুটপাথে দোকান বসিয়ে প্রতিদিন কয়েকজন প্রভাবশালী প্রত্যেক খাটিয়া ও ঠ্যালাগাড়ি থেকে ৫০০ থেকে ১০০০ হাজার টাকা করে তুলছে। এলাকায় কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু দখলদারির জন্য অ্যাম্বুল্যান্স সঠিক সময় ঢুকতে না পারায় ওই ব্যক্তিকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে দেরি হয়। যার জেরে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।'

বিনোদ আগরওয়াল নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'চিঠি দিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না। সব জায়গাতে অবৈধ পার্কিং, ফুটপাথ দখল বন্ধ হলে, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে কেন বন্ধ হবে না। সমস্ত খাটিয়া সরাতে হবে। প্রায় ২০ বছর ধরে এই সমস্যা চলছে।'

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায় বলেন, 'দখলদারির বিরুদ্ধে আগেও বিভিন্ন সময় অভিযান হয়েছে। আগামীতেও নিয়মিত অভিযান চলবে।'

## দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইনজীবীর

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের আইনজীবী সুজিতকুমার মাহাতো (৩৫)-র। সুজিত মেডিকেল মোড় সংলগ্ন কদমতলা এলাকার বাসিন্দা। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ কাওয়াখালি এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইক ট্যাক্সি ভাড়া করে রাতে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় স্কুটারচালক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ দুজনকেই আহত অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে। তবে সেখানেই মৃত্যু হয় সুজিতের। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও গাড়ি ওই স্কুটিতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যেতে পারে। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। এদিকে, ওই আইনজীবীর দেহ ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মৃত আইনজীবীকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়।

# আদালতের একগুচ্ছ সমস্যা

**বিশ্বজিৎ বিশ্বাস**

**ইসলামপুর, ২৩ জুন :** আইনি কাজের জন্য প্রতিদিন শতাধিক মানুষ ইসলামপুর মহকুমা আদালতে আসেন। তবে আদালতে এসে বিচারপ্রার্থীদের একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আদালতে চত্বরে বিচারপ্রার্থীদের জন্য বসার নির্দিষ্ট জায়গা, পর্যাপ্ত শৌচাগার কিংবা পার্কিংয়ের ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকু নেই বলে অভিযোগ। এদিকে, ২০১৮ সালে তিনতলা নয়া আদালত ভবন নির্মিত হলেও লিফটের কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে আদালতে আসা বয়স্ক নাগরিকরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার উত্তর দিনাজপুর জেলা জজ আদালতে দরবার করা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

আদালত সূত্রে খবর, প্রতিদিন চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, চোপড়া এবং ইসলামপুর ব্লকের কয়েক হাজার মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু শৌচাগার না থাকায় তাঁদের প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়। পুরুষরা আদালত চত্বরের আনাচে-কানাচে শৌচকর্ম সারতে বাধ্য হলেও, মহিলাদের প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাস টার্মিনাসের শৌচাগারে যেতে হয়। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের অভাবে জিআর অফিস এবং হাজতখানার সামনেই যানবাহন পার্ক করে রাখা হয়। ফলে থানা বা জেল থেকে বন্দিদের হাজতখানায় নিয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে বিস্তর সমস্যায় পড়তে হয় পুলিশকে।

উদ্বোধন হওয়ার পর থেকে নয়া আদালত ভবনের একতলায় এসিজেএম কোর্ট, দোতলায় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-এর বিচারালয় এবং তিনতলায় ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্ট এবং সেকেন্ড কোর্ট চলছে। কিন্তু এই ভবনে লিফটের ব্যবস্থা না থাকায় সিঁড়ি ভেঙে দোতলা ও তিনতলায় পৌঁছাতে হয় বিচারপ্রার্থীদের।

মঙ্গলবার নিজের আইনি কাজের প্রয়োজনে আদালতে এসেছিলেন ৬৬ বছর বয়সি ইমাম উদ্দিন। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় ওঠানামা করে ক্লান্ত হয়ে তিনি মেঝেতেই বসে পড়েছিলেন। ওই বৃদ্ধ বললেন, 'কম করে পাঁচবার তিনতলায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলাম। আর না পেরে মেঝেতে বসে পড়েছি। লিফটের ব্যবস্থা থাকলে আমাদের মতো বয়স্কদের খুব সুবিধা হত।' আদালতে আসা সাজ্জাদ আলির কথায়, 'আদালত চত্বরে একটিও শৌচাগার নেই, যার কারণে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষদের সমস্যায় পড়তে হয়। পুরুষরা এদিকে-ওদিকে চলে যান, কিন্তু মহিলারা কোথায় যাবেন? সবার আগে এই শৌচাগারের সমস্যার সমাধান করা দরকার।'

এ প্রসঙ্গে ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানিয়েছেন, তিনতলা ভবনে লিফটের কাজ শুরু হয়েছে। পার্কিংয়ের জায়গাটি জেলা জজ এবং পূর্ত দপ্তর পরিদর্শনও করেছিলেন। কিন্তু জেলা জজ বদলি হয়ে যাওয়ায় কাজ থমকে যায়।

# ক্লাউড কিচেন পলিসিতে আশার আলো

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** এখনকার ব্যস্ত জীবনে অনেক সময় ভোজনরসিকদের রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাওয়ার সময় হয় না। তাই ঘরোয়া স্বাদের খাবারের জন্য অনেকে ক্লাউড কিচেনকে বেছে নিয়েছেন। বাড়ির স্বাদের খাবার এক ক্লিকে দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়ার এই ব্যবস্থা এখন খুব জনপ্রিয়। এই ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে বিজেপি সরকারও রাজ্য বাজেটে ক্লাউড কিচেনের কথা উল্লেখ করেছে। এই ক্ষেত্রটি যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে তাই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্লাউড কিচেন পলিসির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে এখন অনেকে এই ক্লাউড কিচেন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বাড়ির রান্নাঘর থেকে এই ব্যবসা শুরু করা সম্ভব বলে তরুণ প্রজন্মের অনেকে এমনকি বাড়ির মহিলারা এই ব্যবসার মাধ্যমে স্বনির্ভরতার পথ খুঁজে পেয়েছেন। তবে এই ব্যবসা দীর্ঘমেয়াদি করতে হলে সরকারি ঋণ, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের কারবারে নিয়ন্ত্রণ এবং বিমা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন ক্লাউড কিচেনের মালিকরা।

এই সকল বিষয় বাজেটে ঘোষিত ক্লাউড কিচেন পলিসিতে দেখা হবে কি না, সেবিষয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'এই পলিসিতে কী কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা খুব বিশদে এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িতে মানুষদের যাতে কাজ করতে সুবিধা হয় সেই চেষ্টা করা হবে।'

বাজেটে ক্লাউড কিচেন পলিসির কথা শুনে আপ্লুত শহরের ক্লাউড কিচেন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তরুণ-তরুণীরা। যে কোনও ব্যবসা শুরু করার পর সেটিকে বড় করার ক্ষেত্রে মূলধন একটি বাধা বলে মনে করছেন শহরের এক ক্লাউড কিচেনের মালিক সাগরিকা ঘটক। তাঁর মতে, 'সরকারের তরফে যদি সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই ব্যবসায় অনেকটা অক্সিজেন মিলবে। একটা কমার্সিয়াল রান্নাঘর তৈরি করে উন্নতমানের কিছু মেশিন কিনতে পারলে আমাদের কাজ আরও বেশি সহজ হবে।'

আরেক ক্লাউড কিচেনের মালিক সোমা দাস বললেন, 'অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি অত্যন্ত চড়া হারে কমিশন কাটে, তাই আমাদেরও খাবারের দাম অনেকটা বাড়িয়ে দিতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম করলেও লাভের একটা বড় অংশই চলে যাচ্ছে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির পকেটে।' তাঁর মতে, সরকার যদি এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির ক্ষেত্রে রাশ টানে তাহলে ভালো হয়। তিনি আরও জানান, তাঁরা এই ব্যবসার জন্য যাবতীয় লাইসেন্স বানালেও কোনও ইনসুরেন্স থাকে না। ক্লাউড কিচেনের জন্য লোন পাওয়া যায় না। তাই সরকারিভাবে ঋণের সুবিধা পাওয়া গেলে খুব ভালো হয়।

পূর্ব চয়নপাড়ার আরেক ক্লাউড কিচেন মালিক লক্ষ্মী রায়ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির চড়া কমিশন কেটে নেওয়ার কথা জানান। তাঁর কথায়, 'যে খাবারের দাম ৮০ টাকা, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। দাম দেখে অনেকে তখন এড়িয়ে যান। ফলে ক্রেতার সংখ্যা কমে যায়।'

# বিশ্বকাপ আনকাট

## পতাকায় ধর্মের সম্মান

বিশ্বকাপের ম্যাচ শুরুর আগে অন্যান্য দেশের বিশালাকার পতাকা মাঠে বিছিয়ে দেওয়া হলেও সৌদি আরব এবং ইরাকের ক্ষেত্রে নিয়মটা একেবারে আলাদা! এই দুই দেশের পতাকা কখনোই মাটিতে বিছানো হয় না, বরং স্বেচ্ছাসেবকরা তা শূন্যে তুলে রাখেন। কারণটা কিন্তু একেবারেই ধর্মীয়। সৌদি আরবের পতাকায় তলোয়ারের ওপর লেখা রয়েছে পবিত্র 'কালেমা' আর ইরাকের পতাকায় রয়েছে 'তাকবির' বা 'আল্লাহু আকবর'। ইসলাম ধর্মে এই পবিত্র শব্দগুলো অত্যন্ত শ্রদ্ধার। তাই এই পতাকা মাটিতে রাখা বা অসম্মানজনকভাবে ব্যবহার করা ইসলামি ঐতিহ্যের পরিপন্থী। খোদ ফিফাও এই ধর্মীয় ভাবাবেগকে সম্মান জানিয়ে টুর্নামেন্টে এই দুই দেশের পতাকাকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করছে।

## কানাডায় বাতিল, আমেরিকায় ইন

কানাডায় ঢোকার অনুমতি পাননি, তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ঘানার তারকা মিডফিল্ডার থমাস পার্টে! যুক্তরাজ্যে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তার মামলা চলায় গত সপ্তাহে কানাডা সরকার তাঁর ভিসা বাতিল করেছিল, ফলে পানামার বিরুদ্ধে নামতে পারেননি ৩৩ বছরের আর্সেনালের এই প্রাক্তনী। তবে আমেরিকা তাঁকে ভিসা দেওয়ায় বোস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচে খেলতে তাঁর কোনও বাধা নেই। মার্কিন প্রশাসনের যুক্তি, এখনও তাঁর অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হয়নি। সব বিতর্ক দূরে সরিয়ে পার্টে নিজেও জানিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন। ঘানার কোচ কার্লোস কুইরোজও আত্মবিশ্বাসী, ইংল্যান্ডের মতো বড় দলের বিরুদ্ধে তাঁর ছেলেরা সেরাটাই উজাড় করে দেবে।

## ক্ষমা চাইলেন ধারাভাষ্যকার

টিভিতে সরাসরি ম্যাচ সম্প্রচারের সময় চরম বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করে বিতর্কের ঝড় তুললেন সার্বিয়ার প্রাক্তন স্ট্রাইকার রাডে বোগদানোভিচ! বেলজিয়াম বনাম ইরান ম্যাচে বেলজিয়ান ডিফেন্ডার নাথান এনগোয়ের লাল কার্ড নিয়ে আলোচনা করার সময় তিনি বলে বসেন, 'কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারদের মনোযোগ এবং স্ট্যামিনা ৬০ থেকে ৮০ মিনিটের বেশি থাকে না!' সার্বিয়ার সরকারি চ্যানেল আরটিএস-এ বসে তাঁর এই অসংবেদনশীল মন্তব্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় ওঠে। চ্যানেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ক্ষমা চেয়ে জানায় যে বোগদানোভিচ তাদের স্থায়ী কর্মী নন, কেবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে এসেছেন। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে এই প্রাক্তন ফুটবলারও তাঁর এই বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য শেষমেশ প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছেন।

## মাঠে ছিঁড়ছে জার্সি

এবারের বিশ্বকাপে নতুন এক অদ্ভুত ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে-খেলতে খেলতে জার্সি ছিঁড়ে যাওয়া! এখনও পর্যন্ত চারটি দেশের খেলোয়াড়ের ম্যাচ চলাকালীন জার্সি ছিঁড়ে গিয়েছে এবং অবাক করা বিষয় হল, এই সব কয়টি জার্সিই বিখ্যাত স্পোর্টস ব্র্যান্ড পুমার তৈরি। দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, বেলজিয়াম এবং স্কটল্যান্ডের ফুটবলাররা এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। পুমার দাবি, তাদের এই 'আলট্রাভিয়ভ' প্রযুক্তির জার্সিগুলি মাত্র ৭২ গ্রাম ওজনের এবং ফুটবলারদের গতি ও আরামের কথা ভেবেই বিশেষভাবে তৈরি। কিন্তু বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের সামান্য টানাটানিতেই যেভাবে এই পাতলা জার্সিগুলি ছিঁড়ে ফালাফালা হচ্ছে। তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে চরম ট্রোলিং। গতি বাড়াতে গিয়ে কি তবে টেকসই হওয়াটাই ভুলে গেল পুমা?

## শনকে ছুঁলেন দেশঁ

বিশ্বকাপে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁর মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি নতুন পালক। ইরাককে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন তিনি! এতদিন ১৬টি জয় নিয়ে এই রেকর্ডের একক অধিকারী ছিলেন পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন কোচ হেলমুট শন। এবার তাঁর পাশেই নিজের নাম লেখালেন দেশঁ। তবে ফরাসি কোচ যে এখানেই থামতে রাজি নন, তা বলাই বাহুল্য। নরওয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে যদি ফ্রান্স জয় পায় তবে ১৭টি জয় নিয়ে এই রেকর্ড তিনি এককভাবে নিজের দখলে নেবেন। খেলোয়াড় এবং কোচ-দুই ভূমিকাতেই বিশ্বকাপ জেতার অনন্য নজির আগেই গড়েছেন। আর এবার কোচ হিসেবে নিজের শেষ বিশ্বকাপকে নতুন এক ইতিহাস গড়ে স্মরণীয় করে রাখার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই মাস্টারমাইন্ড।

## লাল কার্ডের ছড়াছড়ি

এবারের বিশ্বকাপ কি লাল কার্ডের নতুন রেকর্ড গড়তে চলেছে? টুর্নামেন্ট সবে শুরু হলেও ইতিমধ্যেই রেফারিদের পকেট থেকে ৬টি লাল কার্ড বেরিয়ে পড়েছে! মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচেই রেফারি তিনজনকে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছেন। এরপর বসনিয়া-হার্জেগোভিনার তারিক মুহারেমোভিক এবং কাতারের দুই খেলোয়াড়কেও দেখতে হয়েছে লাল কার্ড। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে রাশিয়া এবং ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে মোট ৪টি করে লাল কার্ড দেখানো হয়েছিল, যা এবারের বিশ্বকাপের প্রথম কয়েক ম্যাচেই টপকে গিয়েছে। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে দেখানো ২৮টি লাল কার্ডের রেকর্ড ভাঙতে এখনও বেশ কিছুটা পথ বাকি থাকলেও, ফুটবল পণ্ডিতরা কিন্তু সেই সম্ভাবনাই দেখছেন!

১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে ভাইকিং সেলিব্রেশনে মাতলেন নরওয়ের ফুটবলাররা। ছবি : এএফপি

# আটকাতে হবে মেক্সিকো যাত্রা

# আজ স্কটিশ-বধের ছকে আন্সেলোত্তি

আমরা জানি ম্যাচটা খুব কঠিন। ওরা অন্তত এক পয়েন্ট পেতে নিজেদের সব অস্ত্র নিয়েই ঝাঁপাবে। কিন্তু আমরাও নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরেছি, দুরন্ত একটা ম্যাচ জিতেই আমরা মাঠ ছাড়ব।

-গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**মায়ামি, ২৩ জুন** : ডালাসের সেই অদ্ভুত রুক্ষ, কাউবয় মেজাজ আর চওড়া রাস্তার মায়া কাটিয়ে এবার গন্তব্য মায়ামি। টেক্সাসের শুষ্ক, উত্তপ্ত হাওয়া পেছনে ফেলে ফ্লোরিডার এই সৈকত শহরে পা রাখতেই এক স্নিগ্ধ, সামুদ্রিক বাতাস যেন শরীর জুড়িয়ে দিল। আগের রাতের ম্যাচ শেষের পর মাঝরাত বিমানবন্দরেই কাটিয়ে, কাকভোরে ফোর্ট ওয়ার্থ থেকে শার্লট হয়ে যখন ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছালাম, তখন প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার ক্লান্তিকর বিমানযাত্রার ধকল শরীরে জেঁকে বসেছে। আমেরিকার এক বিশাল প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই ছুটে চলা সত্যিই বড় ঝক্কির ব্যাপার। এখানকার মানুষ কেন বিমানের আকাশছোঁয়া ভাড়ার বদলে সাত-আট ঘণ্টার দীর্ঘ সড়কপথ অনায়াসে বেছে নেন, তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। হার্ড রক স্টেডিয়াম আক্ষরিক অর্থে মায়ামিতে নয়, বরং ফোর্ট লডারডেল, মায়ামি আর হলিউডের ঠিক মাঝামাঝি এক অদ্ভুত মোহময় জায়গায় অবস্থিত। আগামী এগারো দিন এখানেই আমার ডেরা। কারণ ব্রাজিল-স্কটল্যান্ডের পর পর্তুগাল-কলম্বিয়ার মহারণ এবং আর্জেন্টিনার নকআউট পর্ব এই মাঠেই হবে। তবে সব ক্লান্তি যেন কর্পূরের মতো উবে যায় যখন দেখি মায়ামির রাজপথ ক্রমশ হলুদ-সবুজ জার্সির জলোচ্ছ্বাসে ঢেকে যাচ্ছে। স্কটিশ 'টার্টান আর্মি'-র কোলাহলের পাশাপাশি ব্রাজিলীয় সমর্থকদের সাম্বা ছন্দে ফ্লোরিডার এই সৈকত শহর এখন যেন রিও ডি জেনেইরোর কোনও এক উৎসবমুখর রাস্তা।

ফুটবল রোমান্টিকদের মনে জল্পনা এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে- সবকিছু ঠিকঠাক চললে আটলান্টার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কি দেখা হবে বিশ্ব ফুটবলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার? সেই স্বপ্নের মঞ্চে পৌঁছাতে নকআউট পর্বে নেইমার ও লিওনেল মেসিদের আরও তিনটি ধাপ পার হতে হবে। ডালাসে মেসিরা যেখানে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন, সেখানে ব্রাজিল এখনও সমর্থকদের পুরোপুরি মন ভরাতে পারেনি। তবে হাইতির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলের জয়ে কিছুটা ছন্দে ফেরা সেলেকাও শিবিরে এখন স্বস্তির বাতাস। কারণ ডান পায়ের কাফ মাসলের চোট সারিয়ে পুরোদমে অনুশীলনে ফিরেছেন দলের প্রাণভোমরা নেইমার। স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই মরণবাঁচন ম্যাচে তাঁর ফেরাটা দলের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে, এই পরম স্বস্তির মাঝেই চরম ধাক্কা হয়ে এসেছে মাঝমাঠের অতন্দ্র প্রহরী ক্যাসেমিরোর নতুন চোট। রাফিনহার হ্যামস্ট্রিং চোটের পর ক্যাসেমোরির ছিটকে যাওয়া কার্লো আন্সেলোত্তির কপালের ভাঁজ কিছুটা হলেও দীর্ঘ করেছে।

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই ম্যাচটি ব্রাজিলের জন্য শুধু নিয়মরক্ষার নয়। গ্রুপে চার পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকলেও, দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলে নকআউট খেলতে গোটা দলকে মেক্সিকো উড়ে যেতে হবে, যা ব্রাজিল শিবির একেবারেই চাইছে না। তাদের লক্ষ্য শীর্ষস্থান ধরে রেখে নিউ জার্সিতেই নিজেদের ঘাঁটি গড়া। স্কটল্যান্ডের (৩ পয়েন্ট) সামনে আবার এটি টুর্নামেন্টে টিকে থাকার লড়াই। মরক্কোর কাছে হারের পর তাদের রক্ষণভাগ এখন বেশ চাপে। আন্সেলোত্তি তাঁর কৌশলে স্কটিশদের এই দুর্বলতাকেই পাখির চোখ করেছেন। অ্যান্ড্রু রবার্টসন ও নাথান প্যাটারসনের মতো স্কটিশ উইং ব্যাকরা যখনই হাই লাইনে আক্রমণে উঠে পেছনে জায়গা ফাঁকা করবেন, ঠিক সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছেন ইতালীয় কোচ। ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও তরুণ এনড্রিকের গতির ঝড়ে স্কটিশ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার গ্রান্ট হ্যানলির কড়া প্রহরা ভাঙার নীলকশা ইতিমধ্যেই তৈরি। রাফিনহার জায়গায় আজ সুযোগ পেতে চলা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি যেমন বলছিলেন, 'আমরা জানি ম্যাচটা খুব কঠিন। ওরা অন্তত এক পয়েন্ট পেতে নিজেদের সব অস্ত্র নিয়েই ঝাঁপাবে। কিন্তু আমরাও নিজেদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরেছি, দুরন্ত একটা ম্যাচ জিতেই আমরা মাঠ ছাড়ব।' মায়ামির এই সামুদ্রিক বাতাসে এখন শুধুই এক মহাযুদ্ধের বারুদ গন্ধ। মেক্সিকো যাত্রা রুখে দিয়ে সাম্বা কি পারবে আটলান্টার দিকে নিজেদের গতিপথ ঠিক রাখতে? উত্তরের অপেক্ষায় গোটা ফুটবল বিশ্ব।

এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবার মাঠে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন নেইমার।

### বিশ্বকাপে

| | |
|---|---|
| সুইৎজারল্যান্ড বনাম কানাডা | ২৫ জুন, রাত ১২.৩০ মিনিট |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা বনাম কাতার | ২৫ জুন, রাত ১২.৩০ মিনিট |
| স্কটল্যান্ড বনাম ব্রাজিল | ২৫ জুন, রাত ৩.৩০ মিনিট |
| মরক্কো বনাম হাইতি | ২৫ জুন, রাত ৩.৩০ মিনিট |
| দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ কোরিয়া | ২৫ জুন, ভোর ৬.৩০ মিনিট |
| চেক প্রজাতন্ত্র বনাম মেক্সিকো | ২৫ জুন, ভোর ৬.৩০ মিনিট |

সম্প্রচার : ইউনাইটি৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

# জোড়া গোল করে বিশ্বমঞ্চ মাতাচ্ছেন হাল্যান্ড

শেষ বত্রিশে নরওয়ে

**নরওয়ে-৩ (হাল্যান্ড-২, পেডারসেন) সেনেগাল-২ (ইসমাইলা সার-২)**

**নিউ জার্সি, ২৩ জুন** : ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ, নাকি সোনার বুটের হাতছানি? কারণ যাই হোক না কেন, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড যেন একাই প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়েছেন। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে সেনেগালের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে নরওয়েকে ২০২৬ বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে পৌঁছে দিলেন এই তারকা স্ট্রাইকার। সেই সঙ্গে লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে সোনার বুট জেতার লড়াইয়েও নিজেকে প্রবলভাবে টিকিয়ে রাখলেন তিনি।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল সেয়ানে-সেয়ানে লড়াইয়ের আদর্শ উদাহরণ। দুই দলই সুযোগ তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, গোলের মুখ খুলতে পারছিল না কেউই। তবে ৪৩ মিনিটে সেনেগাল অধিনায়ক কালিদৌ কৌলিবালির একটি ভুল পাসের সুযোগ নিয়ে নরওয়েকে এগিয়ে দেন পরিবর্ত হিসেবে নামা মার্কাস হোমগ্রেন পেডারসেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই শুরু হয় আসল হাল্যান্ড-ম্যাজিক। ৪৮ মিনিটে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের নিখুঁত পাসে বল পেয়ে অনায়াসে সেনেগালের জালে বল জড়ান ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই স্ট্রাইকার। ৫৩ মিনিটে ইসমাইলা সার একটি গোল শোধ করলেও সেনেগালের আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৫৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান বাড়ান হাল্যান্ড। ইনজুরি টাইমে সার আরও একটি গোল করে সেনেগালের আশা জাগিয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে নরওয়ে।

ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত হাল্যান্ডের কথায় ধরা পড়ল সেই তৃপ্তি। তিনি বলেছেন, 'আজকের রাতটা সত্যিই স্পেশাল। দলের এই জয়ে আমি দারুণ গর্বিত। জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর প্রথম দিন থেকেই দেশের হয়ে খেলাটা আমি উপভোগ করি, মাঠে আমার শরীরী ভাষা দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন। আর বিশ্বমঞ্চের এই উন্মাদনাই তো আলাদা!' অন্যদিকে, হারের পর সেনেগালের সারের গলায় স্পষ্ট হতাশার সুর। তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ তিনি। তাঁর কথায়, 'ম্যাচটা কঠিন ছিল। ফল নিয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ, তবে আমাদের বিশ্বকাপ অভিযান কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। গ্রুপে এখনও আমাদের একটা ম্যাচ বাকি আছে। টরন্টোয় ইরাকের বিরুদ্ধে আমরা মরণকামড় দিতেই মাঠে নামব।'

ম্যাচটা কঠিন ছিল। ফল নিয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবেই হতাশ, তবে আমাদের বিশ্বকাপ অভিযান কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। গ্রুপে এখনও আমাদের একটা ম্যাচ বাকি আছে। -ইসমাইলা সার

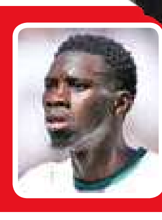

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

## গতির সামনে নীরব ঘাতক

# এমবাপে-হাল্যান্ড ব্লকবাস্টার বোস্টনে

**বোস্টন, ২৩ জুন** : ফুটবল বিশ্বে প্রায় দেড় দশক ধরে চলা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জাদুকরি দ্বৈরথের পর, এবার রাজদণ্ড উঠতে চলেছে নতুন প্রজন্মের দুই মহাতারকার হাতে। আর এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা দুই স্ট্রাইকারের মহারণ দেখার জন্য প্রহর গুনছে গোটা ফুটবল বিশ্ব। ২৬ জুন বোস্টনের সবুজ গালিচায় মুখোমুখি হতে চলেছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে এবং নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। 'গ্রুপ আই'-এর শেষ ম্যাচে ফ্রান্স বনাম নরওয়ের এই হাইভোল্টেজ লড়াই যে গ্রুপ লিগের সবচেয়ে বড় ব্লকবাস্টার হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দুই দলের কাছেই নকআউটের টিকিট ইতিমধ্যে নিশ্চিত, তাই এই ম্যাচটি কার্যত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণের পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিধ্বংসী দুই স্ট্রাইকারের অহংকারের লড়াই হতে চলেছে।

দুজনেই এই মুহূর্তে একে অপরের সঙ্গে রীতিমতো গোল-উৎসবে মেতেছেন। ইরাক ও সেনেগালের বিরুদ্ধে দুজনেই জোড়া গোল করে সোনার বুট জয়ের দৌড়ে মেসির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। তবে দুইজনের খেলার ধরন একেবারেই দুই মেরুর। এমবাপে যেখানে তাঁর বিদ্যুৎগতি এবং স্কিল দিয়ে প্রতিপক্ষকে ফালাফালা করে দেন, হাল্যান্ড সেখানে এক নীরব, হিমশীতল ঘাতক। তাঁকে অনেকেই ফুটবলের 'রোবট' আখ্যা দিয়েছেন। ম্যাচে হয়তো সিংহভাগ সময় তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন প্রতিপক্ষের আর কিছুই করার থাকে না। পরিসংখ্যান দেখলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য! চলতি বিশ্বকাপে হাল্যান্ড প্রতি ১২ বার বল ছুঁয়ে একটি করে গোল করেছেন। ইরাকের বিরুদ্ধে মাত্র ২৫ বার বল ছুঁয়ে জোড়া গোল, আর সেনেগালের বিরুদ্ধে মাত্র ২৩ বার! আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫২ ম্যাচে ৫৯ গোলের এই অতিমানবিক গোলক্ষুধাই ২৮ বছর পর নরওয়েকে বিশ্বকাপের নকআউটে পৌঁছে দিয়েছে।

তবে এমন এক মহাদ্বৈরথের আগে এই নরওয়েজিয়ান তারকা আশ্চর্যরকম শান্ত এবং নির্লিপ্ত। প্রত্যাশার পারদ যখন তুঙ্গে, তখন হাল্যান্ড যেন পুরোপুরি বাস্তবের মাটিতে পা রেখে চলছেন। এমবাপের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নামার আগে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, 'ফ্রান্স সম্ভবত আমাদের হারিয়ে দেবে এবং এবার বিশ্বকাপটা হয়তো ওরাই জিতবে। ২৮ বছর পর নক আউটে ওঠাই আমাদের কাছে বড় সাফল্য। আমি এখন বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।' সেনেগালকে হারানোর পর সতীর্থদের সঙ্গে 'ভাইকিং রো' উদযাপনে মেতে ওঠা হাল্যান্ড যেন এক দর্শকের মতোই বিশ্বকাপ উপভোগ করছেন।

মাঠের ভিতরে বিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়া এই নর্ডিক সাইক্লোনের আসল জ্বালানি কী, তা নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই। জানা গিয়েছে, দিনে প্রায় ৬০০০ ক্যালোরি খাবার খান তিনি, যার মধ্যে থাকে গোরুর কলিজার মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার। তবে চমকপ্রদ তথ্য হল, হাল্যান্ডের প্রিয় খাবারের তালিকায় রয়েছে লোভনীয় সব ভারতীয় পদ! এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, বাটার চিকেন, গার্লিক নান এবং ল্যাম্ব চপ খেতে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

বোস্টনে শুক্রবার যখন দুই দল মুখোমুখি হবে, তখন ফরাসি গতির সামনে বাটার চিকেনপ্রেমী এই 'রোবট' কেমন গর্জে ওঠেন, সেদিকেই এখন তাকিয়ে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

ফ্রান্স সম্ভবত আমাদের হারিয়ে দেবে এবং এবার বিশ্বকাপটা হয়তো ওরাই জিতবে। ২৮ বছর পর নকআউটে ওঠাই আমাদের কাছে বড় সাফল্য। আমি এখন বিশ্বকাপ জেতার চেয়ে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই।

-আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড

# নরওয়ের ভাইকিং রো

## সেলিব্রেশনে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব

**টরন্টো, ২৩ জুন** : বিশ্বকাপের মঞ্চ মানেই শুধু মাঠের লড়াই নয়, বরং সংস্কৃতির এক অপূর্ব মিলনমেলা। আর সেই মিলনমেলাতেই এবার নতুন মাত্রা যোগ করেছে নরওয়ে ফুটবল দলের এক অভিনব উদযাপন, যা ইতিমধ্যেই ইন্টারনেট দুনিয়ায় তুমুল ভাইরাল। সেনেগালকে হারিয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর পর নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করার পরেই গ্যালারির সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। সবুজ ঘাসের বুকেই যেন তাঁরা ভাসিয়ে দিলেন এক কাল্পনিক নৌকা!

ফুটবল বিশ্বে এই নতুন ট্রেন্ডের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভাইকিং রো'। নরওয়ের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে দুঃসাহসী 'ভাইকিং' নাবিকদের কথা। হাজার বছর আগে বিশাল সব কাঠের নৌকায় চেপে তাঁরা সমুদ্র পাড়ি দিতেন। সেনেগালের বিরুদ্ধে জয়ের পর সেই বীর পূর্বপুরুষদেরই যেন স্মরণ করল বর্তমান নরওয়ে দল। মাঠের ঘাসে বসে, একে অপরের পেছনে সারি দিয়ে, কাল্পনিক দাঁড় টানার ভঙ্গি করতে থাকেন ফুটবলাররা। গ্যালারিতে উপস্থিত হাজার হাজার নরওয়েজীয় সমর্থকও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গলা ফাটিয়ে সেই কাল্পনিক নৌকা বাওয়ার ছন্দে তাল মেলান।

অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড এবং তারকা স্ট্রাইকার হাল্যান্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদযাপন আসলে দলের সঙ্গে সমর্থকদের একাত্ম হওয়ার এক অভিনব কৌশল। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ফুটবলের মোড়কে প্রাচীন নর্ডিক ঐতিহ্যের এই উদযাপন গোটা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে। ফুটবল যে শুধু একটি খেলা নয়, বরং আবেগ আর শিকড়ের টান, নরওয়ের এই 'ভাইকিং রো' যেন সেটাই আরও একবার প্রমাণ করল।

# শুভ জন্মদিন, জাদুকর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**ডালাস, ২৩ জুন :** ২০১৬ সালের সেই অভিশপ্ত রাতের কথা মনে পড়ে? চিলির কাছে কোপা আমেরিকার ফাইনালে পেনাল্টি ফস্কে তীব্র যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘জাতীয় দলের অধ্যায় আমার জন্য শেষ। আমি চ্যাম্পিয়ন হতে পারলাম না।’ সেই চরম হতাশার ঠিক দশ বছর পর, ৩৯তম জন্মদিনের ঠিক পূর্বক্ষণে দাঁড়িয়ে ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামের সেই জাদুকরী প্রহরটার দিকে ফিরে তাকালে মনে হয়, এ কোনও রক্তমাংসের মানুষের গল্প নয়, বরং এক মহাকাব্যিক অমরত্ব। কাকতালীয়ভাবে ডালাসের ম্যাজিকের দিনটা ছিল ২২ জুন। ঠিক চল্লিশ বছর আগে যেদিন দিয়েগো মারাদোনার ‘হ্যান্ড অফ গড’ বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছিল। আর চার দশক পর সেই একই দিনে লিওনেল মেসি নামের এক জাদুকর ফুটবল ইতিহাসের সমস্ত রেকর্ড বই নতুন করে লিখে নিজের জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহারটি বিশ্বকে আগাম দিয়ে রাখলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মহারণের শুরুতেই পেনাল্টি ফস্কে যাওয়ায় ডালাসের গ্যালারিতে যে বুকচেরা নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছিল, তা আসলে ছিল এক ঐশ্বরিক চিত্রনাট্যের নিপুণ পূর্বাভাস। লাতিন আমেরিকান ফুটবল বিশেষজ্ঞ টিম ভিকারি যেমনটা জানিয়েছিলেন, ফুটবল-বিধাতা হয়তো চাননি যে মেসি একটা সাদামাটা পেনাল্টি দিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ুক। তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল এক জাদুকরী লগ্ন। আর হলও ঠিক তাই। প্রথমার্ধে সেই নিখুঁত রাজকীয় ভলি এবং ইনজুরি টাইমে দুরূহ কোণ থেকে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় করা জোড়া গোল যেন প্রমাণ করে দিল, বয়স তাঁর কাছে নিছকই ক্যালেন্ডারের পাতায় আটকে থাকা এক তুচ্ছ সংখ্যা। এই জোড়া গোলের সুবাদেই মিরোস্লাভ ক্লোসেকে টপকে ১৮টি গোল নিয়ে তিনি এখন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরার। শুধু তাই নয়, জাঁ ফঁতে ও জাইরজিনহোর পর ইতিহাসের তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে টানা ছয়টি ম্যাচে গোল করার বিরল নজিরও গড়লেন তিনি। সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, তাঁর এই ১৮টি গোলের মধ্যে ১২টিই এসেছে ৩৫ বছর বয়স পেরোনোর পর!

ডালাসের প্রেস বক্সে বসে চোখের সামনে ফুটবল বিশ্বের রথী-মহারথীদের এই মহাতারকার প্রতি যে অকুণ্ঠ মুগ্ধতা দেখলাম, তা আক্ষরিক অর্থেই অভূতপূর্ব। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্ট্রাইকার ক্রিস সাটনের চোখে মেসি যেন সবুজ গালিচায় অন্য সবার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক খেলায় মগ্ন। যেখানে তাঁর দূরদর্শিতা আর বুদ্ধিমত্তা সাধারণের ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে। ফরাসি কিংবদন্তি অলিভার জিরুর কথাগুলি তো আরও রোমাঞ্চকর। তিনি বলছিলেন, ‘আর্জেন্টিনার প্রতিটি ফুটবলার মাঠে বল পেয়ে শুধুই জাদুকরকে খোঁজে। টানা দুইটি বিশ্বকাপ জেতার এই অদম্য বাসনায় ওরা হাসিমুখে মাঠে মেসির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত!’ ৩৯তম জন্মদিনের এই শুভলগ্নে দাঁড়িয়ে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার বা হুলিয়ান আলভারেজদের মতো সতীর্থদের ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চাইছে না। অ্যালিস্টারের কথায়, ‘মাঠে ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওই ঐশ্বরিক ম্যাজিক চোখের সামনে দেখাটা আক্ষরিক অর্থেই একটা পরম স্বপ্নের মতো।’

স্প্যানিশ সাংবাদিক গিলেম বালেগের ভাষায়, এই মুহূর্তে মেসির জন্য নতুন করে কোনও মূর্তি গড়ার বা খবরের কাগজে বসে গভীর বিশ্লেষণ করার সময় আমাদের নেই, কারণ ওর এই অবিশ্বাস্য গতির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে অপারগ। পেশিশক্তির চেয়ে নিজের ক্ষুরধার মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েই সময়ের চাকাকে হার মানাচ্ছেন তিনি। পেনাল্টি মিসের সেই তীব্র হতাশা থেকে জোড়া গোলের এই ঐশ্বরিক প্রত্যাবর্তনই বুঝিয়ে দেয়, মেসি শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি এক জীবন্ত শিল্প। বুধবার যখন তিনি ৩৯ বছরে পা দেবেন, তখন গোটা ফুটবল বিশ্ব তাঁর সামনে নতজানু হয়ে থাকবে। রবিবার জর্ডনের বিরুদ্ধে তিনি হয়তো রেকর্ডের পাতা নতুন করে সাজাবেন, তবে জন্মদিনের এই পবিত্র ক্ষণে দাঁড়িয়ে এটুকু অনায়াসেই বলা যায়-লিওনেল মেসি, তুমিই ফুটবল-বিধাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, তুমিই সর্বকালের সেরা। শুভ জন্মদিন, জাদুকর!

**সোনার বুটের দৌড়ে**

- লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) — ৫ গোল
- কিলিয়ান এমবাপে (ফ্রান্স), আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড (নরওয়ে) — ৪ গোল
- ডেনিজ উন্দাভ (জার্মানি), জোনাথন ডেভিড (কানাডা) — ৩ গোল

## শুরুতেই জমে গিয়েছে সোনার বুটের দৌড়

# গোলের নেশায় ছুটছেন মেসি-এমবাপে-হাল্যান্ডরা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

**হিউস্টন, ২৩ জুন :** হিউস্টনের আকাশ আজ বেশ মেঘলা। কিন্তু ফুটবলের আকাশে মেঘ নেই, সেখানে এক অদ্ভুত সোনালি আভা। এই আভা কোনও অস্তমিত সূর্যের নয়। বরং এক নতুন দিনের, এক নতুন ইতিহাসের। পর্তুগাল বনাম উজবেকিস্তান ম্যাচের মহারণের জন্য যখন আমি এই শহরে পা রেখেছি, তখন চারদিকে শুধু একটাই আলোচনা- কে জিতবে এবারের গোল্ডেন বুট?

বিশ্বকাপের ইতিহাসে সোনার বুটের দৌড় এমন দ্রুতগতিতে শুরু হতে আমি খুব একটা দেখিনি। ১৯৫৪ সালের পর টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার এমনটা ঘটল, যেখানে প্রথম দুই ম্যাচ শেষেই তিনজন ফুটবলার চার বা তার বেশি গোল করে ফেললেন। গ্রুপ পর্বের মাত্র দুইটি ম্যাচ শেষ হয়েছে, আর এরই মধ্যে বিশ্ব ফুটবলের সেরা শিকারিরা নিজেদের প্রমাণ করতে শুরু করেছেন। আর এই দৌড়ের নেতৃত্বে কে? সেই চেনা মানুষটি। হ্যাঁ, লিওনেল মেসি! ২ ম্যাচে পাঁচ গোল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল, আর আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে সেই জাদুকরী হ্যাটট্রিক। এই পাঁচ গোলের সুবাদে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসেকে (১৬ গোল) টপকে সদ্যই তিনি বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারের মুকুট নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন (১৮ গোল)। ৩৯ বছর বয়সেও এই মানুষটার গোল খিদে কমার কোনও লক্ষণ নেই, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

তবে মেসির এই রেকর্ড হয়তো খুব বেশিদিন সুরক্ষিত থাকবে না। কারণ, তাঁর ঠিক ঘাড়ের কাছেই নিঃশ্বাস ফেলছেন তাঁরই প্রাক্তন প্যারিস সাঁ জাঁ-র সতীর্থ কিলিয়ান এমবাপে। সেনেগাল এবং ইরাকের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে এমবাপে এখন ১৬ গোলের মালিক, অর্থাৎ ক্লোসের রেকর্ডে তিনি ভাগ বসিয়ে ফেলেছেন। এমবাপে অবশ্য শুধু এই রেকর্ড ছুঁয়েই থেমে নেই, তাঁর লক্ষ্য আরও বড়। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা দুইবার বিশ্বকাপের সোনার বুট জেতার এক বিরল নজির গড়ার হাতছানি এখন তাঁর সামনে। ২০২২ সালের লুসাইল স্টেডিয়ামে যে দ্বৈরথ শুরু হয়েছিল, তা যেন চার বছর পরেও সমান তীব্রতায় চলছে। এমবাপে অবশ্য এই রেকর্ড নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, ‘লিও তো গোল করবেই। আমি শুধু আমার দলকে সাহায্য করতে চাই। গোল করাটা তারই একটা অংশ।’

এই দুইজনের লড়াইয়ে আরেকটা নাম না বললেই নয়-আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। নরওয়ের জার্সিতে নিজের প্রথম বিশ্বকাপেই এমবাপের মতোই ইরাক এবং সেনেগাল-দুই দেশের বিরুদ্ধেই জোড়া গোল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই দৌড়ে তিনিও আছেন। বক্সের ভেতর তাঁর সেই বিধ্বংসী উপস্থিতি প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে হাল্যান্ডের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, নরওয়ে নকআউট পর্বে ঠিক কতটা এগোতে পারবে, তার প্রায় পুরোটাই নির্ভর করছে তাঁর একার কাঁধে। ফ্রান্স, স্পেন বা আর্জেন্টিনার মতো নরওয়ে দল হিসেবে ততটা শক্তিশালী নয়, আর দীর্ঘমেয়াদি টুর্নামেন্টে এটাই সোনার বুটের দৌড়ে হাল্যান্ডের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

> লিও তো গোল করবেই। আমি শুধু আমার দলকে সাহায্য করতে চাই। গোল করাটা তারই একটা অংশ।
>
> -কিলিয়ান এমবাপে

শুধু এই তিনজনই নন, আগামী কয়েকদিনে হয়তো এই তালিকায় আরও বেশ কিছু নতুন নাম প্রবল পরাক্রমে উঠে আসবে। ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন এবার দারুণ ফর্মে আছেন, গোলের গন্ধ পেলে তিনি কতটা ভয়ংকর হয়ে ওঠেন, তা সবারই জানা। অন্যদিকে স্পেনের আঠারো বছরের বিস্ময় বালক লামিন ইয়ামাল রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করেছেন। আর চোট সারিয়ে পুরোপুরি ফিট থাকলে ব্রাজিলের ভিনিসিয়াস জুনিয়ারও যে এই তালিকার একেবারে ওপরের দিকে চলে আসবেন, তা নিয়ে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

মেসি, এমবাপে, হাল্যান্ড বা ইয়ামালদের মতো নক্ষত্রদের আলো যখন বিশ্ব ফুটবলকে আলোকিত করছে, তখন হিউস্টনে বসে আমি ভাবছি আরেকজনের কথা। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে তাঁর নিষ্প্রভ পারফরমেন্স শুধু তাঁর দলের জন্যই নয়, তাঁর নিজের ইগোর জন্যও একটা বড় ধাক্কা। যেখানে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসি একের পর এক রেকর্ড ভাঙছেন, সেখানে রোনাল্ডোর এই গোলখরা পর্তুগিজ সমর্থকদের মনে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে।

এই বিশ্বকাপ হয়তো অনেক কিছুই বদলে দেবে। হয়তো নতুন কোনও রেকর্ড তৈরি হবে, হয়তো কোনও পুরোনো রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত, সোনার বুটের এই দৌড় আমাদের এমন এক জাদুকরী মুহূর্তের সাক্ষী হতে বাধ্য করবে, যা আমরা বহুদিন ভুলতে পারব না।

*জোড়া গোলে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় যুগ্মভাবে ২ নম্বরে উঠে এলেন কিলিয়ান এমবাপে।*

# বকেয়া বোনাস, খাবার নিয়ে অভিযোগ, জেরবার সেনেগাল

**টরন্টো, ২৩ জুন :** ২০০২ বিশ্বকাপের পর এবার অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছিল সেনেগাল। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে ফ্রান্স ও নরওয়ের কাছে হেরে তারা এখন বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের দোরগোড়ায়। মাঠের এই হতশ্রী পারফরমেন্সের মাঝেই এবার প্রকাশ্যে এল সেনেগাল শিবিরের অন্দরের চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি। বকেয়া বোনাস, খাবার নিয়ে অভিযোগ এবং কোচ পাপে থিয়াওয়ের চুক্তি নিয়ে তৈরি হওয়া ডামাডোল দলের ভেতরের পরিবেশ রীতিমতো ঘোলাটে করে তুলেছে।

জানা গিয়েছে, দলের খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের বোনাস দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ছিল, যা প্রবল চাপের মুখে মাত্র কয়েকদিন আগে সেদেশের সরকার মিটিয়ে দেয়। দলের নিজস্ব রাঁধুনি ব্যক্তিগত কারণে দেশে ফিরে যাওয়ায় খাবার নিয়েও বিস্তর অভিযোগ ওঠে। যদিও খেলোয়াড়দের এই নিয়ে কোনও ক্ষোভ ছিল না। মূলত ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গে যাওয়া পরিবারের সদস্যরাই হোটেলে সেনেগালিজ খাবার না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। সবচেয়ে বড় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কোচ থিয়াওয়ের চুক্তি নিয়ে। সেনেগালের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দীর্ঘ টালবাহানার পর, স্বয়ং দেশের রাষ্ট্রপতি বাসিরু দিওমায়ে ফায়ের হস্তক্ষেপে শেষ মুহূর্তে তাঁর চুক্তি চূড়ান্ত হয়।

বিতর্কের এখানেই শেষ নয়। আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসী সেনেগাল সমর্থকদের জন্য মাত্র ৪০০টি ম্যাচ টিকিট বরাদ্দ করায় দলের হোটেলের সামনে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এতসব বিতর্কের মাঝেও শুক্রবার ইরাকের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে দলকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছেন কোচ থিয়াও। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, যাবতীয় সমস্যা মিটে গিয়েছে এবং দলের একমাত্র ফোকাস এখন শুক্রবারের ম্যাচ জিতে নকআউটের আশা বাঁচিয়ে রাখা।

*জোড়া গোল করলেও সেনেগালকে জেতাতে পারলেন না ইসমাইলা সার।*

## যুগলবন্দিতে বিশ্বকাপের মঞ্চে

# এমবাপে-ডেম্বেলে পুরোনো মহারণের ইঙ্গিত

*কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে ওসমানে ডেম্বেলে জুটি নাকানিচোবানি খাওয়াল ইরাক ডিফেন্সকে।*

**ফ্রান্স-৩ (এমবাপে-২, ডেম্বেলে)**
**ইরাক-০**

**ফিলাডেলফিয়া, ২৩ জুন :** সবুজ গালিচায় তিনি যেন নিখুঁত ছন্দের জাদুকর। ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে ঝোড়ো হাওয়া আর বজ্রপাতের চোখরাঙানিকে হার মানিয়ে সেই কিলিয়ান এমবাপের পায়ের জাদুতে বিমোহিত হল ফুটবল বিশ্ব। নিজের শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচে জোড়া গোল করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্বমঞ্চে জ্বলে ওঠাই তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। ঠিক যে কাজটা দিনের পর দিন করে চলেছেন লিওনেল মেসি। এই দুই মহাতারকার অনবদ্য ফর্ম যেন ২০২২ সালের সেই অবিস্মরণীয় মহারণের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকেই ক্রমশ উজ্জ্বল করছে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় খেলা বন্ধ থাকলেও ফরাসিদের আগ্রাসনে এতটুকু ভাটা পড়েনি। ১৪ মিনিটে মাইকেল ওলিসের বাড়ানো বল ধরে ২০ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে ইরাকের জাল কাঁপান রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা স্ট্রাইকার। এই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয় প্রকৃতির তাণ্ডব। তবে দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে ফিরেও ফ্রান্সের আক্রমণের ধার কমেনি। ৫৪ মিনিটে ইরাকের রক্ষণভাগ ও গোলকিপার আহমেদ বাসিলের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে এমবাপেকে বল বাড়ান ওসমানে ডেম্বেলে। অনায়াসেই নিজের দ্বিতীয় এবং বিশ্বকাপের মঞ্চে ১৬তম গোলটি করে মিরোস্লাভ ক্লোসের রেকর্ড স্পর্শ করেন এমবাপে। ১২ মিনিট পর সেই ওলিসের অনবদ্য পাসে বল পেয়ে দেশের হয়ে বিশ্বকাপে নিজের খরা কাটান তারকা স্ট্রাইকার ডেম্বেলে।

আদতে এই ম্যাচ ছিল ফরাসি দাপটের এক নিখুঁত প্রদর্শনী। ভারী মাঠ এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও বলের দখল থেকে শুরু করে প্রেসিং-সব বিভাগেই ইরাককে কার্যত দর্শক বানিয়ে ছেড়েছে দিদিয়ের দেশঁর ছেলেরা। এই জয়ের ফলে দুই ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘আই’-এর শীর্ষে থেকে নিশ্চিন্তে নকআউটে পৌঁছে গেল ২০১৮ সালের চ্যাম্পিয়নরা। এমবাপের এই অতিমানবীয় ফর্ম যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে, বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বাধিক গোলস্কোরারের মুকুটটি দখল করতে তিনি কতটা মরিয়া। এই মুহূর্তে ১৮ গোল নিয়ে শীর্ষে থাকা মেসির ঠিক পেছনেই রয়েছেন তিনি। ম্যাচ শেষে প্রিয় ছাত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ দেশঁ বলেছেন, ‘রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য। মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো ও কতদিন খেলবে জানি না, তবে শারীরিক সক্ষমতা যতদিন থাকবে, ও গোল করে যাবে। প্রতিবার রেকর্ড ভাঙার পর ও নিজেই নিজের মানদণ্ড আরও উঁচুতে নিয়ে যায়।’ নকআউটের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেও আগামী শুক্রবার বোস্টনে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে নরওয়ের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। অন্যদিকে, শূন্য হাতে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা ইরাক টুর্নামেন্টে টিকে থাকার ক্ষীণ আশা নিয়ে একই দিনে টরন্টোতে সেনেগালের বিরুদ্ধে নামবে।

> রেকর্ড গড়াই হয় ভাঙার জন্য। মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মতো ও কতদিন খেলবে জানি না, তবে শারীরিক সক্ষমতা যতদিন থাকবে, ও গোল করে যাবে। প্রতিবার রেকর্ড ভাঙার পর ও নিজেই নিজের মানদণ্ড আরও উঁচুতে নিয়ে যায়।
>
> -দিদিয়ের দেশঁ

## ‘আট থেকে আশি’, মেসিতেই বাঁচি

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে লিওনেল মেসি যখন মাঠে ইতিহাস লিখছেন, তখন গ্যালারিতে দেখা গেল এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। ক্যামেরাম্যানের লেন্সে ধরা পড়লেন দুই অসমবয়সি মেসি ভক্ত। একজন মায়ের কোলে থাকা ১ বছরের শিশু। কানে বড় হেডফোন দিয়ে ম্যাচ উপভোগ করছিল। দ্বিতীয়জন হলেন গিনেস বুকে নাম তোলা ১০০ বছরের কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ‘গ্যাংস্টার গ্র্যানি’। যার আসল নাম পলিন কানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯২৬ সালে জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে নাতি রস স্মিথের সঙ্গে কন্টেন্ট তৈরি করেন। আর্জেন্টাইন মহাতারকার অন্ধ ভক্ত। ইন্টার মায়ামি কিংবা আর্জেন্টিনা, সব ম্যাচেই মেসির জন্য গলা ফাটান পলিন। আপাতত দুই প্রজন্মের দুই সমর্থক নেটপাড়ার মন জয় করে নিয়েছে।

# প্রায় অর্ধেক দামে দিল্লিতে ঋষভ, কুলদীপ লখনউয়ে

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** জল্পনা শেষপর্যন্ত সত্যি হল।

লখনউ সুপার জায়েন্টস-ঋষভ পন্থ সম্পর্কে ইতি। গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা জল্পনায় সিলমোহর। লখনউ ছেড়ে নিজের পুরোনো দল দিল্লি ক্যাপিটালসেই ফিরলেন তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। ঋষভের বদলে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউ পাচ্ছে কুলদীপ যাদবকে। এদিন দুই দলের যে সিদ্ধান্তের কথা সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে।

দলবদলে ঋষভের পারিশ্রমিকে অবশ্য অনেকটাই কাটছাঁট হল। ২৭ কোটির বদলে ১৫ কোটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। কুলদীপের চুক্তির অঙ্কে কোনও হেরফের ঘটছে না। দিল্লির সঙ্গে আগের চুক্তির ১৩.৫ কোটি টাকাই পাবেন। ট্রেডের নিয়ম মেনে ঋষভের জন্য বাড়তি যে ১.৫ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, তা দিল্লির পরবর্তী নিলামের পার্স থেকে আগাম কেটে নেওয়া হবে।

২৭ কোটির রেকর্ড দরে ঋষভকে নিলাম থেকে নিয়েছিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কারা। সঙ্গে অধিনায়কের গুরুভার। যদিও ব্যাটার, অধিনায়ক, জোড়া দায়িত্বেই প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ ঋষভ। ২০২৫ সালে সপ্তম এবং এবার একেবারে লাস্টবয়। ফলস্বরূপ দ্রুত মোহভঙ্গ, ট্রেড উইন্ডোতে ঋষভকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি কুলদীপকে পাওয়ায় লখনউয়ের স্পিনারের চাহিদা অনেকটাই মিটল। লখনউয়ের হোম গ্রাউন্ড একানা স্টেডিয়াম মূলত স্পিন-সহায়ক। কুলদীপ আসায় যা কাজে লাগানো যাবে।

২০১৬ থেকে ২০২৪-টানা ৯ বছর দিল্লি ক্যাপিটালসে কাটিয়েছিলেন ঋষভ। দীর্ঘদিনের অধিনায়কও। যদিও ২০২৪ সালের মেগা লিগের পর আর্থিক বনিবনা না হওয়ায় দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। নিলামে ঋষভের ২৭ কোটির রেকর্ড দর চমকে দিয়েছিল ক্রিকেট দুনিয়াকে। কিন্তু দুই বছরে বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে অবশেষে দিল্লির চেনা সাজঘরেই ফিরতে হল।

কাকতালীয়ভাবে ২ বছর আগে লখনউয়ের ছাঁটাই অধিনায়ক লোকেশ রাহুলকে দলে নেয় দিল্লি। এবার ঋষভের পালা। বর্তমানে নেতৃত্বে অক্ষর প্যাটেল। যদিও নেতৃত্বের চাপ অক্ষরের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলছে। ফ্র্যাঞ্চাইজির একাংশ চাইছে লোকেশকে দায়িত্ব দেওয়ার। ঋষভের আগমনে শেষ পর্যন্ত দিল্লি সাজঘরের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে, সেটাই দেখার।

কুলদীপকে নিয়ে এদিকে আবেগঘন পোস্ট করেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম শীর্ষকর্তা পার্থ জিন্দাল। লিখেছেন, 'গত ৫ বছর ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলে। তোমাকে মিস করব। এবার নিজের হোমগ্রাউন্ডে খেলবে। শুভকামনা রইল।' উত্তরপ্রদেশের হওয়ার সুবাদে লখনউয়ে একানা স্টেডিয়ামে কুলদীপের নিজের শহরও।

## ফ্লেমিংয়েই আস্থা চেন্নাইয়ের

অপরদিকে, গত কয়েক বছরে প্রত্যাশিত সাফল্য না এলেও হেডকোচ স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের ওপরই আস্থা রাখছে চেন্নাই সুপার কিংস। শোনা যাচ্ছিল, ফ্লেমিংকে সরিয়ে সাপোর্ট স্টাফ টিমের খোলনলচে বদলে ফেলতে চলেছে হলুদ ব্রিগেড। সুপার কিংসের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সেই সম্ভাবনা নেই। ফ্লেমিং দলের সফলতম কোচ। তাঁর ওপরই আস্থা রাখা হচ্ছে।

# আলজিরিয়ার প্রত্যাবর্তনে বিদায় জর্ডনের

আলজিরিয়া-২ (বেনবোয়ালি, গুইরি)
জর্ডন-১ (নিজার)

**সান ফ্রান্সিসকো, ২৩ জুন :** দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কীভাবে খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, বিশ্বমঞ্চে সেটাই করে দেখাল আলজিরিয়া। প্রথম ম্যাচে হারের পর টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে দুই দলের কাছেই এই ম্যাচটি আক্ষরিক অর্থেই মরণ-বাঁচন লড়াই ছিল। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার প্রবল চাপ সামলে শেষ পর্যন্ত জর্ডনকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে শেষ বত্রিশে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখল আলজিরিয়া। অন্যদিকে, প্রথমবার বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে এসে টানা দুই ম্যাচ হেরে হতাশার বিদায় নিশ্চিত হল জর্ডনের।

সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণের রাশ ছিল আলজিরিয়ার পায়ে। কিন্তু ধারার বিপরীতে গিয়ে প্রথম আঘাতটি হানে জর্ডনই। ৩৬ মিনিটে মুসা আল-তামারির একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট শট বক্সের ভেতর পেয়ে যান নিজার আল-রাশদান। ডান পায়ের অনবদ্য শটে গোল করে জর্ডনকে অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে দেন তিনি। তবে বিরতির পর মরিয়া আলজিরিয়ার আক্রমণের ঢেউয়ের সামনে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে জর্ডনের রক্ষণভাগ। এই প্রবল চাপের ফল মেলে ৬৯ মিনিটে। একটি নিখুঁত কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেডারে গোল করে আলজিরিয়াকে সমতায় ফেরান নাদির বেনবোয়ালি। এরপর ৮২ মিনিটে আরও একটি কর্নার থেকে তৈরি জটলার মধ্যে বল পেয়ে কাছ থেকে জয়সূচক গোলটি তুলে নেন আমিন গুইরি। মাঝমাঠে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন আলজিরিয়ার ইব্রাহিম মাজা।

জর্ডনকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরলেও আলজিরিয়ার রক্ষণভাগের পুরোনো দুর্বলতা কিন্তু থেকেই গেল। পরিসংখ্যানের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের শেষ ১৫টি ম্যাচে মাত্র একবারই তারা নিজেদের গোল অক্ষত রাখতে পেরেছে, যা এসেছিল ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আলজিরিয়া চাইবে এই জয় থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে নকআউটের টিকিট নিশ্চিত করতে। আর জর্ডনের কাছে শেষ ম্যাচটি এখন কেবলই মাথা উঁচু করে বিদায় নেওয়ার লড়াই।

# চ্যাম্পিয়ন দয়িতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** কালিম্পংয়ে অল বেঙ্গল স্টেট র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের সিঙ্গলসে শিলিগুড়ির দয়িতা রায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে দয়িতা ৩-১ গেমে হারিয়ে দেয় উত্তর ২৪ পরগনার দেবান্না অরিকে। খেতাব জয়ের জন্য দয়িতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তার কোচ মৃন্ময় চৌধুরী।

*ট্রফি নিয়ে দয়িতা রায়।*

*রোহিত শর্মার হাতে পদ্মশ্রী সম্মান তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।*

# হকিতে ভারতের পাকিস্তান বধ

**লন্ডন, ২৩ জুন :** এফআইএইচ প্রো লিগ হকিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৪-৩ গোলে হারাল ভারত। এদিন লন্ডনে হাইভোল্টেজ ম্যাচে ভারতের হয়ে গোল করেন অভিষেক নাইন, নীলকান্ত শর্মা, সুখজিৎ সিং ও রাজিন্দার সিং। পাকিস্তানের গোলস্কোরার নাদিম, মহম্মদ আবু ও সাকিল মণি।

# জয়ী জিটিএসসি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে মঙ্গলবার জিটিএসসি ৬-৩ গোলে হারিয়েছে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবকে। হ্যাটট্রিক করেন জিটিএসসি-র প্রশান্ত ছেত্রী। তাদের বাকি গোলগুলি খোকন রায়, রাজীব ছেত্রী ও শ্যাম কুমারের। দাদাভাইয়ের গোলস্কোরার চিরঞ্জিৎ বর্মন, বসন্ত গোঁসাই ও নিরকল থাপা। ম্যাচের সেরা হয়ে প্রশান্ত পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বৃহস্পতিবার খেলবে তরুণ তীর্থ ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

*ম্যাচের সেরা হয়ে প্রশান্ত ছেত্রী।*

# ভারতীয় দলে ৩ নম্বর জার্সি বৈভবের

**মুম্বই, ২৩ জুন :** জুনিয়ার পর্যায়, ঘরোয়া ক্রিকেট, 'এ' দলের গণ্ডী পেরিয়ে সিনিয়ার দলে পা রাখার পালা। জোড়া সফরে উড়ে যাওয়ার আগে 'মেন ইন ব্লু'-র সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত জার্সি পেয়ে আবেগে ভাসলেন বৈভব সূর্যবংশী। বুঝে উঠতে পারছিলেন না, কীভাবে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করবেন।

ভারতীয় দলের তরফে এদিন একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে বৈভবের হাতে জার্সি দেওয়ার স্মরণীয় মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। সঙ্গে ক্যাপশন-'যে মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আপনারা, সেই সময় এসে গিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে বৈভব সূর্যবংশী...।'

## 'কী বলব ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না'

বৈভবের হোটেলের ঘরে জার্সি পৌঁছে দেওয়া হয়। বাক্স খুলে জার্সি বের করে রীতিমতো বাকরুদ্ধ বৈভব। বেশ কিছুক্ষণ পর বলেছেন, 'প্রথম যেদিন যে কারণে ব্যাট হাতে তুলে নিয়েছিলাম, মাঠে প্র্যাকটিস করতে ছুটেছিলাম, অবশেষে আজ সেই স্বপ্নপূরণ। ক্রিকেট সফরের সবচেয়ে বড় ধাপ পেরোলাম। ভাষায় যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

বৈভব আরও যোগ করেছেন, 'জার্সিটা দেখার পর সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছে। খুশি থামতেই চাইছে না। আসলে একেক সময় এমন কিছু ঘটে, যা কল্পনাতেও থাকে না। আর তা যখন ঘটে, ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার ঠিক সেটাই হয়েছে।' সিনিয়ার দলে তিন নম্বর জার্সি বরাদ্দ হয়েছে। অতীতে ভারতের তিন নম্বর জার্সির মর্যাদা বাড়িয়েছেন হরভজন সিং, সুরেশ রায়না, যুযবেন্দ্র চাহালরা। এবার বৈভবের পালা।

*প্রথমবার সিনিয়ার ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দিয়ে বৈভব সূর্যবংশী। মঙ্গলবার।*

# কাউন্টিতে পাঁচ উইকেট সুথারের

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে স্বপ্নের টেস্ট অভিষেকের পর কাউন্টি ক্রিকেটেও কামাল দেখাচ্ছেন মানব সুথার। ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সমারসেটের বিরুদ্ধে দুই ইনিংস মিলিয়ে ঝোলায় ৭ উইকেট। এরমধ্যেই দ্বিতীয় ইনিংসে ১০০ রান খরচ করে প্রতিপক্ষের অর্ধেক ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফেরান মানব। ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছেন। এর আগে প্রথম ম্যাচে ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেট নেন ভারতীয় দলের নবাগত স্পিনার।

# চোটে নেই নীতীশ, বদলি সূর্যাংশ

**নয়াদিল্লি, ২৩ জুন :** চোট পেয়েছিলেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজে। সেই চোটের কারণেই শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের দল থেকে ছিটকে গেলেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে সম্প্রতি ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে ভালো পারফর্ম করা সূর্যাংশ শেড়গেকে দলে নেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তান সিরিজের মাঝেই বোলিংয়ের সময় বাঁ পায়ের কোয়াড্রিসেপশ মাসলে চোট পেয়েছিলেন নীতীশ। পরবর্তী সময়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায়, চোট বেশ গুরুতর। অন্তত চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগবে নীতীশের ফিট হতে। এমন অবস্থায় জাতীয় নির্বাচকরা নীতীশের পরিবর্ত খুঁজে নিতে বাধ্য হলেন। এদিকে, গতকাল রাতেই চেন্নাই থেকে আয়ারল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্যে টিম ইন্ডিয়ার একটি দল রওনা হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মুম্বই থেকে স্কোয়াডের বাকিদের রওনা হওয়ার কথা।

## মিশন আয়ারল্যান্ড-ইংল্যান্ড

নীতীশের চোটের খবর সামনে আসার দিনই ইংল্যান্ড ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল। হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ১৭ সদস্যের দলে তেমন কোনও চমক নেই। যদিও এখনও আন্তর্জাতিক অভিষেক না হওয়া অলরাউন্ডার জেমস কোলসকে দলে নিয়ে চমক দিয়েছেন ইংল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচকরা। ইংল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান মার্কাস নর্থ জানিয়েছেন, বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরমেন্সের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে কোলসকে। চোটের কারণে ব্রাইডন কার্স ও জেমি ওভার্টনরা দলে সুযোগ পাননি। উল্লেখ্য, আয়ারল্যান্ডে ২৬ ও ২৮ জুন জোড়া টি২০ ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড পৌঁছাবে টিম ইন্ডিয়া। ১ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০ ম্যাচ শ্রেয়স আইয়ারদের।

# প্রয়াত স্বপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ জুন :** প্রাক্তন ফুটবল কোচ স্বপন ঘোষ সোমবার প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। স্বপনের স্ত্রী ও এক ছেলে বর্তমান।

# বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসে অভিযুক্ত অভিষেক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুন :** বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের গুরুতর অভিযোগ উঠল বাংলার ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে। হুগলির মগরা থানায় আজ বাংলা তথা দিল্লি ক্যাপিটালসের উইকেটকিপার-ব্যাটারের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিষেকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে সিএবি-তেও। বাংলার ক্রিকেট কর্তারাও এমন ঘটনায় অবাক।

## চাঞ্চল্য সিএবি-তে

পুলিশ সূত্রের খবর, মগরার এক তরুণী যিনি বর্তমানে হায়দরাবাদে ডাক্তারি পড়ছেন। তিনি আজ অভিষেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ, অন্তত তিন বছর তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। যদিও মাস আটেক আগে তাঁদের মধ্যে কিছু সমস্যা হয়। সেই সমস্যাও থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তৈরি হয়েছিল দূরত্বও।

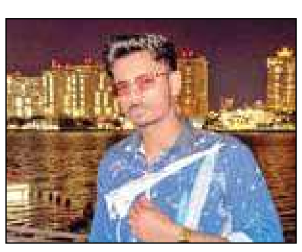

যদিও বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ সেই সময় করেননি তরুণী। আজ করেছেন। মগরা থানার পুলিশের তরফে অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে আসরে নেমেছেন হুগলির (গ্রামীণ) পুলিশ সুপার কুয়ারভুষণ সিং। বিষয়টি নিয়ে রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে অভিষেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন। অভিষেকের কথায়, 'আমি ভালো খেলছি বলে নানা কথা হচ্ছে। যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করছি। এর বেশি কিছু বলার নেই আপাতত।'

নরওয়ের ভাইকিং রো সেলিব্রেশনে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব
-খবর দশের পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মাহিদুল ইসলাম - কে 04.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49L 27278 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "খুব বেশি কষ্ট বা বড় বিনিয়োগ ছাড়াই জীবনে কোটিপতি হওয়া যে কারও জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয় হবে। ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের জন্য একটি আশ্চর্যজনক সুযোগ প্রদান করে যা মাত্র কয়েক দশ টাকা খরচ করে সর্বত্র কোটিপতি তৈরি করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।